ক্ষণা-মিহির।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

"আদৌ নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং মধ্যে প্রচণ্ডাতপঃ।
ক্লেশঃ আধাততঃ স্বপক্ষনিচয়ৈঃ স্নাদেয়াঃ ভিদাহানলঃ॥
*   *   *   *   *   *   *
অঙ্গং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥"

কালিদাস।

কীর্ত্তিপাশা হইতে
শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৪

ভূমিকা।

ক্ষণা, রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির একটি প্রধানতম কন্যারত্ন! মানবকুলে এরূপ দেবীভাবসম্পন্না নিত্যস্মরণীয়া রমণী-রত্ন অতি সুদুর্লভ। ক্ষণার রূপ, গুণ, স্বভাবের অপূর্ব্ব মাধুরী অতীব মনোহারিণী ও অপার কৌতূহলপ্রদ! ক্ষণার জন্ম, মরণ, কার্য্যকারণের আখ্যায়িকাদি শ্রবণে বাল, বৃদ্ধ, বনিতা সমস্তেরই অতুল ঔৎসুক্য, ও শোকবিমিশ্র অতুল আনন্দজনকও বটে! যেমন বালকের অপরিশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ আধ আধ কথাগুলি সুমিষ্ট, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণের অস্ফুট আলাপন অতিশয় মনোমুগ্ধকারী, ক্ষণার সামান্য ভাষায় বিরচিত এলোমেলো বচনগুলিও তেমনই কি ততোহধিক মাধুর্য্যময় ও অশেষ ফলপ্রদ। ফলতঃ তদীয় বচনের ও আচরণের বৈচিত্র্য অতীব বিস্ময়কর ও প্রমোদময় কৌতূহলজনক। বিধাতার বিচিত্র ঘটনা! এই অদ্বিতীয়া কন্যারত্ন আবার তদনুরূপ পাত্রেই পরিণীতা হইয়াছিলেন! মিহির সর্ব্বাংশে ক্ষণার হৃদয়াধিকারের যোগ্য পাত্র সংযোজিত হইলেন!

দশ বৎসরের অধিক কাল হইবে, আমি ক্ষণা-মিহিরের জীবন সম্বন্ধীয় প্রকৃত প্রস্তাবটি পুস্তকাকারে লিখিব অভিপ্রায়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বহু দেশ ভ্রমণ ও বহু পর্য্যটন করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভুবনবিখ্যাত রমণী ও পুরুষ-রত্নের জীবন সম্বন্ধীয় লিপিবদ্ধ বিশেষ কোন ইতিহাস লাভ করিতে পারি নাই। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জনশ্রুতিপরম্পরা উপকথাস্বরূপ। তবে ভরসা, ও গুণের মধ্যে দেখিলাম, কাছাড়, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্ব্ব-বাঙ্গালাধিবাসী, গৌড় প্রভৃতি পশ্চিম-বাঙ্গালানিবাসী, এবং মহারাষ্ট্রীয়, কি হিন্দুস্থানীয় যে কয়টি প্রাচীন বহুদর্শী জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, উক্ত আখ্যায়িকা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং সামান্যভাবে লেখাপড়ায় যাহা পাওয়া গিয়াছিল, ঐ ব্যাখ্যার সহ তাহারও অধিকাংশ একতা আছে দৃষ্ট হইল। অধিকন্তু সাগরসঙ্গমস্থলে রামেশ্বর-সেতুবন্ধবাসী জনৈক পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ হয়। অনেকানেক ভদ্র প্রাচীন ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, এই পরমহংসের বয়সের সঙ্খ্যা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই; পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা ক্রমাগত কেহ পাঁচ শত, কেহ বা ততোহধিক বলিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রকৃত মহাত্মা; কোন বিষয় কেহ জিজ্ঞাসু হইলে, যত দূর জানেন, তাহাতে তিনি কাহাকেও

বঞ্চনা করেন নাই। পরিশেষে আমি পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা ও পরবর্ত্তী পরমহংসের দয়ানুকম্পায় তাঁহাদিগের ঐকমত্য প্রস্তাবানুরূপই এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম।

যেমন শাস্ত্রাভাব-স্থলে দেশাচার ব্যবহারই শাস্ত্রবৎ মান্য, ও গৃহীত হইয়া থাকে, ক্ষণা-মিহিরের প্রস্তাবেও বহুজন মানবের ঐকমত্য সত্য জ্ঞানে গৃহীত হইল। ক্ষণা-মিহিরের ক্ষমতাবিষয়ে লিপি-বাহুল্য যাহা বহু শতাব্দী হইতে বৎসর বৎসর দৈনিক পঞ্জিকায় প্রকাশ হইয়া আসিতেছে, বালক, বৃদ্ধ, বনিতার কণ্ঠস্থ থাকিয়া যাহা নিয়ত বিরাজ করিতেছে, অহোরাত্র পদে পদে যাহা স্মরণীয়, তাহা লিপিবদ্ধ করা কেবল পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত করা ভিন্ন নহে। তবে পুস্তকের পরিশিষ্টে সংক্ষেপে কয়টি মাত্র বচন উদ্ধৃত করা গেল।

কেহ কেহ বলেন, মিহির কোন ব্যক্তির নাম নহে; উহা একটি উপাধি মাত্র। পণ্ডিতবর বরাহই মিহির-উপাধিপ্রাপ্ত। বরাহ-পুত্রের প্রকৃত নাম প্রথুযশাঃ। কেহ বলেন, অথবা অনেকেই বলেন, মিহির স্বয়ংই এক ব্যক্তি বরাহের পুত্র। ইনিই পিতা বরাহ কর্ত্তৃক নদীস্রোতে পরিত্যক্ত হইয়া রাক্ষস কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আবার এরূপও কেহ বলেন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মিহির একটি সাধারণতঃ উপাধি। যেমন বরাহ মিহির, তেমন প্রথুযশাঃ মিহির; বংশপরম্পরা সমস্তই ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন; যথা—ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ, ইত্যাদি। পরবর্ত্তী পুরুষেরা সকলেই উক্ত উপাধিতে খ্যাতবন্ত হইয়া থাকেন।

যাহাই হউক, আমরা সাধারণের বিশ্বাস ও সংস্কারানুযায়ীই নায়ককে মিহির নামে উপস্থিত করিলাম। এরূপ নির্দ্দেশ করা কত দূর সঙ্গত, অসঙ্গত, তাহা পাঠক মহোদয়গণের বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

পরন্তু এই আখ্যায়িকাটির অধিকাংশই প্রাচীন প্রবাদে সংগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং ইহা যথারীতি জীবনচরিত হইতে পারে না, তাই উপন্যাসভাবে লিখিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে সানুনয় নিবেদন, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে কেহ বৈরক্তি বোধ না করিয়া অবসরমত যদি একবার পাঠ করেন, তাহা হইলেই কৃতার্থ ও সফল-মনোরথ জ্ঞান করিব।

কীর্ত্তিপাশা।
২৮এ ভাদ্র, ১২৯২ } শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষণা-মিহির।

[উপন্যাস]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"শ্লাঘ্যাং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ।
ক্লেশঃ শ্লাঘ্যতরঃ সুপঙ্কনিচয়ৈঃ শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ॥
* * * * * * *
নষ্টং কুম্ভবর ত্বয়া নহি কৃতং [illegible] সভাতে।"

কালিদাস।

দাক্ষিণাত্যে একটি একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবা সমুদ্র-দর্শন-মানসে বনপথে গমন করিতেছেন। মনের এমনই একাগ্রতা জন্মিয়াছে, সাগর দেখিতে যে বিপদসাগরে পতিত হইতেছেন, তৎপ্রতি দিক্‌পাত মাত্র নাই। যখন পথ ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্গম হইয়া আসিল, পা আর চলিতেছে না; তখন পথিকের জ্ঞান হইল, এ কোথা? এই কি রামেশ্বর সেতু-বন্ধ? না শ্বাপদরাজ্য? ফলতঃ বনটি এমনই নিবিড়, এ স্থলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইতে দেখা যায় না। সূর্য্যের অনধিকারস্থল জানিয়াই বুঝি তামসী এখানে চিরবাস-বাসনায় বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সর্ব্বদা দুর্দ্দিনের ন্যায়, না দিন, না রাত্রি; এক ঘোর দৃশ্য! যে দিন জগতে প্রকৃত দুর্দ্দিন, সে দিন এ স্থলটি প্রকৃতই যেন প্রেতরাজ চিত্রগুপ্তের গুপ্ত কারাগার! অদ্য সেই দুর্দ্দিনের দিন! বায়ুর ভীষণ তাড়নে উন্নত-গ্রীব মহীরুহগণের পরস্পর ঈষৎ বিচ্ছেদ কখন কখন দেখা যাইতেছে; সেই অসংযোগ-স্থল দিয়া কখন কখন বিদ্যুৎশলাকা প্রকাশ পাই-তেছে; কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যেন সপ্ততালপরিমিত যমদূতগণ গ্রীবাদেশ

ঈষৎ বাঁকাইয়া পাপীর প্রতি জ্বলন্ত লৌহশলাকা দোলাইতেছে! সঘন ঘনগর্জ্জন তাহাদিগেরই ভৎর্সনা-স্বর! পথিক জড়নিশ্চেষ্ট, আড়ষ্ট! কেহ যেন কাঠের পুতুল দাঁড করিয়া রাখিয়াছে! দুর্ঘটনাবশতঃ দুর্গম পথে কোন পান্থ আলো-হস্তে সভয়ে চলিতেছে। হঠাৎ আলো নিবিয়া গেল; ভীরু অমনই থমক খাইয়া দাঁড়াইল! তমসা রাক্ষসী তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিল। এই ভ্রমণকারী পথিকেরও ঠিক্ সেই দশা ঘটিল। দুটি পা চলিবেন, সাধ্য কি? ভীরুতানিবন্ধন চক্ষুর গুরুতর ব্যস্ততা জন্মিল; যে দিকে চান, সেই দিকেই ঘোর বিভীষিকা-মূর্ত্তি। পথিক চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ক্ষণকাল এই ভাবে গত হইলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইল: চক্ষু আপনা আপনি প্রকাশ হইল। এবারে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাব! যেন অস্পষ্ট আলোক অল্প অল্প চক্ষে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ঐশ্বরিক কারণে হউক, কিম্বা স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারেই হউক, জানি না জন্মান্ধেরা কি প্রকারে দিবারাত্রি ভেদ করিয়া লইতে সমর্থ হয়। অদ্য পথিকও বুঝি সেই সেই কারণে দিবা রাত্রি ভেদ করিয়া লইতে শক্ত হইলেন। পথিকের জ্ঞান হইল, দিবা এখনও অবসান হয় নাই। বাস্তবিক তাহাই সত্য, এক্ষণে দুর্যোগ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে; সূর্য্যদেব শেষ যামের শেষ ভাগে যাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পথিক দুই এক পা করিয়া যদৃচ্ছা গমন আরম্ভ করিলেন। যতই অগ্রসর হন,ততই কিছু কিছু সুবিধার মত বোধ হইতে লাগিল। দেখিলেন, বন ক্রমশঃই পাতলা হইয়া আসিতেছে। অনতি-দূরে উচ্চতর কোন একটি ধবল পদার্থ লক্ষ্য হইল। পথিক এ অবস্থায়ও কিঞ্চিৎ কৌতূহলপরবশ হইলেন, এবং সেই দিক ধরিয়া অবাধে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক মনোহর মন্দিরের পশ্চাদ-বর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন।

এ স্থানটিও বন বটে, কিন্তু বৃক্ষরাজি তত ঘনীভূত নহে। অনেক স্থল হইতে আকাশপটে প্রকৃতির চিত্র দেখা যাইতেছে। অস্তগিরি এখনও সূর্য্যের সমস্ত শরীর গ্রাস করে নাই; রক্তাক্ত অর্দ্ধাঙ্গ এখনও

বাহিরে আছে। সেই রক্তাভা বৃক্ষের অসংযোগ-স্থল হইতে বাহির হইয়া শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ মন্দিরের অবয়বে আসিয়া লাগিয়াছে; যেমন হীরক প্রবালের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াছে। এ স্থানের বৃক্ষগুলিও সুজাতীয়, মনোহর! শাল, তাল, তমাল, চন্দন, অগুরু, রুদ্রাক্ষ, দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফুলে ফলে পরিণত। আশু বিকারোন্মুক্ত রোগীর ন্যায় পথিক জ্ঞানপ্রাপ্ত ও কিঞ্চিৎ সবল হইলেন। অতলতলায়িত শিশুর কূল-প্রাপ্তি! কোথায় অন্ধকূপ নরক? কোথায় কৈবল্যধাম! পথিক মনের ভাবে যেন অমরত্ব লাভ করিলেন! এ সময় এ স্থলের কি দৃশ্য, কি শ্রাব্য, কি ঘ্রাণীয় সকলই অপূর্ব্ব! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা!—সর্ব্বাপেক্ষা নৈদাঘ দিবার অবসানীয় শান্ত বায়ু! ইহার তুল্য নাই, মূল্য নাই—অসদৃশ জিনিষ!!

মনোহর দৃশ্য? কেবল চক্ষুতৃপ্তিকর; অমীরকণ্ঠ? কেবল শ্রুতি-প্রীতিপ্রদ; মন্দারগন্ধ? কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভৃত সম্পত্তি; সুধারস? কেবল রসনার বাসনা-ফল; স্পর্শমণি? কেবল ত্বাচের হাতের পাঁচ; ফলে এই সমস্ত পদার্থনিচয়ের একটিরও একটি ভিন্ন দুইটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ঐ জিনিষ—ঐ শান্ত সমীর নিরপেক্ষ; কি ইন্দ্রিয়গণ, কি অঙ্গনিচয়, কি বাহ্যিক, কি আভ্যন্তরিক, শরীরমধ্যে এমন কেহ নাই, যে উহার সংস্পর্শে মোহিত নহে। অদ্য আবার বিশেষ গুণবিশিষ্ট! বহু অলঙ্কারে ভূষিত! নন্দন-বনের প্রধান রত্ন মন্দারকুসুমের ঘ্রাণ; অদূরে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর ঈষৎ কলনাদ; সুদূরপরাহত সুগভীর অথচ অতিশয় মৃদুল সামুদ্রিক শান্ত স্বর; অবসানসূচক মধুকণ্ঠী পাখিগণের কূজন; এই সমস্ত সুখ-সামগ্রী একযোগে যার পোষকতা করিতেছে, কে বলিবে, তাহার তুল্য ইহজগতে আর দ্বিতীয় আছে? কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসারই আশা পূর্ণ হইল; রসনার কি হইল? ইহার উত্তর এই পর্য্যন্ত; "ঘ্রাণে চার্দ্ধভোজনং"। পথিক আমোদে বিহ্বল হইলেন!

এ আবার কি! কৃষ্ণপক্ষ, তাহাতে সন্ধ্যা অতীত; এ জ্যোৎস্না কোথা হইতে আসিল! এই বিজনে এ স্বর্গীয় দীপ কে প্রদীপ্ত করিল? দীপরশ্মি কি এরূপ স্নিগ্ধ, ও দূরনিঃসৃত? পথিকের যেমন আনন্দ, তেমনই বিস্ময় এবং তৎসঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ভয়েরও সঞ্চার হইল। কিন্তু কৌতূহল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অগ্রস্থ থাকিতে আর ধৈর্য্য রহিল না; ব্যস্তপাদবিক্ষেপে তড়িতের ন্যায় মন্দিরের সম্মুখস্থ হইলেন। যাহা দেখিলেন.তাহা অপূর্ব্ব দৃশ্য! চন্দ্রমন্দির। বিশ্বকর্ম্মার কারুকার্য্য যে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ, অদ্য সম্যক্ প্রত্যক্ষ হইল। যদি অধুনাতন লোকেরা এ নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিতে পাইতেন, তবে তাজমহলের কথা তাঁহাদিগের মুখে কখনই আসিত না। মন্দিরের সম্মুখস্থ রত্নময় কবাটের শিরোভাগে একটি রত্ন জ্বলিতেছে; তদালোকেই চতুর্দ্দিক প্রায় মুহূর্ত্তপথ ব্যাপিয়া জ্যোৎস্নাময় হইয়াছে। পথিক ভাবিলেন, এই না কি চন্দ্রকান্ত মণি? আবার দেখিলেন, দেবভাষা ও রাক্ষসীভাষা-সংমিশ্র, স্বর্ণাক্ষরে কয়টি কথা লেখা রহিয়াছে। পথিক এ ভাষায় অনভিজ্ঞ নহেন, পড়িতে পারিলেন; এই মণিময় মন্দির এবং ইহার মধ্যগত অনাদিলিঙ্গ ত্রিলোকবিখ্যাত রক্ষপতি রাবণের প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবপর বটে; যেহেতু ধনেশ্বর যক্ষপতিও উঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন!

লিপি পাঠ করিয়া পথিকের কতই না স্মরণ হইতে লাগিল। তখন সকল ভুলিয়া রামায়ণের মানচিত্র নিয়া বসিলেন। অনেক সময় সেই অমৃতরসের চিত্র হৃদয়ের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। যখন রামেশ্বর-সেতুবন্ধের চিত্র চিত্তগত হইল, তখন চমকিয়া ভাবিলেন, এই না কি সেই রামেশ্বর? আবার ভাবিলেন, না; ইহা যে রাবণের প্রতিষ্ঠিত লেখা রহিয়াছে। যাহা হউক, পদার্থ একই বটে। পথিক গাত্রোত্থান করিলেন। দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, সকলই অমানুষিক ব্যাপার! সদ্য চন্দনরস; সদ্য বিল্বদল, সদ্য কুসুমরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ; মধ্যে অনাদিলিঙ্গ! ভক্তির পরিশিষ্ট! তখন বিপুল ভক্তিসহকারে তিনি বারংবার প্রদক্ষিণ

করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এ যাবৎ জলস্পর্শ করেন নাই; শিবার্চ্চনায় একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। তখন মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিল্বদল ও কুসুম আহরণজন্য চলিলেন। দক্ষিণদিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, সম্মুখে অপূর্ব্ব উদ্যান! সমস্ত অলৌকিক! কে এ উদ্যান রক্ষা করে? এরূপ পরিষ্কার ভূমি—একটি তৃণ নাই; বৃক্ষচ্যুত একটি শুষ্ক পল্লবও নাই। মন্দিরের মধ্যেও সকল সদ্য-ব্যাপার; অথচ জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইতেছে না। কি আশ্চর্য্য! অথবা ইহার আশ্চর্য্য ছাড়া কোনটি? এ আবার কি! এখানে কি ঋতুভেদ নাই? ষড়ঋতু কি এ স্থানে একত্র বাস করিতেছে? কোথায় মল্লিকা; কোথায় সেফালিকা! কোথায় কদম্বমঞ্জরী, কোথায় দাড়িম্বকেশরী? কোথায় বকুল, কোথায় চূতমুকুল! কোথায় ইন্দীবর, কোথায় নাগেশ্বর! সকলই যেন নৈকট্য কুটুম্ব; একত্রে পরস্পর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। পথিক উৎফুল্লচিত্তে ঘরিয়া ঘরিয়া প্রফুল্ল কুসুমচয় আহরণ করিতে লাগিলেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে পঁহুছিয়া দেখিলেন, অনতিবৃহৎ, অথচ বহুশাখায় শোভিত একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র বৃক্ষ! মূলদেশ নানা রঙ্গের প্রস্তরে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের ন্যায় নির্ম্মিত ও বেষ্টিত। কি শাখা, কি পল্লব, কি কুসুমনিকর, সকলই ইহজগতের বহির্ভূত! যে পরিমল যোজন-বিস্তীর্ণ স্থান আমোদিত করিয়াছে, পথিক বুঝিতে পারিলেন, তাহা এই বৃক্ষেরই সম্পত্তি! তবে এই না কি পারিজাত? যাহা সমুদ্রসম্ভূত দেব-দানবের প্রভূত যত্নের ধন? অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব; যে রত্ন অমর-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের প্রধান সম্পত্তি, তাহার স্থান এই মরভূমে? অসম্ভব! পথিক চিন্তামগ্ন; কিয়ৎক্ষণ পরে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন, ঠিক ঠিক, অসম্ভব নহে, সম্ভবপরই বটে। ইহা যে রক্ষপতি রাবণের রক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত স্থান। ইন্দ্রের সম্পত্তি তাঁহার প্রজার সম্পত্তি বলিলেও হয়। কেনই সম্ভবপর না হইবে? পথিক আর চিন্তায় কালহরণ করিলেন না; যাহা সম্পূর্ণ প্রফুল্ল, তাহাই তুলিয়া লইলেন। মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া অনাদিনাথের যথাসম্ভব

অর্চ্চনা করিলেন। পাথেয় জন্য সঙ্গে কয়টি ফল ছিল, তাহা উৎসর্গ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি। সুধীর নিদ্রা বড়। তাহাতে শান্তির বিশ্রামধামই এ সময়ের আশ্রয়স্থান। সুশীতল শিলাতল শয্যা-স্থানীয়; যুবা শয়ন করিলেন। সালঙ্কৃতা নিদ্রাদেবীর এমন দিন আর কবে হইবে? যুবাকে একেবারে অঙ্কদেশে আকর্ষণ করিয়া বসিলেন। যুবা ঘোর অচৈতন্য।

রাত্রি শেষ। প্রত্যূষকাল হইতে একযামা রজনী পর্য্যন্ত খাটিয়া প্রভঞ্জন অঞ্জনার মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন, কিন্তু উষার উত্তেজনায়, আর পাহারাওয়ালা পাখীদের চীৎকারে সে বিশ্রাম অল্পেই ভঙ্গ হইল। কি করিবেন? পরাধীনের সুখ শান্তি কোথায়? ক্ষণেক দুঃখ করিয়া শেষ ব্যজনহস্তে আবার নিয়মিত কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। অনেকেই পরের ভাল দেখিতে পারে না। উষা এ যাবৎ গা তুলেন নাই; শয়ানা থাকিয়াই মরুৎকে তাড়াইলেন। মুখাবরণ নীলাম্বরী ঈষন্মাত্র অপসারিত করিয়াছেন; ললাটস্থ তারকাটি অল্প অল্প দেখা গিয়াছে মাত্র। কোকিলকোকিলাদিগেরও এ পর্য্যন্ত ঘুম ভাঙ্গে নাই। ক্বচিৎ এক আধটির আধা ভাঙা হইয়া রহিয়াছে; চক্ষু মেলে মেলে, মেলে না। কেহ কেহ ঘুমের চক্ষে ভাঙা-গলায় কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ভাবে যেন প্রাতঃস্মরণীয় নাম করিতেছে। কিন্তু দোয়েলেরা ভারি উদ্‌যোগী পুরুষ। ইহারা স্ত্রীপুরুষে পূর্ব্বেই গা তুলিয়াছে। ইহাদিগের যেমনই যন্ত্র, তেমনই শিক্ষা! বৃন্দাবনবিহারী যখন বৃন্দাবন ছাড়িয়া যান, মথুরায় অনাবশ্যক বিবেচনায় তখন বাঁশরীটি নিকুঞ্জের তমাল-তলায় ফেলিয়া গিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই বাঁশীটি দোয়েলেরা পাইয়াছিল। সঙ্গীতাধ্যাপকের উপদেশমতে এক্ষণে প্রতি রাত্রি-শেষেই ইহারা তাহা নিয়া স্বরকসরৎ করিয়া থাকে। কুম্ভকর্ণের কথা বলিতে পারিলাম না; নতুবা আর নিদ্রালু কাহাকেও দেখা যাইতেছে না যে, এ স্বরকসরতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না হইতে পারে। পথিকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু বড়ই ক্ষোভ রহিয়া গেল, তিনি স্বপ্নে দেখিতে-

ছিলেন, কে তাঁহার হস্তপদ ফুলনিগড়ে বন্ধন করিতেছে; আর কে কানে কানে বলিতেছে, "ফুল ফুটিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে"। আরও শুনিবার ইচ্ছা ছিল; হায়! এমন সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

পথিক ঘর্ম্মাক্ত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। অনাবৃত দরজা। দেখিলেন, চারি জন দীর্ঘকায় পুরুষ পাশহস্তে দণ্ডায়মান। এ কি ভূত? না, মানুষ? পথিক বিশেষ ভয় পাইলেন না; ভাবিলেন, ভূত-নাথের অদ্ভুত দূতগণ। পরে দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া যখন দেখিলেন, অরুণের ঈষৎ আলোক সহ তাহাদিগের অবয়বের ছায়া যাইয়া মন্দিরের দেয়ালে ঠেকিয়াছে। দেবতা কি অপদেবতার ছায়া নাই এই সংস্কারে তখন বুঝিলেন, পূর্ব্বের অনুমান ভ্রমাত্মক! যদিও এজাতীয় লোক পথিক সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার মধ্যে ইহারা বিশেষ বিকট! চক্ষু লোহিতবর্ণ বৃহৎ গোলাকার; কামানের জ্বলন্ত গোলার ন্যায় আকার; দুই একটা উদ্দীপ্ত লাঠনের মধ্যেও ঐরূপ দুই একখানা রক্তবর্ণ গোলাকার কাচ দেখিতে পাওয়া যায়। তাল তরুর ন্যায় মস্তক; গুম্ফের কেশগুলি ঝ্যাটা কাটা, তাম্রবর্ণ; আভসন্ধিও ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না; যুবা এ বার ভয়ে জ্ঞান হারাইলেন। ইহারা কে? অথবা দূত-বেশধারী; দূতই হইবে। যমদূতেরা সত্য-বানকে বাঁধিয়া লইতেছিল; সত্যবানের সাবিত্রী ছিলেন, সাবিত্রী রক্ষা করিলেন। ইহার সাবিত্রী কোথায়? সাবিত্রী-মন্ত্র যে গায়ত্রী ছিল, তাহাও অজ্ঞানের কাছে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিল! দূতেরা যুবার হস্ত পদ পাশদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করত বহন করিয়া লইয়া চলিল। কোথায় চলিল, কে বলিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে কূর্ম্মদ্বীপ নামে একটি উপদ্বীপ আছে। প্রাচীন গল্পে শুনা গিয়াছে, গজকচ্ছপের যুদ্ধানন্তর কচ্ছপের মৃত শরীর

এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। তাহাতে সিকতা ঠেকিয়া চড়া বাঁধে; এই নিমিত্ত ইহার কূর্ম্মদ্বীপ নাম হইল। এই সিকতাময় ক্ষুদ্র ভূমি কালক্রমে চতুর্দ্দিকে শতাধিক যোজন বিস্তীর্ণ স্থান হইল। ক্রমে বহুবিধ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ হইলে নানা প্রকার জীব জন্তুও আসিয়া এ স্থানে বাস করিতে লাগিল। এক্ষণে যে ভীমতরঙ্গময়ী ভীমা নদী দেখা যাইতেছে, প্রথমে উহা সূত্রবৎ একটি ক্ষুদ্র খাল ছিল। নদী হইয়া এক্ষণে এই দ্বীপ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু নামের ভিন্নতা হয় নাই; নাম একই রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় তীরকেই কূর্ম্মদ্বীপ বলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, লঙ্কার মহাসমর-সময়ে প্রাণের ভয়ে অনেক রক্ষজাতি সপরিবারে ভীমার পশ্চিম তীরে আসিয়া লুক্কায়িত ভাবে বাস করিতেছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হইয়া গেলেও পলায়িতেরা এ স্থান ত্যাগ করিল না। নিষ্কণ্টকে বহুভূমি পাইল, কেনই বা ত্যাগ করিবে? যেমন বহুভূমি, কিন্তু কালে আবার জনতায়ও বহুসঙ্খ্যক হইয়া পড়িল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান! বিবাদের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরে মধ্যস্থের বিচারে সকলে একবাক্য হইয়া হিড়িম্ব নামে জনৈক বিচক্ষণ রক্ষের প্রতি প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। হিড়িম্ব সর্ব্বাংশে এ পদের যোগ্য পাত্রও বটে। সকলেই তাঁহার সদ্গুণে প্রীত ও বশীভূত হইলেন। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এই হিড়িম্বের বংশসম্ভূত ব্যক্তিরাই পর্য্যায়ক্রমে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান রাজাও তদ্বংশ-সম্ভূত। অল্প দিন গত হইল, এই বংশজ অমরাক্ষ নামে এক অতিপ্রতাপশালী বদান্য রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার বিয়োগে প্রজাগণ পিতৃবিয়োগ মনে করিয়াছিল। অমরাক্ষ দুই সুযোগ্য পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন; প্রথম হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় অরুণাক্ষ। এক্ষণে যথারীতি হিরণ্যাক্ষই রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া দক্ষতার সহিত রাজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কালে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘটনা হইল। এ বিচ্ছেদে কনিষ্ঠ অরুণাক্ষেরই অধিকতর দোষ।

অরুণাক্ষ বাহুবলে জ্যেষ্ঠের প্রতিযোগীই ছিলেন; কিন্তু বুদ্ধিবলে সহায়বলে তদপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিলেন। সুতরাং এ বিবাদে পরিশেষে অরুণাক্ষ রাজ্য হইতে একেবারে বিদূরিত হইলেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই ছিল, সুদক্ষ নামে তাঁহার এক জন বিচক্ষণ পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে তিনি রাজ্য ভাঙিয়া প্রায় এক-তৃতীয় অংশ প্রজা সঙ্গে আনিতে পারিয়াছিলেন। তখন আর কোথায় যাইবেন? এই ভীমা নদীর পূর্ব্বতীরে দুরবগাহ গহনমধ্যে শ্বাপদরাজ্য অধিকার করিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। অরুণাক্ষ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সম্পত্তি কোথায়? কার্য্যকারণে দস্যুর সর্দ্দার হইলেন। কালে ঘোর দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন।

কোন গূঢ় কারণ বশতঃ রাজস্থান হইতে সুবিক্রম নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া নির্জ্জনে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। ইনি এরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন যে,ইহাঁর কোষাগার ধনেশ্বর কুবেরের ধনাগারের সহ তুলনা হইত। রাজা বহুগুণে ভূষিত ছিলেন; কিন্তু অর্থলালসা অতিশয় প্রবল থাকায় কালে গুরুতর দোষ জন্মাইল! ধনবৃদ্ধির প্রতিই দৃষ্টি; অন্য দিকে দৃক্‌পাতমাত্রও ছিল না। যে পরিমাণে ধনবল, তাহাতে সৈন্যবল অতি সামান্য ছিল। নিষ্কণ্টক রাজ্য; সৈন্যবলের বড় প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু চিরদিন যে সমান যায় না, ধনতৃষ্ণায় সুবিক্রম বিচক্ষণ হইয়াও তাহা এক দিনও মনে করেন নাই। যে সহস্র-সঙ্খ্যক মাত্র সেনা ছিল, তাহারাও নিষ্কর্ম্মে থাকিয়া ক্রমে আহার নিদ্রায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। অযত্ন, অলসতার যাহা পরিণাম, অচিরাৎই তাহার ফল ফলিল। রক্ষপতি অরুণাক্ষ সদলে আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। সে ভীষণ আক্রমণে রাজা সুবিক্রম অল্পসময়-মধ্যেই সপরিবারে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। অরুণাক্ষ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সুবিক্রমের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। এই অমরাবতীতুল্য পুরীতেই এক্ষণে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইতি-

পূর্ব্বে যে দেবমন্দিরের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই অরুণাক্ষেরই অধিকারভুক্ত। অরুণাক্ষ শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত; প্রতি সোমবার প্রদোষসময় তিনি স্বয়ং যাইয়া অনাদিনাথের পূজা করেন। নন্দনকাননসদৃশ পুষ্পকাননটি তাঁহারই রক্ষিত। উদ্যানমধ্যস্থিত যে কুসুমশাখীটি বিশেষ গৌরবে রক্ষিত হইতেছে, রক্ষসম্প্রদায় উহাকে প্রকৃত পারিজাত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সত্য মিথ্যা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু উহাতে অনেকগুলি চমৎকারিত্বও দেখা যায় বটে; এমন কি, তাহা ইহজগতে একান্তই দুর্লভ। এমন সুবিমল গন্ধ, তাহা আবার যোজনব্যাপক; সপ্তাহ অপর্য্যুষিত থাকে। রক্ষসম্প্রদায় যাহা বলিয়া থাকেন, হইতেও বা পারে। যাহা হউক রাজা সপ্তাহের কুসুম স্বয়ং আহরণ পূর্ব্বক অনাদিনাথের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অন্যান্য কুসুম আহরণের ভার কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি ন্যস্ত। অদ্য সোমবার, কেবল প্রত্যূষেই উদ্যানপ্রবেশ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! উদ্যানস্থিত বৃক্ষ লতা সকলই ফুলশূন্য। কেবল হতবুদ্ধি। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উদ্যানপালকের কুটীরে গমন করিলেন। উদ্যানপালক কেবলের মুখে সমস্ত শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। যাইয়া যে অবস্থা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ উড়িয়া গেল! কি সর্ব্বনাশ। যাহা রাজা স্বয়ং তুলিয়া লন, তাহারই অভাব? আজ জীবনেরও অভাবকাল উপস্থিত! উদ্যানপালক সহচরসঙ্গে চতুর্দ্দিকে সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক দেখিলেন, কোথায়ও ফল দর্শিল না; পরিশেষে মন্দির সন্ধানে চলিলেন। মন্দিরে যাইয়া যাহা দেখিলেন, এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন। ইহারাই সেই ভ্রমণকারী যুবাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গমন করিল, এবং মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজদরবারে পঁহুছিয়া অভিযোগ উত্থাপন করত অপরাধীকে রাজসমীপে দাঁড় করিয়া রাখিল। রাজা শ্রুতমাত্র ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন! মুহূর্ত্তপরে আদেশ করিলেন, কল্য বিচার হইবে; বন্দী এবং উদ্যানপালক উভয়েই যেন অদ্য কারারুদ্ধ থাকে। আদিষ্ট চরেরা তৎ-

ক্ষণাৎ তদ্রূপ করিল। রাজা উপযুক্ত সময় দেখিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সকলে স্ব স্ব ধামে গমনোন্মুখী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্য অপরাধীর বিচার; বিচারালয় লোকে পরিপূর্ণ। রক্ষরাজ রাজাসনে আসীন। বামভাগে সুদক্ষ মন্ত্রী পৃথগাসনে উপবিষ্ট। পারিষদগণ পদোচিত ভিন্ন ভিন্ন আসনে সমাসীন। রক্ষিগণ প্রতি দ্বারে নিঃশব্দে যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান; দর্শকমণ্ডলী নীরবে নির্নিমেষ-চক্ষে সভাবলোকন করিতেছেন। সকলেই নিস্তব্ধ; শ্বাসটি পর্য্যন্ত সঙ্কোচ করিয়া যেন ফেলিতেছে! এমন সময় সভাপাল বন্দিগণসহ সভা-প্রবেশ করিল। অপরাদিগণ যথারীতি দণ্ডায়মান। রাজা অরুণাক্ষ অরুণলোচনে বারংবার মেঘগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, মেঘপাল! তুমি উদ্যানরক্ষক; তোমার কার্য্য কি? মেঘপাল হতবুদ্ধি, বাঙ্-নিষ্পত্তিরহিত; অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় অনবরত কাঁপিতে লাগিল।

রাজা। তুমি জান না, প্রতি সোমবার প্রদোষে আমি পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করি না?

মেঘ। (নীরব)—

রাজা। কল্য আমার রীতিমত পূজা হয়েছে?

মেঘ। (কম্পিতস্বরে) না—

রাজা। এ বিঘ্নের কারণ কে?

মেঘ। (নীরব)—

রাজা। বিঘ্নকারীর প্রতি আমার কিরূপ দণ্ডাজ্ঞা, তা জান?

সকলই নীরব!

রাজা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তোমার কোন প্রার্থনা আছে?

এবার উত্তর হইল। মেঘপাল কহিল, আমার সন্তানসন্ততিগুলির কি উপায় হইবে?

রাজা। 'তজ্জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না। তাহারা রাজধানীতেই রক্ষিত হইবে। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন, রাজার চিরব্রত-নষ্ট, এই গুরু অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

জল্লাদ মেঘপালের সহিত বধ্যভূমিতে গমন করিল।

আবার নিস্তব্ধ! যেন প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে! মুহূর্ত্তপরে রাজা সভাপালের পানে চাহিলেন। সভাপাল বুঝিয়া দ্বিতীয় বন্দীকে যথাস্থলে দাঁড় করিয়া রাখিল। রাজা বারংবার বন্দীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বারংবার মনে কি চিন্তা করিয়া পরে কিঞ্চিৎ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

বন্দী রাজাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মনে করিলেন, ইনি যে ঘোর দুর্দ্দান্ত, পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। এক্ষণে কি করিব? প্রকৃত পরিচয় দিলে এই দণ্ডেই প্রাণদণ্ড; তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রবঞ্চনাই বা কি করিয়া করিব? ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য মিথ্যা বলিব? হে অনাদিনাথ! তোমার কি ইচ্ছা জানি না। বন্দী ঘোর চিন্তামগ্ন।

রাজা। তোমাকে চিন্তামগ্ন দেখিতেছি; তোমার চিন্তার সময় নাই, আমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর প্রদান কর।

এ সময়ে সহস্র সহস্র চক্ষু একদা বন্দীর মুখ পানে পতিত হইয়াছিল; কিন্তু তার মধ্যে চারিটি চক্ষুর কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিলাম। অন্য চক্ষু সতৃষ্ণ নিশ্চল; সে চারিটি ঈষৎ চঞ্চল। সজল ইন্দীবর মৃদুল সমীর-স্পর্শে যেমন চঞ্চল, তেমনই ঈষৎ চঞ্চল! এ চক্ষু কার? কোথা হইতে প্রকাশ পাইল? কেই বা কোথা হইতে দেখিল? দৈন উত্তর করিল, যে দেখিতে শিখিয়াছে, সে দেখিল। যার মনশ্চক্ষুর বাহ্যিক চক্ষুর সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ, সে দেখিল। যে জলে স্থলে ফুল, মুকুল, বল্লী, পল্লব প্রভৃতি দেখিতে ভালবাসে, সে দেখিল। বিচারালয়ের পশ্চাৎ যে উচ্চতর দেয়াল রহিয়াছে, তাহার বক্ষে একটি গোলাকার ক্ষুদ্র গবাক্ষ। ঐ গবাক্ষদ্বারে দুইখানি মুখ দেখা দিয়াছিল। কাহার

চাউনিতে সে মুখ আবার চাঁদের ন্যায় মেঘে লুকাইয়া গেল, জানি না। তবে লেখক! তোমার চাউনিতেই কি মুখ দুইখানি লুকাইল? তাহা হইলে তুমি অপরাধী। বহু চক্ষের অভিসম্পাত তোমার চক্ষে লইতে হইয়াছে। লেখকের পক্ষে উত্তর হইল, লেখক বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র-গামী। কি অন্দর, কি বাহির, লেখকের সর্ব্বত্র গমনাধিকার। লেখককে কে লজ্জা করিয়া থাকে? সকল সময়ে, সকল অবস্থায় সকলেই লেখকের কাছে পরিচিত। লেখকের চক্ষে কিছুই এড়াইবার নহে। অন্যে দেখুক, আর নাই দেখুক, সে মুখ দুইখানি লেখকের চক্ষের উপর এখনও ভাসিতেছে! হায়! যে মুখ দুইখানি একত্র দেখা দিয়াছিল, কপোলে কপোলে এমনই বসিয়াছিল যে, ঠিক যেন একটি সুপক্ক যমক রসাল! অথবা এক বৃন্তেই দুইটি ফুল কিঞ্চিৎ চাপা-চাপিভাবে ফুটিয়াছিল! যদি বল, এক বৃন্তে কি দুই রকম ফুল ফুটে? একটিতে বালসূর্য্যের কিরণ ভাসিতেছে, একটিতে চাঁদের পাতলা জ্যোৎস্না হাসিতেছে, তাহার উত্তর। দর্শক! তুমি আজকালের বাগান দেখ নাই? দেখিলে এ আপত্তি করিতে না। যাও, এক বার দেখিয়া এস; মালীদিগের কি চমৎকার সৃজন-কৌশল! এক বৃন্তে দুইটি গোলাপ, একটি শাদা, একটি লাল! একটির পদ্ম রং, একটি ঈষৎ হলদে! তুমি যে কুসুমযুগল দেখিয়াছ, তার স্রষ্টা বড় বিষম শিল্পী, বিষম কৌশলী! এই অনন্তাকারে অনন্ত বাগানই তাঁহার হাতের গড়া। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক কথা; তাহা সময়ান্তরে হইবে। ঐ শুন, রাজা আবার কি বলিতেছেন।

রাজা কহিলেন, আমার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস্যের উত্তর করিতেছ না, তোমার সাহস কি?

বন্দী এ বার উত্তর করিলেন, আমার সাহস আপনি রাজা, ধর্ম্ম-পালক।

রাজা ঈষৎ মুখ নমিত করিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার অপরাধ গুরুতর।

বন্দী। আমি আমোদের জন্য কিছু করি নাই, অনাদিনাথের পূজা করিয়াছি; সকলই অনাদিনাথ জানেন।

রাজা বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, জানিলাম অনাদিনাথের সাক্ষ্যতার প্রতিই তোমার নির্ভর; অতএব যত দিন তিনি সাক্ষ্য প্রদান না করিবেন, তত দিন তোমার মুক্তি নাই। এ যাবৎ তোমাকে কারাবাসে কাল যাপন করিতে হইবে। সভাপাল! যাও, ইহাকে কারাগারে রীতিমত রক্ষা কর।

ঘোর কুজ্ঝটিকা নিবন্ধন দিক্‌হারা সাগরপক্ষিগণ অকস্মাৎ সূর্য্যালোক পাইয়া যেমন একদা আনন্দপ্রকাশক ধ্বনি করিয়া উঠে, বন্দীর আশু জীবন-রক্ষা হেতুক দর্শকবৃন্দেরও মুখ হইতে একদা তদ্রূপ ধ্বনি বাহির হইল। আবার!—আবার!—আবার সুরবালার কান্তি-হিল্লোল? কই?—কই?—আর না! দামিনীর কি এই নিমিত্তই ক্ষণ-প্রভা নাম? শীতপীড়িত মুমূর্ষুর চক্ষে চকমকির আগুন জ্বলিল! বন্দীর আশার স্বপ্ন!!—

এ বন্দী কে? ইহাঁর জীবনে সমস্ত দর্শকের এত আনন্দ কেন? ইনি কি পরিচিত? অথবা আকাশের চাঁদ যেমন পরিচিত, ইনিও তেমনই! চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে যেমন দর্শকমণ্ডলী আগ্রহসহকারে নিরীক্ষণ করে; আজ ইহাঁর প্রতিও দর্শকগণের তেমনি সতৃষ্ণ দৃষ্টি! চন্দ্রও চিরোন্মুক্ত নহেন, ইনিও তদ্রূপ বটে; তথাপি ইহাঁর আশু জীবন-রক্ষাতে যেন দর্শকগণের ভাবী বিষাদ, বর্ত্তমান বলবন্ত হর্ষের পদে দলিত রহিল। সভা ভঙ্গ হইল। সভাস্থ ব্যক্তি সমস্ত রাজাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্দরমহলে কুমারী-কক্ষ্যায় একটি সুকুমারমতি বালিকা তূলিকা-হস্তে কি চিত্র লিখিতেছেন। লিখিতে লিখিতে উপক্রমণিকা শেষ হইল; তূলি রাখিয়া দিলেন। এক্ষণে রঙ্‌ মিশাইতে বসিলেন।

নানাবিধ রঙ্। সম্মুখে বৃহদাকার একখানি দর্পণ। তাহাতে চাহিয়া চাহিয়া রঙ্ মিশাইতে লাগিলেন। চক্ষু চাহিয়া চক্ষের রঙ্, তরল সফেদায় আসমানি মিশাইয়া ঈষৎ নীলাভ করিলেন; ঠিক্ সজলেন্দীবরের রঙ্ ফলিল। ভ্রু চাহিয়া ভ্রুর রঙ অতি নিবিড় ঘন নীল বেতসের কষায় রসে মিশ্রিত করিয়া কজ্জলবৎ উজ্জ্বল করিলেন। কেশের জন্যও ঐ রঙ্ মনোনীত হইল। গণ্ডের বেলা একটুকু গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। কুসুম ফুলের পাত্‌লা রসে কি করিয়া যেন ঈষৎ নীলে নীলে ভাব আসিয়া দাঁড়াইল। যুবাপুরুষের গণ্ড হইলে এ গণ্ডগোল বাঁধিত না। মহিষী কাদম্বিনীর মেয়ে ছবি লিখিবার ফর্‌মান, সুতরাং এ রঙ্ ভাল হইল না। কি ছবি লিখিতে হইবে, বালিকা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিংবা অসাবধানতায়ই ওরূপ ঘটিয়াছে; নীল-গোলা হাতটি পরিষ্কার মত ধোওয়া হয় নাই। তাহাই ঠিক্, ঐ যে বালিকা হাতে সাবান মাখাইতেছেন। কিন্তু আমার বড় ভয় হইতেছে; অত জোরে সাবান মাখানো? পাছে আঁবের কচি পাতার ন্যায় বালিকার হাতের পাতা দুটির গোলাপী আভাটুকু কাটিয়া যায়? অথবা আমি মূর্খ। ইহার চিত্রকর কে? তাঁর রঙ্ কি চটিবার? বরং অধিকতর উজ্জ্বলই হইবে; সোণায় রসাঞ্জন পড়িতেছে। বালিকার হাত ধোওয়া শেষ হইল। আবার রঙ মিশাইলেন। এ বার বেশ্ হইল। এক জাতীয় রসালের গায় যেমন একটুকু সিন্দূরের আভা থাকে, ঠিক্ সেইরূপই হইল! অধর চাহিয়া অধরের রঙ্ ফলাইতেও একটুকু ধাঁধাঁ আসিয়া লাগিল! দর্পণে দেখিলেন, ওষ্ঠাধর ঘোরারক্ত! পানের মশলায় খয়েরের ভাগটি কিছু বেশী হইয়াছিল। বালিকার মনে ভাল লাগিল না; স্বভাবের বিরুদ্ধে যেন কোমলতার হানি জন্মাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া অলক্ত-রসটি একটুকু পাত্‌লা রকমের করিলেন। নাসারন্ধ্রে ইহাই খাটিবে স্থির করিলেন। এক্ষণে গার রঙ্; বড় সহজ কথা নয়! অনেকবার অনেক রকম করিলেন, ঠিক্ হইল না। একবার কাঁচা সোণা; তাও একটুকু ফেঁকাশে

রকম হইল। তপ্তকাঞ্চন; সেও নিরুজ্জ্বল;—সোণায় মন ধরিল না; কিসে ঠিক্ হইবে, বড় ভাবনায় পড়িলেন। পরে তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি কপোলে স্থাপন করিয়া, দর্পণের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। দর্পণে অঙ্গুলির প্রতিবিম্ব দেখিয়া চাঁপা ফুল মনে হইল; অমনি রঙ্ও ঠিক মিলিল। কবরীতে একটি চাঁপা ফুল গোঁজা ছিল, তাহা খুলিয়া লইলেন। এ আদর্শে আর ক্রটী রহিল না। অঙ্গবিশেষের রঙে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে, সময়ের অল্পতায় সে দিকে আর চাহিলেন না। কক্ষ বক্ষ তো ঢাকাই রহিয়াছে; যাহা ঢাকা আছে, তাহা ঢাকাই বুটাদারে ঢাকাই থাকিবে স্থির করিলেন। সকল আয়োজন প্রস্তুত; আবার তূলি তুলিয়া লইলেন; যত্নসহকারে একখানি ছবি লিখিলেন। লিখিয়া আবার অমনই ব্যস্ত—দোষীর ন্যায় ব্যস্ত। মুখখানি ঘামিল; ব্যস্তচক্ষে এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া চাহিয়া দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মনের তৃপ্তি হইল না; আবার ছিন্ন কাগজ লইয়া দুই হাতে মোঁওয়া বাঁধিলেন; বাঁধিয়া পালঙ্কের নীচে গড়াইয়া ফেলিলেন। বাঁচিলাম, বলিয়া ক্ষণকাল অঞ্চলে বাতাস করিলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আবার কাগজ লইলেন, আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখা শেষ হইতে না হইতে কেহ যেন বলিল, ও কি লিখিতেছ? তোমার মাথা না মুণ্ডু? সিঁথি কাটিতে যে টেড়ি কাটিয়া ফেলিয়াছ? কানের কদম লিখিতে যে কুণ্ডল লিখিয়াছ? নীল পাতরের নলক লিখিতে যে ঈষৎ গোঁফের রেখা লিখিয়া বসিয়াছ? অত বেয়াদবী? কার ছবি লিখিয়াছ? বালিকা ভয়ানক চমকিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোর যেমন কাহারও সাড়া পাইলে ব্যস্ত হয়, তেমনই ব্যস্ত হইলেন। এ বার কাগজটি এমনি করিয়া ছিঁড়িলেন, সূত্র বলিয়া ভ্রম জন্মায়! আবার পিণ্ড বাঁধিলেন; এ বার অগ্নিদগ্ধার পিণ্ডের ন্যায় একেবারে ডুবাইয়া দিলেন। অর্থাৎ খিড়কির পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিলেন।

এ তো বড় জ্বালা! বালিকার এ ভাব কেন, বালিকাও যেন বুঝিতেছেন না! বুঝিলে এত এলাইয়া পড়িবেন কেন? কিন্তু এ বড় অন্যায় কথা! ইনি সেরূপ বালিকাও তো নন যে, সময়ের ভাব, কাজ কিছুই বুঝেন না? ইঁহার আকারের এক আধটি ছেলের মাও তো দেখিতে পাওয়া যায়? তবে কেন? এ ভারি অন্যায় না? উত্তরকারী বলিল, তোমাকে যে ছেলেমানুষের ন্যায় পেটুক দেখিতেছি। সকালে খেতে বড় সাধ। পাকা ফল কাঁচা খেতে কি স্বাদ আছে? যেগুলি অকালে পাকে, তাহা আরও বিস্বাদ! যে ফুল অকালে ফুটে, সে পর্য্যুষিতও সকালে হয়। যার ধীরে ধীরে পূর্ণতা, তাহারই মাধুর্য্য মনোহর! যে মেয়েটির পোনের বৎসর বয়সেও মুখখানিতে বালেন্দুর সুন্দর আধ আধ কিরণ ভাসিয়া বেড়ায়, সে মেয়ের রূপলাবণ্য দেবকন্যার ন্যায়। স্থায়ী! এই বালিকা এই জাতীয়াই বটে। ইনি যদি একেবারে অবুঝ হইতেন, ভালই ছিল; ইনি না এ দিক, না ও দিক্ হইয়াই অস্ফুট তুফানে পড়িয়া হাবুডাবু খাইতেছেন। ইঁহার বয়স চৌদ্দ ও পোনেরর ঠিক সন্ধিস্থলপ্রাপ্ত। বাল্য-যৌবনের উভয় গুণেই বাঁধা। যেমন বসন্ত ও নিদাঘের সন্ধিকাল উভয়ের গুণে বাঁধা, তেমনই বাঁধ,—কিন্তু দোটানা প্রমাদের কথা! বালিকা অস্থির—তুঙ্গমধ্যনীয় বংশদণ্ডের ন্যায় দোটানায় অস্থির! বাল্যেও টানে, যৌবনেও টানে। কে জিতে, কে বলিবে? জলাবর্ত্তে পদ্ম পড়িয়া ভাসিতেছে! স্রোতের উভয় দিকেই সমান টান। কিন্তু যে স্রোত বাতাসকে অনুকূলে পাইবে, সেই স্রোতেরই জিত্ হইবে। কিন্তু কালসহকারে মলয়ানিলেরই প্রাদুর্ভাব অধিক দেখিতেছি। মলয়ানিল আবার যৌবনেরই বিশেষ পক্ষপাতী জানি। এ যুদ্ধে যৌবনেরই জয়লাভ দেখিতেছি। ফলতঃ তাহাই হইল। কিন্তু একেবারে উৎখাত দাবি টিকিল না। তথাপি যৌবনেরই জয়। এ জয়ের পরিচয় বালিকাও কতক না দিলেন এমন নহে! এবার মুখরুচি একটুকু স্বতন্ত্র, একটুকু সতেজ বলিয়া বোধ হইতেছে! বালিকা পুনরপি তুলি ধরিলেন। সাহসে বুক বাঁধিয়া মনে করিলেন, হাতে যাহা উঠে, তাহাই

লিখিব। কেন ভয় করিব? আমি কি করিয়াছি? বলিলেন বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে টিকটিকির শব্দেও বজ্রনাদের ন্যায় অন্তর চমকাইতে লাগিল! আরশূলার পাকসাটে বসন্তের ঝড়ের ন্যায় কাঁপাইতে লাগিল! তথাপি ছাড়িলেন না। সাহসে ভর করিয়া হাতের কাজ এক প্রকার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পদে পদে শক্র। পশ্চাতে অপর কক্ষ্যার দরজা মাত্র পরদায় ঢাকা ছিল; অকস্মাৎ তথা হইতে কে বাঘিনীর ন্যায় ঝম্পপ্রদানে চিত্রকারিণীর পৃষ্ঠোপরি আসিয়া বসিল। বালিকা শশব্যস্ত; কম্পিতহস্তে যেমনই কাগজটি ছিঁড়িতেছিলেন, চতুরা আক্রমণকারিণী অমনই চালিত-হস্তে সে হস্তদ্বয় সবলে ধারণ করিলেন। চিত্রকারিণী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, দিদি! তোমার পায়ে পড়িতেছি, ছাড়িয়া দাও! মাথা খাও, ছাড়িয়া দাও। চোর ধরা পড়িয়াছে, আর কি ছাড়া যায়? দুষ্ট! তোমার নিত্য চালাকি? এই বলিয়া আক্রমণকারিণী স্বীয় হাসি হাসি মুখখানি অপরাধিনীর মুখের কাছে লইয়া দেখিতে লাগিলেন। বালিকা ক্রুদ্ধ হইয়া আর কি করিবেন? স্বীয় কপোল দ্বারা শক্রর কপোলে এক গুরুতর আঘাত করিলেন। আক্রমণকারিণী সে বেদনায় হাসিয়া ফেলিলেন! বালিকা আরও ক্ষেপিল! শক্রর প্রকোষ্ঠে জোরে কামড় হানিলেন। ভ্রান্তি! কুন্দ ফুল হস্তিশুণ্ডে কি কখনও বিঁধে? আক্রমণকারিণী হাসিয়া বলিলেন, ক্ষণা! তুই কি সত্য সত্যই ক্ষেপিয়াছিস্? কাগজ না ছাড়িলে, কখনই ছাড়িব না। আমার সঙ্গে জোরে পারিবি?

আমরা এই স্থলে এই কিশোরবয়স্কা সুকুমারমতি বালিকাদ্বয়ের পরিচয় দিয়া রাখিতেছি। ইহারা উভয়েই রাজা অরুণাক্ষের তনয়া বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক তাহা নয়। যিনি আকারে ঈষৎ বড়, অর্থাৎ যিনি আক্রমণকারিণী, তিনিই রক্ষরাজের প্রকৃত ঔরসজাত কন্যা; ইঁহার নাম জ্ঞানদা। অপরা পালিতা কন্যা; ইঁহার নাম ক্ষণদা। কিন্তু কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। রাজা, রাজপরিবারগণ সকলেরই একেবারে অভিন্ন জ্ঞান। বরঞ্চ সাধারণ্যে কনিষ্ঠাই কিঞ্চিৎ অধিকতর

প্রিয়দর্শন। সাধারণেই ইহাঁর আবদার আদরের সহিত পালন করিয়াছেন; আদর করিয়া কখন ক্ষণা, কখন পাগলী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এক্ষণে ক্ষণা নামটিই বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকালের ভাঙা নামটি বড়ই মধুর! এ মধুরতায় পাকা বয়সেও কাঁচা-মিঠে ভাবটি একেবারে যায় না। যাহা হউক, যিনি এই অমরাবতীতুল্য রাজধানীর প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী,ক্ষণা সেই মহারাজা সুবিক্রমেরই ঔরসজাত কন্যা। যখন সুবিক্রম রক্ষরাজ অরুণাক্ষ কর্তৃক সপরিবারে বিনষ্ট হইলেন; তখন এই কন্যার বয়ঃক্রম দুই বৎসর মাত্র! ইহাঁর লোকাতীত সৌন্দর্য্যে রাক্ষসহৃদয় পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইল। এই শৈশবার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এক জন প্রাচীনা ধাত্রী ছিল; অরুণাক্ষের দয়ায় তাহারও জীবন রক্ষা হইল! রাজা ধাত্রীসহ শৈশবাকে অবিলম্বে স্বীয় মহিষী কাদম্বিনীসমীপে প্রেরণ করিলেন। রাণী কাদম্বিনী কন্যারত্ন পাইয়া আহ্লাদে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সর্ব্বদা হৃদয়াকাশে এ চাঁদের স্থান হইল। ইহার জ্যোৎস্নাময় হাসিটুকু,চকোরের যেমন সুধাপান, তেমনই কাদম্বিনীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবর্ত্তক হইল। আরও আশ্চর্য্য! ক্ষণের দেখা! ক্ষানদাও দুগ্ধপোষ্য,এক বৎসরের মাত্র বড়। ক্ষণদা সর্ব্বদা মাতৃবক্ষে থাকিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতেছে, এজন্য ক্ষানদার হিংসা দ্বেষ মাত্র নাই! বরং আপনার বেলা ক্ষণা উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যান এবং সেই স্থলে ক্ষণাকে অধিকার দিয়া বাল্যসুলভ নানাপ্রকার আমোদ করিয়া থাকেন। কি অহিংসা! এমন অহিংসা সুরলোকেও দুর্লভ! পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমে ইহাঁরা লেখাপড়া শিক্ষায় প্রবৃত্তা হইলেন। উভয়েরই অসাধারণ শক্তি; তন্মধ্যে ক্ষণার আরও বিশেষ। এক জন সুবুদ্ধি বালকের সপ্তাহের শিক্ষাও ক্ষণার এক দিনের শিক্ষার সদৃশ নহে!

ক্রমে বয়োবৃদ্ধি; সঙ্গে সঙ্গে রূপগুণেরও বৃদ্ধি। চাঁদের সঙ্গে উপমা করিব? সে বড় পুরাতন কথা। বিশেষতঃ চাঁদের একপক্ষে বৃদ্ধি, এক পক্ষে ক্ষয়। ক্ষণার সে ক্ষয়ের পক্ষই নাই। কমলকোরক? সেও

ফুটিয়া অগ্রে শুকায়। মাধবীলতা ? তাহাতেও কিঞ্চিৎ বক্রভাব আছে। আর কি বলিবে ? আর শক্তি নাই। কেন, কন্দর্পের শক্তি ? তিনিও পাকিয়া গিয়াছেন। ভাল সুশীলা সুরমা বুদ্ধিশক্তি ? হাঁ; এই বার কতক পথে আসিয়াছ। বুদ্ধিশক্তির হ্রাস নাই; বয়সের সঙ্গে ইহারও বৃদ্ধি বটে। এ উপমাটি অগত্যা একপ্রকার খাটিল বই কি। ফলতঃ বালিকার অবয়বের সঙ্গে ইহারও সমধিক পুষ্টিতা দেখিতেছি। কালে বুদ্ধি, বিদ্যা ও শ্রী তিনের সংমিশ্রণে ক্ষণদা, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে ক্ষণদা যেমন বয়সে বৰ্দ্ধমানা, রূপে গুণেও তেমনই বৰ্দ্ধমানা; বৰ্দ্ধমানের বিদ্যার ন্যায় প্রায় বৰ্দ্ধমানা। আজ সেই ক্ষণদা জ্ঞানদার হাতে ধরা পড়িয়াছেন! যখন জ্ঞানদা বলিল, প্রাণান্তেও ছাড়িব না; তখন নিরুপায় হইয়া ক্ষণদা মুখখানি বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন। অৰ্দ্ধ মুহূৰ্ত্তমধ্যে সে মুখ তুলিলেন না। জ্ঞানদার বারংবার অনুরোধ; তথাপি তুলিলেন না। জল বায়ু একত্র হইলে এক প্রকার বাষ্পীয় শব্দ হইয়া থাকে। জ্ঞানদা চমকিয়া বলিলেন, ও কি গো বোন্! তুমি কাঁদিতেছ ? ছি ছি! দিদির প্রতি তোমার এই তো ভালবাসা ? ছি ছি! আর না; আর তোমায় বলিব না; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার দিব্য, আর জীবিতে তোমায় বলিব না। এই ছাড়িলাম। জ্ঞানদা সত্যসত্যই ক্ষণার হাত ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষণদা বাস্তবিকই একটুক্ কাঁদিয়াছিলেন। এই কান্নায় যে দিদিকে যার-পর-নাই তিরস্কার করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মৃতকল্পা হইলেন। ক্ষণকাল পরে লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, দিদি! আমার অপরাধ হইয়াছে, আর আমি কাঁদিব না। জ্ঞানদা সকল পাসরিয়া বলিলেন, সে কি গো ? কাঁদিবে না ? তবে চক্ষের জল থামিতেছে না কেন ?

ক্ষণা। অন্য কিছু নয়; তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছ। তুমি বিরক্ত হইলে আমার উপায় ?—আমার—তুমি ভিন্ন——

ক্ষণা এ বার বেশী পরিমাণে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ক্ষণদার ঐ কথায় জ্ঞানদাও স্থির থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বেশ্ কথা। দুই ভগিনী একত্রে বিলক্ষণ রোদন করিতে বসিলেন। ছি ছি! কাজ দেখ!

জ্ঞানদা চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া বলিলেন, ভগিনি! তুমি ভ্রান্ত! এ জীবনে তোমার প্রতি বিরক্ত হইব? অসম্ভব! আমার কাছে যে তোমার কোন একটি এত দূর গোপনীয় বিষয় আছে, আমার বিশ্বাস ছিল না। আমার এই ভ্রমপ্রমাদেই তোমাকে সমধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছে!

ক্ষণা। দিদি! তোমার এ ভ্রমপ্রমাদ নহে। তোমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, জন্মান্তরেও হইবার নহে। তবে লজ্জা—

জ্ঞানদা। তা বলিয়া এখনও তো হাতের কাগজ ছাড়িতেছ না? তোমার আর সে দিন নাই।

ক্ষণা। (কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে) তুমি নিলেই হয়? এই বলিয়া তখন কাগজটি জ্ঞানদার গায় জোরে ফেলিয়া মারিলেন। আর দাঁড়াইলেন না, বিদ্যুদ্বৎ বেগে ছুটিয়া পলায়ন করিলেন।

জ্ঞানদা হাসিতে লাগিলেন। ক্ষণার এখনও ছেলেভাবটি ঠিক্ আছে বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আরও হাসিলেন, অনেক দিনের যত্ন সফল হইল—ক্ষণা ধরা পড়িয়াছে!

দৈববাণী হইল, অনেক হাসি ভাল নয়, পাছে কান্না পায়। জ্ঞানদার অকস্মাৎ হৃদয় চমকিল! কেন যে চমকিল, বুঝিতে পারিলেন না। বুঝিতে যত্নও বিশেষ করিলেন না। ক্ষণা ধরা পড়িয়াছে, এই আমোদই এক্ষণে প্রবল! কার্য্যটিও আশ্চর্য্যের বিষয় মন্দ নহে।

ক্ষণদা শিশুকাল হইতে একটি মুহূর্ত্তও জ্ঞানদা-ছাড়া নহেন। কিন্তু কিছু দিন ধরিয়া সে ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। ক্ষণা এক্ষণে একা খায়, একা শোয়, একা বসে। খাইবার বেলা হয় তো দুধে মাছে একত্রেই খাইয়া বসিল! শুইবার বেলা মাথার বালিশ পায় দিয়াই শুইল। নাইবার বেলা হয় তো দুদণ্ড বসিয়া

মুখই ধুইল। কাপড় পরায় বিষম গোল—শাদা লাল ভেদ নাই, আপনার কি পরের ঠিক্ নাই। প্রায়ই আগার কাপড় পাছায় পরিয়া যায়। এ গোল চাকুরাণীমহলে আরও কিছু জাঁকালো! আজ গোবরার মা কাপড় পাইতেছে না। নদের মাসীর কাপড়ে কাদার দাগ। পুঁটীর আয়ির মশারিতে কে মাথা পুঁছিয়া আধা-ভিজা করিয়া রাখিয়াছে। কেহ আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গালি পাড়িতেছে। কেহ কাপড়ের দাগ তুলিতে যাইয়া দাগ-ধোয়া জলে অপরাধীর বাপদাদাকে তৃপ্তি করিতেছে। পুঁটীর আয়ি অদন্তমুখে কি বকিতেছে। শিশুরা বুঝিয়া তাহার উত্তর দিতেছে, আর করতালি দিয়া নাচিতেছে। ক্ষণা সকলই শুনিতেছেন, কিন্তু তাহাতে ঘৃণা লজ্জা বোধ নাই। ক্ষণার বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। কখন ছাদের উপরে, কখন গাছতলায়, কখন ঘাটের আলিসায়। কেহ কাছে আসিলে সরিয়া পালায়। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ক্ষণার এরূপ অবস্থায় জ্ঞানদাও তো কোন প্রকার তত্ত্বাবধান করিতেছেন দেখা যাইতেছে না? উত্তর—আগুন এক দিকে লাগে নাই? এ যে পাণ্ডবের খাণ্ডবদাহন; চারি দিক্ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! জ্ঞানদাও কি স্বভাবে আছেন? তবে জ্ঞানদার প্রকৃতিটি একটুকু গম্ভীর, সহজে তাঁর পেটের কথা বাহির হয় না। কিন্তু প্রেম-তৃষ্ণা;—বড় দারুণ কথা! ইহার কাছে কেহ স্থান পান না। ক্ষণদাকে ধরিয়া জ্ঞানদা বড় আমোদ পাইতেছিলেন। বড় আমোদে ছবিটি দেখিতে বসিলেন; দেখিতে দেখিতে নিজেই ছবির আকার ধারণ করিলেন! ধৈর্য্য সহ্য সকলই অনলে দগ্ধ হইল! জ্ঞানদা জ্ঞান হারাইলেন! কে চৈতন্য করিবে? অথবা যার সহায় নাই, ঈশ্বর তাহার সহায় হন। ঈশ্বরই চৈতন্য জন্মাইলেন। চারি দণ্ড পরে জ্ঞানদা যেন সমুদ্র হইতে ডুবিয়া উঠিলেন। আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না; বারংবার নিশ্বাস ফেলিয়া নিজ কক্ষ্যায় গমন করিলেন। কবাট রুদ্ধ করিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। এক স্থলে ক্ষণদা সদ্যকুসুমিতা লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিতা। এক স্থলে জ্ঞানদা

আশ্রয়-তরুর অঙ্গস্খলিতা বল্লী! বলহীনা, বায়ুবিতাড়িতা! অদ্য এ দুইয়ের সাক্ষাৎ হইল না; উভয়েই নিজ নিজ কক্ষ্যায় শায়িত রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা অরুণাক্ষ, মন্ত্রী ও অন্যান্য পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এমত সময় দূত-বেশধারী এক জন অপরিচিত লোক আসিয়া সভাপ্রবেশ করিল। ক্রমে রাজসমীপে সমাগত হইয়া বিনীতভাবে অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি আদিম কূর্ম্মদ্বীপনিবাসী; আমার নাম প্রভঞ্জন; মহারাজ হিরণ্যাক্ষের প্রেরিত দূত। রাজা অরুণাক্ষ শ্রবণানন্তর সাদরসম্ভাষণে আসনপরিগ্রহজন্য আদেশ করিলেন। দূত পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিল। রাজা অগ্রজের সমস্ত কুশল-জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন, মহারাজ হিরণ্যাক্ষ ভাল আছেন? পরিবারমণ্ডলী কুশলে আছেন? শারীরিক, মানসিক, কি বৈষয়িক, কোন প্রকার উপদ্রব নাই তো?

দূত কহিল, মহারাজ! মহারাজ হিরণ্যাক্ষ সপরিবারে শারীরিক কুশলে আছেন। বৈষয়িক উপদ্রবও আপাততঃ কোন প্রকার দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মানসিক অবস্থা ভাল নহে।

রাজা। মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় কেন?

দূত। মহারাজ! দাসকে ক্ষমা করিবেন। মহারাজের মানসিক পীড়ার কারণ আপনি।

রাজা। কেন? আমি তো বহু দিন যাবৎই তাঁহার ত্যাজ্য?

দূত। তজ্জন্য তিনি কত দূর মনঃপীড়িত, আমি জানি না। সম্প্রতি মহারাজের পরম সুহৃদ্ রাজা সুধীবরের প্রিয় পুত্রকে নিরপরাধে আপনি বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন।

কি? সুধীবর?—সুধীবর? রাজা সুধীবর? রাজা? শ্রুতমাত্র অরুণাক্ষ প্রকৃত তরুণ-অরুণাক্ষ হইলেন। ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত শরীর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সঘন উগ্র নিশ্বাস, আগ্নেয় বায়ুর ন্যায় বহমান! ব্যজনকারীরা ভাব বুঝিয়া সজোরে ব্যজন করিতে লাগিল। দূতসমক্ষে অধৈর্য্য-প্রকাশ ঘৃণাসূচক মনে করিয়া রাজা ক্রোধ সংবরণে যত্নবান্ হইলেন। মুহূর্ত্তপরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধীবর কি করিয়া রাজোপাধি লাভ করিলেন?

দূত। কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ সুধীবরকে উপদ্বীপের রাজাসন প্রদান করিয়াছেন।

রাজা। (ক্ষণেক মৌন রহিয়া, পরে) সুধীবরের পুত্র কে? কে বলিল, সে বন্দী হইয়াছে?

দূত। সুধীবরের পুত্র মিহির। মিহির পুষ্পচয়ন-অপরাধে বন্দী। বিচারের দিবস সভাতে আমাদের এক জন গুপ্তচর উপস্থিত ছিল।

রাজা। গুপ্তচর কেন?

দূত। ভূতপূর্ব্ব স্মরণ করিয়াই বোধ হয় আত্মগোপন। সে যাহা হউক, এক্ষণে এক্ষণকারই কথা বলিতেছি। রাজপুত্র মিহির সমুদ্র-দর্শনে গমন করিয়া জলমগ্ন হন। মিহির জীবিত আছেন কি না জানিবার জন্য বহু চর বহু স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। অল্প দিন গত হইল, এক জন সন্ধানকারী যাইয়া প্রকাশ করিল, আপনি মিহিরকে চির-কারাবাসে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা। আমি জানি সুধীবর নিঃসন্তান।

দূত। সত্য বটে, মিহির সুধীবরের পালিত পুত্র। কিন্তু ঔরস-পুত্র হইতেও মিহির অনন্তগুণে সাধারণের প্রিয় হইয়াছেন।

রাজা। সম্ভবপর বটে। বন্দীর আকারগত শ্রীতে ভিন্ন জাতি ভারতসন্তান বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক এক্ষণে তোমাদের প্রার্থনা কি, বল?

দূত। বন্দীর মুক্তি।

রাজা। বন্দীর জীবন রক্ষাতেই বিস্তর ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে। রাজধর্ম্মানুসারে তাঁর জীবনে আর মুক্তি নাই।

দূত। রাজা ইচ্ছা করিলে সকলই হইতে পারে, তাহাতে অধর্ম্ম নাই, প্রত্যুত ধর্ম্মের কার্য্য হয়।

রাজা। রাজ ইচ্ছায় হইতে পারে, সত্য বলিয়াছ বটে, কিন্তু সুধীবরের পুত্রের উপায় নাই। সুধীবর আমার জীবনের শত্রু!

দূত। মহারাজ! দাসকে ক্ষমা করিবেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শিরোধার্য্য; কিন্তু মহারাজের সদৃশ বীরপুরুষের মুখে ঈদৃশ বাক্য কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, বলিতে পারি না। সুধীবর আপনার জীবনের শত্রু, তাঁহার পুত্র বালক, বালকের দণ্ডে কি সেই বৈরতার প্রতিশোধ করা হয়? ইহা কি পৌরুষ-বাক্য?

রাজা প্রায় অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, বন্দী বালক বটে, মুক্তি দিতে আমি অসম্মত নহি; কিন্তু তোমাদিগকে রীতিমত ক্ষমা-প্রার্থনা ও চিরকৃতজ্ঞতা-স্বীকার করিতে হইবে।

দূত। উচিত কার্য্য করিবেন, তাহাতে ক্ষমা-প্রার্থনা কেন? চির-কৃতজ্ঞতা-স্বীকারই বা কেন?

রাজা। উচিতানুচিত বিচার অধিকার আমার, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্দীর মুক্তি নাই।

দূত। অকারণ বিবাদ উভয় পক্ষেরই শুভাশুভ আশঙ্কা।

রাজা। এ তো গুরুতর কারণ, অকারণ বিবাদেও আমি কুন্ঠিত নহি, তুমি যাও, তোমাদের রাজাকে বল, তিনি বিবাদ দ্বারা বন্দীর মুক্তি করুন।

দূত। মহারাজ! কেহই বিবাদে কুন্ঠিত নহে; বাহুবল, সৈনিক-বল রাজা মাত্রেরই বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহা উচিত নহে; সন্ধি ভিন্ন শান্তি নাই।

রাজা। আমার মতের বিরুদ্ধে বন্দীর মুক্তি নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি!

মহারাজ! তবে এ দাস বিদায় হইল; অভিবাদন করি। এই বলিয়া দূত প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কন্যার অসুখ করিয়াছে শুনিয়া রাণী কাদম্বিনী তাহাকে দেখিতে চলিলেন। দুই তিনটি ঘর পার হইয়া কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, জ্ঞানদা পালঙ্কে শয়িত, চক্ষু উন্মীলিত নহে। ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বচ্ছ-স্ফটিকনির্ম্মিত পালঙ্ক চতুষ্কোণবিশিষ্ট; শয্যাটিও স্বচ্ছ-সলিল-সন্নিভ। তদুপরি জ্ঞানদা সুন্দরী; যেন ক্ষুদ্র পুষ্করে একটি বৃহৎ পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। রাণী স্নেহ-পূর্ণ নিশ্চল চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আপাদশীর্ষ চাহিয়া চাহিয়া, মনে চক্ষে মিলাইয়া, চাহিয়া চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন! নির্জ্জনে নীরবে দেখিয়া দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, ক্ষণার পর আমার জ্ঞানীই সুন্দরী! জ্ঞানীর মুদ্রিত চক্ষু দুইটি ঠিক্ যেন স্খলিতবৃন্ত দুইটি পদ্ম-কোরক আধাডুবা আধাভাসা হইয়া রহিয়াছে! এমন সুটান চক্ষু কার? যদি চূর্ণ কুন্তলে না ঠেকাইত, তবে বোধ হয়, চক্ষু কর্ণে বিচ্ছেদ থাকিত না। জ্ঞানীর আমার কপালখানিই বা কি সুন্দর। ঠিক যেন ঈষৎ অলকাবৃত লক্ষ্মী-প্রতিমার কপালখানি! অথবা অনূঢ়া উমার অগিয়মার্জ্জিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্বর্ণ-দর্পণ-সদৃশ কপালখানি! নিম্নভাগে ভ্রূ দুইটি অবিকল যেন দুইটি সর্পশিশু মুখামুখী হইয়া শয়ান রহিয়াছে। নিদ্রার সময় নিম্নতলে ঈষৎ ফাঁক হইতে চক্ষুর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। এভাবে অনেকের অনেকে মন্দ দেখে! কিন্তু আমার জ্ঞানীর তো তা নয়? এভাবেও কেমন সুন্দর অপূর্ব্বভাবের অবতারণা করিতেছে! ঈষৎ উন্মীলিত চক্ষু শীর্ষস্থ সর্পশিশু দর্শনে যেন সফরীযুগল সভয়ে পদ্ম-পল্লবের নীচে যাইয়া পলায়ন করিয়াছে! নাসিকার কি তীব্রগতি! চন্দ্ররশ্মি যেমন সবেগে রক্তোৎপলদলে পতিত হয়, ক্ষুধার্ত্ত সুধাপায়ী চকোররূপ নাসিকাও ঠিক্ তেমনই অধরদলে পতনেচ্ছু! আহা, কুসুমহারসংবলিত কেশরাশি এলাইয়া কতক অংসভাগে, কতক বক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে! দুই এক গুচ্ছ চিবুকের কিয়দংশ লইয়াও বসি-

য়াছে। মধ্যভাগে মুখখানি—যেন চতুর্দ্দিক হইতে সবিদ্যুৎ কাল মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঘেরিয়া রহিয়াছে! আবার কালিন্দীজলে ফুটন্ত পদ্ম ভাসিতেছে বলিয়াও কখন কখন ভ্রম জন্মাইতেছে! কিন্তু ইহা হইতেও সাদৃশ্যমান একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মনে পড়িল;—যেন কুঞ্জকুটীরে নিদ্রিত বনমালীর বিশাল বক্ষে বিশাললোচনা নিদ্রিতা রাধিকার মাধবী-লাবণ্য মুখখানি প্রভাসিত হইয়া রহিয়াছে! কি সুন্দর! কি সুন্দর!!

অনেকে বলে,"স্নেহ-চক্ষে কুৎসিতকেও সুন্দর দেখা যায়"। এও নাকি তাই? ভাল, ভাল করিয়াই দেখি না কেন?—কই? এই তো মনে চক্ষে মিলাইয়া কত করিয়া কত দেখিলাম, তা কই? আর না হয় আমি যখন দর্পণ নিয়া আপনার মুখ দেখিতে বসি, স্নেহচক্ষেই দেখিয়া থাকি, কই? তখন সুন্দর দেখি কই? ও কিছু নয়! কথার কথা মাত্র। আমার ক্ষণা প্রকৃতই পরমা সুন্দরী! এ মুখ সকল চক্ষেই সুন্দর দেখায়! মনোহর বস্তুর প্রধান গুণই সেই, কোন চক্ষুকেই স্নেহশূন্য হইতে দেয় না।

রাণী কাদম্বিনী তখন দেখিয়া দেখিয়া, স্নেহে গলিয়া, আমোদে ভাসিয়া আলতাপরা স্বীয় পাণিতল দুটি কন্যার স্বভাবসুলভ ঈষৎ অলক্তাভ কপোল দুটিতে দিয়া সাদরে রাখিলেন; সুপক্ক রসালফল নবকিসলয়ের আড়ালে পড়িল। সন্তানের শিরঃঘ্রাণ মুখচুম্বন স্বর্গীয় সুখ! মেয়ে সেয়ানা হইবার পর এ সুখ ভাগ্যে জুটে নাই; অদ্য সময় সম্ভাবনা দেখিয়া, এ দিক ও দিক চাহিয়া, রাণী যেমনই মুখ নমিত করিলেন, কিন্তু ভাগ্যে এ তৃপ্তি লাভ করিতে দিল না; মেয়ে অমনই সজাগ হইয়া পড়িল। সমত্ত মেয়ে; মা একটুকু সঙ্কুচিতা হইলেন। হায়! মেয়েদের লজ্জাটি কি মনোহর মূল্যবান্ জিনিষ! দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতা যাহাতে সম্পূর্ণ জড়িত ও মিলিত, তাহার উপমাস্থল কোথা? পার্থিব জড় নিশ্চল হেম, হীরক, চুণী, পান্নার একত্র মিশ্রণই অতুলনীয়, তাহাতে স্বর্গীয় দেবদুর্লভ পদার্থচয়ের তুল্য মূল্য কোথায় খুঁজিব? কাদম্বিনী যখন একটুকু লজ্জার হাসি হাসিয়া মুখখানি ফিরাইয়া লই-

লেন, তখন কি সুন্দরই দেখাইল; যেন বেলাশেষের উদ্দত বাতাস উন্নত পদ্মটিকে এক দিক্ হইতে তুলিয়া অপর দিকে ঢলাইল! এ দিকে আবার অসাবধানা মেয়ে। এলো চুল, এলো কাপড়; আবার বুকের ভিতর চাহিয়া দেখিলে মনটি আরও এলানো গোচ্। সহসা মাকে পাশাপাশি দাঁড়ানো দেখিয়া,নানা কারণে ভীতা হইলেন; পাছে কিছু জানিয়া লন। ভয়, ভয়ের অনুসরণ করে। অবস্থায়ও দোষীর পরিচয় করিয়া দেয়। ভাব-গোপনজন্য জ্ঞানদা ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ মনকে ইচ্ছানুরূপ আঁটিয়া বাঁধিয়া দুহাতে বুক চাপিয়া বসিলেন, সহসা কথা কহিতে সাহসী হইলেন না; যেন ঠোঁট্ কাঁপিয়া আসিতে লাগিল!

রাণী দেখিয়া দেখিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অগো! আজ তুমি কেমন আছ-গা? অসুখ কি ঘুচে নাই?

জ্ঞানদা একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,অসুখ বাড়িয়াছে। তুমি আরও বাড়াইতেছ।

রাণী। সে কি গো, আমি? আমি কি করিয়া অসুখ বাড়াইতেছি?

জ্ঞানদা। তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক না কেন? আমি কি তোমার পেটের সন্তান নই?

রাণী অপ্রতিভ হইলেন। মুখে আর কোন একটি উত্তর আসিল না, নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে রহিলেন।

তুমি আমায় ডাকিবে না? আমিও তোমায় আর ডাকিব না। এই বলিয়া জ্ঞানদা এ বার দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন; ইন্দীবর বন্যার জলে ডুবাইয়া ফেলিল! জলে জলবৃদ্ধি, এ বন্যায় কাদম্বিনীকেও নির্জ্জলা থাকিতে দিল না! তখন কাদম্বিনীও আপনার জলে আপনি ভাসিয়া বন্যার জলে মিলাইলেন! গদগদস্বরে কহিলেন, তুমি কাঁদিও না, আমি ডাকিব।

জ্ঞানদা। (অশ্রু মোচন করিয়া) কই? তবে ডাকো?

কাদম্বিনী প্রত্যূষের কাদম্বিনীর ন্যায় স্থির গম্ভীর নিস্পন্দ রহিলেন। আজন্মের অনভ্যাস, যেন কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। সহসা মুখে আসিতে চায় না; চায়—চায়—চায় না; কেহ যেন বাধা দিতেছে। পাছের বাধা ভাল নয়; কে বাধা দিতেছে? লজ্জা বই আর কে বাধা দিবে? রাণী বড় প্রমাদে পড়িলেন।

জ্ঞানদা। কই? ডাকিলে না? ডাকিবে বলিয়া ডাকিলে না? আশা দিয়া আশা ভাঙ্গিলে? এ কি? এই কি তোমার সত্য?

জ্ঞানদা আর বলিতে পারিল না, চক্ষু আবার জলে ডুবাইয়া ফেলিল।

রাণীও সজল-চক্ষু, নমিত মুখে কহিলেন, ডাকিব, কিন্তু আমি আর কিছু ডাকিতে পারিব না; তুমি যাহা ডাকো, তাহাই ডাকিব।

জ্ঞানদা। তোমার ইচ্ছা—

রাণী সজলনয়নে ঈষৎ গদগদস্বরে কহিলেন, মা!—ক্ষণেক থামিয়া আবার বলিলেন, মা! বল দেখি, আজ তোমার পাষাণী মার উপর অত আবদার কেন? অত জিদ্‌বাদ্ কেন? তুমি তো কোন দিন আদুরে—আব্‌দারে নও। তুমি তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে—চিরদিন লক্ষ্মী মেয়ে পরকে আপনা হইতে ভালবাসো। শিশুকালেও তো একটি দিন তোমায় এরূপ দেখি নাই; আজ কেন? আর তুমিও তো তত মুখ ফুটে কখনও কাহাকে ডাক না; আজ কেন? আজ অমনই করিয়া মন খুলিলে কেন? আমার বড় ভয় হইতেছে। স্বভাব-হৃদয়ে অত সরলতা? মা! বল দেখি, অত করিয়া আমাকে ডাকাইতেছ কেন? আমার কি আর ডাকিবার সময় নাই? মা! বল দেখি, তোমার অসুখ কি রকম?

জ্ঞানদার অশ্রুজল এ বার দ্বিগুণতর হইয়া আসিল। উভয়েরই সমান; উভয়েই নীরব। আর নীরব থাকিবেন বই কি? চোখ্ মুছিয়াই অবসর পাইতেছেন না, কি করিবেন?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন,—মায়েতে মেয়েতে এ কেমন ভাব? এ কোন্ ভাবের কান্না? কান্নার বিষয়ই বা কি? উত্তর,—মা মেয়ের কান্নায়

কাঁদিল। সন্তানের কাছে মার মন বড় তরল, বড় সরল, বড় কোমল, নবনীসদৃশ কোমল! নবনী যেমন অতি মৃদুল তাপেও গলিয়া যায়, মার প্রাণও তেমনই সন্তানের নিশ্বাস-উষ্ণতায়ও গলিয়া যায়। আকাশে মেঘ, নদী দেখিয়া দেখিয়া ফুলিতে লাগিল! মেঘে জল আসিল। মেঘনা-নদীরও প্রবাহ ছুটিল। মেয়ে কাঁদিতেছেন; মা কি করিয়া আর কান্না রাখিবেন? রাণী কাদম্বিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর নাম ধরিয়া না ডাকা? সে অন্য কিছু নয়,কেবল লজ্জা। অনভ্যাস-হেতুও বটে, স্বভাবসিদ্ধ লজ্জায়ও বটে; দুইয়েরই সংমিশ্রণ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাণী কাদম্বিনী অতিশয় লজ্জাশীলা; চৌদ্দবৎসরে কন্যাটি প্রসব করিয়াছিলেন সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীরা কৌতুক করিয়া কত কি বলিত, ইনি লজ্জায় কন্যার কাছেও দাঁড়াইতেন না। যদিও কদাচিৎ যাইতেন,সে চোরের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া অতি গোপন ভাবে। যাঁর এরূপ স্বভাব ব্যবহার, তাঁর মুখে কি সহজে ডাক ফুটে? আজ ষোল বৎসর ডাকেন নাই; এক্ষণে সম্পূর্ণ নতন। নতন ডাক ডাকিতে কার না শরম শরম ঠেকে? তাহাতে কাদম্বিনী লজ্জার ক্রীড়া-পুতলী। আবার আজ কাল এক স্থলে বসিলে, মায়েতে মেয়েতে দুটি ভগিনী বলিয়া ভ্রম জন্মায়। প্রসূতির ইহাও একটি লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; নহিলে এ পবিত্র আমোদে কি রাণীর অনিচ্ছা? কখনই নয়। মার কাছে সন্তান, বিশেষ মেয়ে সন্তান, আবার মেয়েও তেমনই। সুচারু শশিরুচি অপেক্ষা যাঁর মুখরুচি প্রিয়তর, তাঁরে নিয়া আমোদ করা, মা কেন, পাষাণী সত্ মারও অনিচ্ছা অরুচি নহে; বরং ইচ্ছাই গুরুতর! রাণী কাদম্বিনী এখন যেন গিন্নি, দশজনের এক জন হইয়াছেন, কিন্তু সেই ছেলেবেলায়ও মেয়ে নিয়া আমোদ করা ইঁহার মনে মনে বিলক্ষণ সাধ ছিল; কেবল অনিবার্য্য লজ্জার বাদে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এজন্য অন্তরে অন্তরে কষ্টও কম সহ্য করিতে হয় নাই। ছলে কৌশলে, কি আড়ালে গোচরে কখন কখন চক্ষের জলও দুই এক ফোঁটা ফেলিতে হইয়াছিল। তবে

রাজরাণী, যে সে কপাল তো নয় ? বিধাতা সময়মত আর একটি অ-ভাবনীয় অনন্ত গুণময়ী-কন্যারত্ন আনিয়া মিলাইয়া দিলেন। এ রত্নে সকল রত্ন ভুলাইয়া দিল। সুতরাং রাণীর মনের কষ্ট অল্পেই অপনীত হইল। রাণী ক্ষণদারে বুকে পাইয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। ক্ষণার বেলা কেহ কিছু বলিতে পারেন নাই ; মনের সাধ, চক্ষের সাধ, ওষ্ঠাধরের সাধ, কক্ষের, বক্ষের সকল সাধ দ্বিগুণতর মিটাইয়া লইতে পারিলেন। ক্ষণাও মেয়ে তেমনই ! লীলাকাননের ফল, ফুল, মুকুল-প্রসূত তরু-বল্লীর উপর চাঁদের কিরণ যেমন ছড়াইয়া পড়ে, ইহারও রূপলাবণ্য তেমনই জনসমূহোপরি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলকেই যেন আমোদে ভাসাইতেছে, হাসাইতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ইহার বালসুলভ স্বভাবলীলার লালিত্য সমধিক। লোকে বলি, আকাশের চাঁদ কত দূর ? ফলতঃ এ চাঁদপানা মুখখানি যেই দেখে, সেই বলে, আকাশের চাঁদ কত দূর ? এযে কল্পনার চাঁদকেও হার মানাইয়াছে ! আশা ... কালে এই চাঁদমুখখানি এক দিন প্রকৃত চাঁদের কাছেই দেখাইবে ! রাণী ক্ষণদারে মুখভরা—বুকভরা ডাক ডাকিতে পারিয়াছেন। অপ্রয়োজনেও যেন প্রতিবেশিনীদের উপর জিদ করিয়া দু দশ বার ডাকিয়াছেন, অদ্যাপিও ডাকিতেছেন। কিন্তু জ্ঞানদার বেলা এ খোলা মুখখানি মূকের দশা প্রাপ্ত। কি বিড়ম্বনা, ইচ্ছা সত্ত্বেও ডাকিতে পারিতেছেন না। মা মেয়ের জন্য প্রাণ দেয়, মান দেয়, সকল দেয়, পতিপুত্রের অপ্রিয় হয়। তা আজ জ্ঞানদার সামান্য যাচ্‌ঞা ! জ্ঞানীর চক্ষে জল ! অসহ্য ! রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তবু কালে রাণীর কান্না শেষ হইল, কিন্তু জ্ঞানীর কান্না থামিতেছে না ; যেন নিদাঘের চাতকী ! মা মুখ ফুটে ডাকিতেছেন না বলিয়াই কি জ্ঞানদার অত কান্না ? মা যাহাই বুঝুন, বাস্তবিক কেবল তাহাই, এমত নহে ; ইহার মধ্যে অন্য কোন গূঢ় কারণও আছে। কোন প্রকার অব্যক্ত দুর্ঘটনাহেতু জ্ঞানদা আপনার মৃত্যু অতি নিকট স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও এ মৃত্যু অমোঘ, মৃত্যুঞ্জয়ও এ মৃত্যুর

নিবর্ত্তক হইতে সক্ষম নহেন স্থির বুঝিয়াছেন, তথাপি মাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য এ প্রতিজ্ঞা সম্যক্ বিস্মৃত হইলেন। ভাবিলেন, এই সুশীলা সমবয়স্কা সখীর ন্যায় সরলা মাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! ধিক্ মৃত্যু! আমি মরিব না; আমি মরিলে মা মরিবেন—নিশ্চিত মরিবেন। মা মরিলে ক্ষণা মরিবে। তবে মরিয়াই বা ক্ষণারে বাঁচাইতে পারিলাম কই? যে ঔষধ প্রয়োগে জীবন রক্ষা পাইবে, সেই ঔষধই এক্ষণে জীবননাশক দেখিতেছি। কি করিব, তবে কি আমার বাঁচিয়া থাকাই ভাল? তাও তো বুঝি না। ইহার উপদেষ্টা নাই যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। বিধাতঃ! যাহা ভাল জান, বুঝিয়া কর। তুমিই আমার উপদেষ্টা, তুমিই আমার পরামর্শদাতা। বোধ হয় তুমিই ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুনিবারণজন্য এ সময়ে আমার মাকে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছ; আমি মরিব না।

জ্ঞানদা আপাততঃ মৃত্যুসঙ্কল্পে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। কিন্তু ইহাতেও মন ঠিক পরিষ্কার হইল না; তিনি ঘোর চিন্তা-মগ্ন হইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে আবার কি ভাবিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আর কি ভাবিবেন? মনে করিলেন, কই? বাঁচিয়াই বা ক্ষণারে বাঁচা-ইতে পারি কই? ক্ষণা কি সেই মেয়ে? সে কি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইবে? যাঁর মেধাশক্তিতে দ্বাদশ রাশির কোষ্ঠীগণনা একবার পাঠে কণ্ঠস্থ হইয়াছিল, তাঁর কি জীবনের প্রধান কার্য্যে বিস্মৃতি? চরমকালেও নহে। আমার মৃত্যুই মঙ্গলকর! মৃত্যু ভিন্ন ক্ষণার মৃত্যুর প্রতিষেধক আর নাই। আমি মরিলে ইহাঁদিগের জীবনের জন্য সকলেই সতর্ক হইবেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও মরিতে পারিবেন না। আবার কালে শোক তাপ সকলই লয় হয়; সুতরাং ইহাঁদিগের বাঁচিয়া থাকিবারই অধিক সম্ভাবনা। দশরথ প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে আপনার পরমায়ু হইতে কিয়-দংশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও প্রাণাধিকা ভগিনী ক্ষণাকে আমার অবশিষ্ট আয়ু প্রদান করিয়া যাইব। যিনি মরিয়াও প্রলয়-কাল কি ততোঽধিক কাল পর্য্যন্ত জীবন্ত থাকিবেন, সেই ক্ষণজন্মা

ক্ষণার জন্য কি না করিতে হয়? আমার জীবন ক্ষণার জীবনে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার সুখ আর কি আছে? প্রকারান্তরে আমিও চিরজীবন্ত থাকিব। যে দিকে চাই, সেই দিকেই তো আমার মৃত্যু মঙ্গলময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইতেছেন; কেনই না মরিব? কিন্তু এ আবার কি? কে বাধা দিতেছে? আর কে? এই যে মা সেই অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! আহা! আমার সাক্ষাৎ ভগবতী মা, দয়ার প্রতিমা, মমতার আদর্শ। এই মাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে? প্রাণাধিকা ভগিনী ক্ষণাকে আর দেখিব না? হায়! সুখে মরিতে পারিলাম কই?

জ্ঞানদা এ বার বেশী পরিমাণে কাঁদিয়া ফেলিলেন। নয়নাসারে শ্রাবণের ধারা বহিল। রাণীর আর লজ্জা ধৈর্য্য থাকিল না; ব্যস্তহস্তে একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, জ্ঞানি! তুই কি আমায় অজ্ঞান করিবি? আমার কি মরণ নাই?

জ্ঞানদা চমকিয়া ভাবিলেন, কান্না ভাল হইতেছে না। তখন অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, মা! আর কাঁদিব না। হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিলেন না, মা! আমি আর কাঁদিব না। আমার আশার ফল ফলিয়াছে। তোমার জ্ঞানী আর কাঁদিবে না। এই বলিয়া আবার হাসিলেন।

জ্ঞানদার এ কেমন হাসি? এ কি সুখের হাসি? এ যে নির্ব্বাণের ক্ষণপূর্ব্বের প্রদীপের হাসি! অত আলো? এ আলো চক্ষে বিষম লাগিল—এ আলো বজ্রপাতসূচক বিদ্যুদ্বৎ লাগিল। রাণীও এ আলো বড় ভাল দেখিলেন না; অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয় চমকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অসুখ কেমন?

জ্ঞানদা। কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, শীঘ্রই সম্পূর্ণ ঘুচিবে।

রাণী। ঈশ্বর তাহাই করুন; আমি বড় ভয় পাইতেছি।

জ্ঞানদা। কেন, মা! ভয় কেন? অসুখ কার না হইয়া থাকে? অমর-শরীর তো নয়? তুমি কাছে বোসো, আমার শরীরে ক্ষণেক

হস্তাবমর্ষণ করো, আমি ভালবাসিব। একটুকু ঘুমাইতে পারিলে অসুখ অনেক দূর হইবে, কিন্তু ঘুমাইলে আমায় জাগাইও না।

রাণী। না, মা! যেমন বলিলে, তেমনই করিব; তুমি ঘুমাও।

জ্ঞানদা শয়ন করিলেন। রাণীও এক পার্শ্বে অর্দ্ধশয়ানা থাকিয়া এক হস্তে গাত্রাবমর্ষণ, অপর হস্তে মস্তক ঈষৎ কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অনেক সময় গত হইল। রাণী দেখিলেন, মেয়ে সত্য সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া আসিয়াছেন, একে একে মনে পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে কন্যার গ্রীবার নীচ হইতে বাম হস্তটি টানিয়া লইয়া উঠিলেন। অতি ধীরে, অতি সাবধানে পালঙ্ক হইতে নামিয়া মন্থর-গমনে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানদা নিদ্রিত কি অন্য কোন কারণে অজ্ঞানাবৃত, ঠিক্ বুঝি না: যাহাই হউক, ফল সমান। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইতে চলিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির ঘড়িতে দুপুর বাজিল। চারি দিক হইতে নানা জাতীয় পাখী দলে দলে ডাক হাঁকিয়া উঠিল। যিনিই যত ডাকুন না কেন, গলাবাজিতে কোকিলেরাই জয়লাভ করিল। আর জয়লাভেরই তো কথা; অমন দরাজ গলা কার? ষড়্‌জ আদি পঞ্চম পর্দ্দায় ঠিক্ বাঁধা। দোয়েল, শালিকা, বুলবুল প্রভৃতি যাহারা তরপে বাজিল, পর্দ্দার সঙ্গে তাহাদেরও ঠিক সম্বন্ধ বজায় থাকিল। সুতরাং এ বিজয়-আশা অন্যের অসম্ভব। পাপিয়া প্রভৃতি হারিয়া কেহ 'পাপ কপাল', কেহ 'চোক্ গেল' ইত্যাদি আক্ষেপসূচক দুই চারি ডাক ডাকিয়া পলায়ন করিল। যাহারা বড় তেজ গর্ব্বে গৃহ ছাড়িয়া, ডাক হাঁকিয়া জোরে বাহির হইয়াছিল, তাহারাও হারিয়া এক্ষণে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গৃহে পুনঃপ্রবেশজন্য ধীরে ধীরে বধূদিগকে 'বউ কথা কও' বলিয়া ডাকিয়া লইতে লাগিল।

ক্রমে সকলই নিস্তব্ধ হইল; কিন্তু ডাহুকদিগের তালভঙ্গ নাই। ডাহুকেরা কোকিলের পক্ষে রণবাদক, তাহারা কেহ কেহ এখনও করতাল বাজাইয়া বিজয় ঘোষণা করিতেছে। খালি করতাল বড় কর্কশ লাগিতেছে শুনিয়া, সেনারাজ স্যেন পক্ষী চীৎকারস্বরে তিন চারি বার হাঁকিলে সকলই নিস্তব্ধ হইল। প্রকৃতি অতি গম্ভীরা।

রাজমহলে রাজকন্যা জ্ঞানদা নিদ্রায় অভিভূতা। তাঁহার ঘরের ভিতর আলোটি নেব নেব করিতেছে। জ্যোৎস্নারাত্রিতে আকাশতল মেঘাবৃত থাকিলে যেমন মেটে মেটে ভাব দেখা যায়, তেমনই দেখা যাইতেছে। মানুষকে মানুষ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু মানুষটি যে কে, ঠিক করা যায় না; এমন সময় জ্ঞানদার গৃহে কে প্রবেশ করিল। প্রথমে ছায়া, পরে মানুষই স্থির হইল। এমন কি, বিশেষ লক্ষ্য করাতে মানুষটিকে স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইল। অত নিঃশব্দে চলা অন্য জাতিতে সম্ভবে না। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের অত বড় চুলে দরকার কি? ইহার কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া নিতম্বভাগ অতিক্রম করিয়াও অনেক দূর নামিয়াছে। ভাল, দেখা যাক্; যদি দেবী কি অপদেবী না হয়, তবে কালে অবশ্য চেনা যাইবে। অই যে দেবী, কি অপদেবী, না মানুষী, যেই হউক, ক্রমে যাইয়া যে জ্ঞানদার পালঙ্ক ঘেঁষিয়া দাড়াইল। সে কি, আবার পালঙ্কোপরি যে উঠিল। লোকে বলে, কিসে কি পায়; এও কি তাই? অথবা মেয়েকে মেয়ে কি করে পায়? অই যে নিদ্রিতা জ্ঞানদার পায় কাছে বসিল, এবং পা দুখানি গুটাইয়া নিয়া তদুপরি মুখখানি রাখিল। এমন সময়ে জ্ঞানদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সামান্যভাবে নয়, কেহ যেন অন্তরে আঘাত করিয়াছে, ভয়ানক চমকিয়া উঠিলেন; একবারে উঠিয়া বসিলেন। সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে স্থির হইতে পারিলেন না। অকস্মাৎ এ নিদ্রাভঙ্গ কি স্বপ্নে করিল? জ্ঞানদা সত্য সত্যই যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি সরো-বরের শীতল জলে পা রাখিয়াছিলেন, ক্ষণপরে সে পা আর তুলিতে পারিতেছেন না; সপদ্ম মৃণালে পা জড়াইয়া ধরিয়াছে। জোরে অনেক

বার টানিলেন, ছাড়িল না। পরে সেই টানাটানিতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

অনেকক্ষণ নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; তথাপি দেখিলেন, এখনও সেই শীতল জল, সেই পদ্ম, সেই মৃণাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তবে এই না কি জাগ্রৎ স্বপ্ন? স্বপ্নে রত্ন পায়, স্বপ্নভঙ্গে সে রত্ন কোথায়? সকলই আকাশ-কুসুম। কিন্তু এ যে তা নয়; এ মহারত্ন প্রত্যক্ষমাণ—হাত বাড়াইয়া পাওয়া যাইতেছে। ক্ষণপরে জ্ঞানদা রত্নটি চিনিতে পারিলেন। জহরীর কাছে কি কোন রত্ন অপরিচিত থাকে? তখন চিনিয়া চিনির সরবৎবৎ স্নেহে তরল হইয়া পড়িলেন। মমতায় মাখনবৎ গলিয়া গেলেন। তখন গলিয়া ঢলিয়া অমনই স্বীয় মৃণাল-হস্ত বাড়াইয়া পাদ-জড়িত সেই সমৃণাল পদ্মটি ধরিলেন; ধরিয়া ক্রোড়ে তুলিলেন। কদলী তরু কদলী বক্ষে করিয়া যেমনই দোলিয়া থাকে, বাৎসল্যে তেমনই অবনত রহিলেন। ক্ষণকাল কোন কথা সরিল না। পরে সকরুণ গদগদস্বরে কহিলেন, ক্ষণা! প্রাণের ক্ষণা! জ্ঞানীর হৃদয়ের মণি! অযাচিতলব্ধ রত্ন! সফল স্বপ্নের রাজশ্রী! তুমি কাঁদিতেছ? দিদিকে ছাড়িয়া দুই দিন কোথায় ছিলে? দিদিকে মনে পড়িয়াছে? দিদি বাঁচিয়া থাকিতেই দিদিকে ভুলিলি? এই কি তোমার শিক্ষার সমুন্নত ফল? তুমিই তো আমায় উপদেশ দিয়াছ? আমার লেখা পড়ায় তত মন যাইত না, তুমিই তো সে মন ফিরাইয়াছিলে? বলিতে, লেখা পড়া না জানিলে ধর্ম্ম জানিতে পারে না। ধর্ম্মের সোপান গুরুজনের প্রতি ভক্তি, গুরুজনের শুশ্রূষা করা, স্নেহের জনকে স্নেহ করা, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয় স্থাপন করা। শিশুপালন, শরীর-পালন, সংসারপালন এবং এই সমস্ত পালন করিবার উপায়ও বলিয়াছিলে। এ উপায় কথায় পায় না; অনেক বস্তুর সাপেক্ষ, অনেক যুক্তির সাপেক্ষ। সেই যুক্তি, সেই বস্তু-নির্ণয়ও বাক্যে হয় না। একাধারে এমন পণ্ডিত কেহই নাই যে, সংসারের সমুদায় তত্ত্ব শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। অত দীর্ঘজীবীও কেহ নহেন যে, সমস্ত বিষয় বাচনিক

শিক্ষা দিবেন, ও শুনিয়া শিক্ষা পাইবেন; ইহা জানিয়াই পূর্ব্বতন আর্য্য-ঋষিগণ সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যেমন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করিবে,ততোহধিক নিজে নিজে দেখিয়া আলোচনা দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া লইতে পারিবে। লেখা পড়া ভিন্ন কোন প্রকারেই জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমি বলিতাম, মেয়েরা লেখা পড়া করিলে বিধবা হয়, এমত প্রবাদ আছে। তুমি বলিতে অনর্থ কথা। পূর্ব্বকালে কোন কোন সময় দুর্বৃত্ত দৈত্যেরা সমস্ত সংসার অধিকার করিয়া রাজত্ব করিত। তাহারা ঘোর মূর্খ ও ইন্দ্রিয়বিলাসী ছিল। তাহারা রূপবতী, বিদ্যাবতীর কথা শুনিলেই বলপূর্ব্বক হরণ করিত। সেই অবধি অবগুণ্ঠনের বিশেষ প্রথা। বিদ্যা অপ্রকাশ্য থাকিতে ভালবাসে না। মেয়েরা গুণবতী, বিদ্যাবতী হইলে দুরাচারের হস্তে নিস্তার থাকিবে না, এ ভয়ে অভিভাবকেরা মেয়েদের ঐ কথা দ্বারা ভয় দেখাইয়া বিদ্যামৃত-লিপ্সায় বিমুখ করিতেন। মেয়েদের পক্ষে এমন গুরুতর ভয়ের কথা আর কি আছে? বালিকারা আর কিছু বুঝুন না বুঝুন, স্বামীর কথাটি ছ'বছর বয়সেও অনেকটা বুঝিয়া উঠেন। সুতরাং তাঁহারা কালসাপের ন্যায় কালিকলম দেখিতেন। বস্তুতঃ সকলই অলীক। কেমন মনে পড়ে? আবার খেলায় আমি বড়ই রত ছিলাম। তুমি তাহাতেও বাধা দিতে। বলিতে, খেলায় অনেক কাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আবার ইহাও বলিতে, একেবারেই যে খেলিবে না, এমন নহে; নিয়মিত কালোচিত খেলা খেলিবে। যে খেলায় নীতির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, যে খেলায় স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংস্রব আছে, তাহা পরিমিতমত খেলিবে। হায়! পূর্ব্বতন আর্য্য ও আর্য্যাগণ কতই না নীতিকৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন। বালিকারা অনর্থ খেলায় কাল হরণ করিতে না পারে, এজন্য কতকগুলি ব্রতের অবতারণা করিয়াছেন; কাক্ চাঁদের ব্রত ইত্যাদি। ইহা খেলাবিশেষ। কি সুন্দর কৌশল! এ সকল ব্রত অবলম্বনে বালিকারা অত্যন্ত আমোদ পায়। ছেলেবেলায় এ ক্ষুদ্র ব্যাপারে বৃহৎ ফল-

লাভ। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান। প্রত্যূষে পুষ্পচয়ন। আবার শারদীয়, হৈমন্তিক অনেকগুলি ব্রতে গান চলিত আছে, তাহাও প্রত্যূষে গীত হয়। ইহা সকলই স্বাস্থ্যবিধায়ক। এই সকল ব্রতে নীতি, ভক্তি, প্রেম, আদান প্রদান সমস্তই আছে। কোন ব্রতের কথায়, শ্বশুর, এবং শ্বশ্রূ দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও শুশ্রূষা-প্রকরণ; কোন কথায় দাম্পত্য-প্রেম; কোন কথায় পাক; কৌশল-নৈতিক, সামাজিক ব্যবহারপূর্ণ। যে যে খেলায় এরূপ সারত্ব আছে, এবং সময় নিবদ্ধ আছে, তাহা অবশ্য কর্তব্য। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এ সকল ব্রত-নিয়মও প্রায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। লেখা পড়া ব্যতিরেকে নয়ন থাকিতে অন্ধ। শ্রবণ সত্ত্বে বধির। রসনা সত্ত্বে রসাস্বাদনে বঞ্চিত। পা থাকিতে পঙ্গু, অথবা সে পদ বিপদের কারণও হইতে পারে। হস্ত কেবল পরস্বাপহরণ জন্যই হয়। প্রকৃত লেখা পড়া জানিলে ভূত ভাবী, সর্ব্বদা বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে পায়। ত্রিবিধ পৃথিবী কর-তলস্থিত বস্তুর ন্যায় দর্শনীয়। রুক্মিণী লেখা পড়া জানিতেন বলি-য়াই কামনানুরূপ পতি পাইয়াছিলেন। সুভদ্রাও তদ্রূপ। সাবিত্রী বিদ্যা-প্রভাবেই কৃতান্তেক বশীভূত করিতে শক্তা হইয়াছিলেন। অবিদ্যার সহচরী হইলে রাজা ধৃষ্টবুদ্ধিতনয়া বিষয়ার কি দশা হইত? তিনি বিদ্যা-প্রভাবে, "বিষমস্মৈ" স্থলে "বিষয়াস্মৈ" করিয়াই ভাবী পতি চন্দ্রহাসের জীবন রক্ষা ও আপনার মানসিক সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিয়া-ছিলেন। স্নেহ, মমতা, দয়া ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিবেক সমস্তই লেখা পড়ার সাপেক্ষ। কেমন, এরূপ বলিয়াছিলে না? আর কত বলিয়াছিলে, সে সকল ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা হউক, তুমি দশ বছরে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলে, ষেটের কোলে এক্ষণে পনেরতে পা দিয়াছ, এরূপ সময়ই স্ত্রীজাতির শিক্ষোন্নতির সীমাস্থল বলিলে হয়। তোমার এমনি সময় ভুল? না, দিদির কপালের ভুল? কি আশ্চর্য্য! ক্ষণা আজ দু দিন দিদি ছাড়া? অথবা অন্যায়ই কি? আমি কি ছাই বলিতেছি? আমিই কি করিলাম? ক্ষণা আমার ছোট তো? আমার

উপর ক্ষণার কি না চলে? দাবি, দাওয়া, রাগ, ঝক্, ক্রোধ আমার উপর তো ক্ষণার সকলই খাটে? আমি কি খাটাইলাম? আমিও তো ক্ষণারে দুদিন ছাড়িয়া রহিয়াছি? ক্ষণারে ছাড়িতে পারিলাম, প্রাণ ছাড়িতে পারিলাম না? প্রাণ কি ক্ষণা হইতেও গরিষ্ঠ! বড় হইয়া—দিদি হইয়া ছাড়িতে পারিলাম না? আমি কেন বড় হইলাম? বড়র কি এই বড়ত্ব? যদিও এ স্থলে তোমারই দোষ; আমি কি সেই দোষ ধরিয়াই প্রাণ ছাড়িতে পারি নাই? আমি বড় হইয়া একটুকু ক্ষমা, একটুকু সহ্য করিতে পারিলাম না? আমি এমনই পাষাণী? কখনই না। ভগিনি! নিশ্চিন্ত হও। কখনই পাষাণী হইব না? আমি ভালবাসিতে জানি—অন্তরের সহিত জানি। আমি অকৃত্রিম পবিত্র স্নেহকে হৃদয়ে স্থান দিতে শিখিয়াছি। কেনই না পারিব? এক দিন অবশ্য পারিব। প্রাণের ভগিনীর বিনিময়ে প্রাণের বিনিময় করিতে অবশ্য পারিব। যাও, ভগিনি! তুমি পাপ দিদিকে চিরজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হও।

কিয়ৎক্ষণ হইতে ক্ষণার অবিরল রোদন একটুকু মন্দীভূত হইয়াছিল, জ্ঞানদার কথায় আবার মন্দাকিনীর বেগ নয়নে বহিতে আরম্ভ করিল। জ্ঞানদা অঞ্চল দ্বারা প্রাণের ভগিনী ক্ষণার মুখ পুনঃ মুছাইতে লাগিলেন।

ক্ষণা একাই কি কাঁদিল? তাহা হইলে ক্ষণার মাথা ভিজিল কিসে? ক্ষণার মস্তকোপরি জ্ঞানদা সুন্দরীর চিবুক বসান ছিল; বোধ হয়, তিনিও লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। সম্ভব; নচেৎ অর্দ্ধ-উন্মীলিত ছিন্ন কুবলয়ের ন্যায় জ্ঞানদার নয়নযুগল স্ফীত দেখিতেছি কেন? যাহা হউক, এখন আর কান্না নাই। মুহূর্ত্ত যায়, জ্ঞানদা আবার কথা তুলিলেন। ইচ্ছা পেটের কথা পেটেই থাকে, কিন্তু মন অতিশয় দুরন্ত। মন যেন জোর করিয়া অন্তর হইতে কথা তুলিয়া দিতেছে। নিরূপিত পথে বাহির হইতে বিলম্ব সয় না, তাই যেন বুক চিরিয়া সোজা পথে বাহির করিয়া দিতেছে। জ্ঞানদা কহিলেন,

ভগিনি! এই দুই দিন আমি কি ভাবে ছিলাম, জান, দিদি! আমি ঘাট্ করিয়াছি, আমি তোমার ছোট ব'ন, আমায় ক্ষমা কর। তা না হয় আমায় মেরে ফেলো। ক্ষণা আবার পা ধরিয়া কাঁদিল। জ্ঞানদা ক্ষণার হাত দুটি ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, নির্ব্বোধ! কারে ক্ষমা করিব? তোমাকে, না পাপিষ্ঠ প্রাণকে? তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে যে প্রাণ ভালবাসিল, সেই কৃতঘ্নকেই ক্ষমা করিতে পারিলাম; তুমি প্রাণের প্রাণ—জগৎপ্রাণ। তোমাকে ক্ষমা করিব না। আর তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন দুই দিন লুকাইয়াছিলে? আমি তোমার শত্রু? আমা হইতে তোমার জীবনের অনিষ্ট?—

বলিতে বলিতে জ্ঞানদা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। দশনে জিব্ কাটিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, কি সর্ব্বনাশ! এই তো এই তো অন্তর গহ্বরের কালসর্প বাহির হইতেছিল! এখনই দংশন করিত? সে বিষ দংশনে সোণার প্রতিমা এখনই তো কালি হইয়া যাইত! ক্ষণা স্নেহের লীলাস্থলী, মমতার পুতুল, দয়ার প্রশান্ত সাগর; বিদ্যার সরস্বতীমঞ্চ! শত সহস্র প্রাণ আর ক্ষণার প্রাণ, তুলনা করিলে আকাশ পাতাল তফাত! স্রষ্টা বিধাতা সৃষ্টির মঙ্গল-জন্য চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল রত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহার পরিচায়ক করিয়াই এই নবরত্নমী ক্ষণার অবতারণা করিয়াছেন! এমন ক্ষণার কেহ নাই; সকলই পর। কিন্তু স্বভাবের অতুল মাহাত্ম্যে পরকে আপনা হইতে অধিক জানিয়াছে। সেই পর আবার পরম শত্রু! পিতৃমাতৃঘাতক। সেই শত্রু, মিত্রের অধিক প্রিয়তর। ক্ষণা সরল, তরল গঙ্গাজল। এমন ক্ষণার জীবন! এ জীবনের তুলনা ইহ জগতে? সুরজগতেও দুর্লভ! যে জীবন জগতের একান্ত ইষ্টসাধক, তাহারই অনিষ্ট? তা আবার আমার এই ক্ষুদ্র জীবন হইতে? আমি কি প্রকৃতই নরমাংস-লোলুপা রাক্ষসী? কখনই না। সৃষ্টি বিপরীতে চলিলেও আমার প্রতিজ্ঞার বিপরীত হইবার নহে। হে ধর্ম্ম! হে তপ! হে সর্ব্বসাক্ষিভূত ভগ-

বান্ ভাস্করদেব! তোমাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যদি প্রাণ দিতে হয়, মান দিতে হয়, যদি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়, প্রাণাধিকা ক্ষণার জন্য তাহা করিব। মনের সুখে করিব ; নিশ্চয় করিব।

জ্ঞানদা এরূপ ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিলেন কেন? ক্ষণদারই বা জীবনের আশু অনিষ্টের কারণ কি উপস্থিত? আকাশ পাতাল খুঁজিলাম, কই? কিছুই তো পাইলাম না। যাহা পাইলাম, সে তো হাসির কথা! একটি ছবি! হাট—ঘাট—মাঠ ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম আবারও সেই ছবি! তবে এই ছবিই কি অত কাণ্ড কারখানার মূল? আশ্চর্য্য নয় ; ছবি ভায়াদের শক্তি সামান্য নহে ; নড়েচড়ে না, অথচ কখন কখন কাহারও ঘাড়ে চড়িতেও দেখা যায়। এক ছবি বাণ রাজার কন্যা উষাকে দিশাহারা করিয়াছিল। পরিশেষে তো সৃষ্টি লয় হইতেই চলিয়াছিল! মতান্তরে এক ছবি সীতাকে চিরনির্ব্বাসিতা করিল। এক্ষণে বর্ত্তমান ছবি কি করিয়া তোলেন ঠিক্ কি? বস্তুতঃ সমস্ত ব্যাপারেরই মূল এ ছবি! ধন্য ক্ষমতা! আধ পয়সার কাগজ, দু পয়সার রঙ ; এদিকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা কি ছার? অনন্ত রত্নও যে রত্নের তুল্য মূল্য নহে, সেই ক্ষণদা—জ্ঞানদা উহাতে কে না পড়িল! তাআবার কে যায়, কে থাকে! কি আশ্চর্য্য! ভাল, এ ছবিটি কার? এমন শক্তিসম্পন্ন ছবিটির পরিচয় পাইতে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বহুদিন হয় নাই যে, পাঠক মহাশয় ভুলিয়াছেন। সে দিনকার কথা! সে দিন রাজদরবারে একটি যুবক পুষ্পচয়ন অপরাধে কয়েদ পড়িয়াছিল, সভাস্থ সকলেই দেখিয়াছেন। বোধ হয়, সে যুবার হৃদয়-জুড়ানো ছবিটি সকলের হৃদয়েই অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। রহিবারই কথা! সে যে পাকা হাতের—পাকা রঙের চিত্র! চটিবার নয়! যদি ক্বচিৎ চটিয়া থাকে, তবে সে হৃদয়ের উপমা নাই! পাষাণের সঙ্গে তুলনা করিব? তাহা হইলে অরুণাক্ষের হৃদয়ে ধরিল কেন? এখন দেখুন দেখি, হৃদয়পটের সঙ্গে এ পট মিলিল কি না?

সকলেই দেখিল, ঠিক্ মিলিয়াছে। এক্ষণে বলিতে হইবে, ক্ষণদা, জ্ঞানদা এ ছবি কি করিয়া লিখিল? পাঠক মহাশয়ের মনে থাকিবে, পূর্ব্বে উল্লেখ রহিয়াছে, বিচারাসনের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী যে উচ্চতর দেয়ালের বক্ষে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার গবাক্ষ আছে, সেই গবাক্ষে একবার, কি দুইবার এক বৃন্তে দুইটি গোলাপ ফুল দেখা দিয়াছিল; সে অন্য নয়, এই ক্ষণদা আর জ্ঞানদা! ভ্রমরোৎসঙ্গ-বিরহিত বিমল কুসুম! ক্ষণদা মেয়েটার কি অসীম পরপ্রসক্তি! ধারণাকে ইনিই প্রকৃতরূপে ধারণ করিয়াছেন! সেই পলকের দেখা; আরও,যে সময় যে অবস্থায় দেখা: তাহাতে এমনই করিয়া নিয়াছে; ঠিক্ যেন ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া লইয়াছে! যদি রঙ ফলানো এবং আকারে বড় না হইত, তবে তা ছাড়া কেহই বিশ্বাস করিত না। ধন্য তুলি, ধন্য চোক্ ধরিয়াছে। জ্ঞানদাও কম নয়! কেবল হাতের কাজে তত সাপাই নয় বলিয়াই তিনি চিত্র লিখেন নাই; কিন্তু চিত্তপটে তিনিও ঠিক্ রাখিতে পারিয়াছেন! ক্ষণদার ক্ষণের দেখা! দর্শনমাত্র যুবাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন!

কি আশ্চর্য্য! এমন গুণবতী মেয়ে আবার এমনই অজ্ঞান? যাঁর দর্শন যুগযুগান্ত পার হইয়া প্রলয়কালে যাইয়া ঠেকিয়াছে; যাঁর দৃষ্টি অনন্ত দূরবর্ত্তী অনন্ত গগনে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদির স্বরূপ প্রাপ্ত; যাঁর চক্ষে ভবিষ্যতের চরম মূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান; দুপুর বেলায় তাঁর এরূপ অন্ধতা? যাহা চক্ষের উপর এই মাত্র ঘুরিতেছে; তাহাতে অন্ধতা? কি সর্ব্বনাশের কথা! দরবারে এই দণ্ডেই যাঁর প্রাণদণ্ডের কথা, তাঁহারে আত্মসমর্পণ! কি বিষম ব্যাপার! কি অদ্ভুত কাণ্ড! অথবা আমি নির্ব্বোধ। এই ইন্দ্রজালময় বিশ্বসংসারে কোন্‌টি অদ্ভুত নয়? সকলই অদ্ভুত! সকলই অচিন্তনীয়! এ যে প্রণয়ের কথা! যে প্রণয়ের সীমা অনন্ত; অনন্তময় ঈশ্বরও যার প্রসক্তিতে নিয়তানুরক্ত, তার সম্বন্ধে বিস্ময়জনক কিছুই নয়। প্রণয় পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম; আবার প্রণয় ঘটাদিবৎ স্থূল! প্রণয় তুলা

অপেক্ষা লঘু, আবার অচলবৎ অচলনীয় গুরু! প্রণয়ের শক্তি, প্রণয়ের মাহাত্ম্য, প্রণয়ের চমৎকারিত্ব চাহিয়া দেখিলে সর্ব্বত্র বিদ্যমান! আশ্রয় আশ্রিতের প্রণয়। পোষ্টা পোষিতের প্রণয়। দাম্পত্য, বন্ধুত্ব সমস্তই প্রত্যক্ষমাণ। আশ্রয় আশ্রিত ব্যক্তিরা পরস্পর উভয়ের জন্য উভয়ে অনায়াসে প্রাণ দিতেছে! খলাগ্রগণ্য সর্প, শোণিত-মাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র লইয়া পোষ্টাগণ কত প্রকার খেলা খেলিয়া বেড়াই-তেছে। দাম্পত্য? সতীরা অনায়াসে পতিসহ জলন্ত চিতাশয্যায় শয়ন করিতেছে! পুরুষেরাও ভার্য্যার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কেহ সমরানলে, কেহ সমুদ্র-জলে অবলীলাক্রমে হাসিয়া হাসিয়া মানব-লীলা সংবরণ করিতেছে। বন্ধুত্ব? বিশ্বমণ্ডলে ইহার সাদৃশ্য নাই! যে জীব অণুবীক্ষণে অনুধাবন করা দুষ্কর, তাদৃশ সূক্ষ্ম কীটগণেও যাহা লক্ষ্য, তার উপমাস্থল কোথা? যে জন্য পিতা, মাতা, উপাস্য দেব দেবতার চিরবিচ্ছেদ সহ্য করা যায়, সেই বন্ধুত্বের উপমাস্থল কোথা? এ জীবনে আর দেখিব না, ধ্রুব জানি আর দেখিব না, অথচ তাহাতে আত্মার্পণ! ইহা তো সচরাচর ঘটনীয় দেখিতেছি, সুতরাং এমন সুদুর্লভ পদার্থ কি দ্বিতীয় আছে? প্রেম নিত্য; তাই ঈশ্বরের একটি নাম প্রেমময়। প্রেমফাঁদে গোকুলচাঁদ বাঁধা। প্রেম-ফাঁদে চন্দ্রচূড় মহাদেবও ধাঁধা! তাহাতে ক্ষণদা! যাঁর মুখে বুকে সর্ব্বাঙ্গে এখনও মাধবীর কচি লাবণ্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে; সেই ক্ষণদার কথা? ছি, ছি! বড়ই নির্ব্বোধের মত বলিয়াছি, আর বলিব না! ক্ষণদা! তুমি নির্দ্দোষী। রীতিমত কাজই করিয়াছ; তুমি নির্দ্দোষ গুণবতী। জহরী-তেই জহর চিনে, তুমি তেমনই চিনিয়া লইয়াছ। এক্ষণে ভাগ্য! কণ্ঠে পরিয়া লইতে পার। ভরসা করি, পারিবে। কায়োমনের সাধনা বিফল যায় না।

ক্ষণদা সেই শুভদর্শন অবধি সেই মূর্ত্তি ধ্যান, সেই অবয়বের পূজা ভিন্ন স্বপ্নেও জানেন না। জ্ঞানদারও ঠিক্ একই ভাব; কিন্তু পরিশেষে তিনি বিচার করিয়াই মরিয়াছেন! পিতা রক্ষবংশ-সম্ভূত

রাজা তেজস্বী, দুরন্ত অভিমানী, নরজাতিতে বিজাতীয় ঘৃণা; বন্দি ভারতসন্তান দরিদ্র, দুর্ব্বল! পিতা এ কার্য্যে কখনই সম্মত হইবেন না এবং ঘোরতর কুপিত হইবেন। সুতরাং ইচ্ছানুরূপ অন্য বরে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। করুন? আমি বিধর্ম্মী হইতে পারিব না। যাঁহারে আত্মদান করিয়াছি, তিনি যেমনই হউন না, আজীবন তাঁহার চরণ পূজা করিব। পিতা বিঘ্ন জন্মাইবেন? আমি প্রাণেশ্বরের সহিত দেশান্তরী হইব! কিন্তু হায়! এ যুক্তি বজায় থাকে কই? পলায়নের পথেও যে দুরন্ত কাঁটা সূচীমুখী হইয়া রহিয়াছে! জানিলাম, বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া জানিলাম, ক্ষণাও এই পথগামিনী। সামান্য ভাবে নহে! মূলমন্ত্রের সহিত হৃদয়-কুসুম সে পাদপদ্মে একেবারেই ঢালিয়া দিয়াছে। এক্ষণে কি প্রাণের ক্ষণার প্রাণের কণ্টক হইব? ক্ষণা চিরদুঃখিনী; পিতা নাই; মাতা নাই; সহোদর সহোদরা কিছুই নাই; অথচ ক্ষণা তাহা ভ্রমেও জানে না! ক্ষণার মনে সমস্তই আছে, তার দিদি! পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী সকলই দিদি! সুখ দুঃখ আপদ, সম্পদ সকলই দিদি! শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে দিদি। হায়! সেই দিদি আমি! আমি তার জীবনের শত্রু? আমি তার ভোগবাসনার জ্বলন্ত শ্মশান? ধিক্! আমি কি মরিতে ভয় পাই? ক্ষণার সুখের জন্য সুখে মরিতে পারিব না? অবশ্য পারিব।

কেহ বলিতে পারেন, এ সম্বন্ধে এত পীড়াপীড়ি কেন? এক পতিতে কি দুই স্ত্রীর স্থান হয় না? আমি বলি, কেনই না হইবে? শত স্ত্রীর হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ স্থলে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এক দিন আমরা দুই ভগিনীতে রামায়ণ পড়িতেছিলাম; রামের নির্ব্বাসনে কৌশল্যার বিলাপ পরিতাপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্ষণা অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক উর্দ্ধে চাহিয়া বলিয়াছিল, অপঘাত মৃত্যুও শতশ্লাঘ্য, তথাপি যেন কেহ পরিণীত বরে বিবাহিতা না হয়! তাই বলি, ক্ষণা যেরূপ মেধাবী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এ কথা কি ভুলিয়াছে?

ক্ষণার প্রতি ধমনীতে এ কথা সর্ব্বদা বহমান রহিয়াছে। আমার মনের কথা পাইলে, আমি যেমন প্রাণান্তেও তার শত্রু হইব না, ক্ষণাও তো তেমনই? সেও তো দিদির শত্রু প্রাণান্তে হইবে না? একে প্রতিজ্ঞা, তাহাতে দিদির সুখের কণ্টক; তৎক্ষণাৎ প্রাণ দিবে? এক দণ্ড অপেক্ষা করিবে না। যাহা হউক, ইহারও যেন উপায় আছে; সে উপায় আমারই হাত। মনের কথা মনেই লয় করিব; বিবাহ করিব না। পিতা মাতা জোর করিয়া বিবাহ দিবেন? প্রাণত্যাগ করিব। পিতা মাতা এক দিন কাঁদিয়া অবসন্ন হইবেন। কিন্তু কই? তাহাতেই বা কাটে কই? সকল আশা সকল যত্নই তো বিফল হইল। প্রাণ দিয়াও ক্ষণার প্রাণ রাখিতে পারি কই? অদ্য যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম, তাহা শুনিতে পাইলে ক্ষণা তো আজই মরিবে? পদ্মিনীর মিহির চির অস্তগত হইতে চলিলেন, কেনই না মরিবে! কি চাহিয়া প্রাণ রাখিবে? বিধবার চাহিতে কি থাকে? আশ্রয়-তরু উন্মূলিত হইবে, মাধবী লতা দলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না? শুনিলাম, মহারাজ হিরণাক্ষের দূত আসিয়া বন্দির মুক্তির জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল। বন্দি মিত্ররাজ সুধীবরের পুত্র, নাম মিহির। সুধীবর পিতার পরম শত্রু! দূতের কথায় পিতা সম্মত হন নাই। যুদ্ধান্তে বন্দিকে হত্যা করিয়া বৈরহিংসার প্রতিশোধ করিবেন! অদ্য দুই দিন কারাগারের পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। এ যাবৎ নামে মাত্র কারাগার ছিল, অন্যবিধ কষ্ট ছিল না; অদ্য দুই দিন ধরিয়া অতি কদর্য্য আহার, তাহাও দুই বেলা নহে। কদর্য্য শয্যায় শয়ন; কদর্য্য পরিধেয় অবলম্বন। হায়! প্রাণেশ্বর কি করিয়া সহ্য করিতেছেন? সেই নবনীত দেহ, কুসুমিত প্রাণ এ দুঃসহ যাতনা কি বহন করিবে? এ বজ্রাগ্নির তীক্ষ্ণতা, কঠোরতা হৃদয় কি সহ্য করিবে? দারুণ বিধি! তোমার এই বৈধ কাজ? পরিণয়ের বিনিময় বৈধব্যানল! মৃত্যু! তুমি কোথায়?—

জ্ঞানদা এ দুই দিন অত কাঁদিয়াছিলেন, অত কাতর হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন, তাহার প্রধান কারণই কারাগারের নিয়ম পরিবর্ত্তন। দুই দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ মনে করিলেন, আমার এ রোদনে ফল কি হইতেছে? কেবল রোদনই করিলাম, কোন প্রকার প্রতীকারের পথ আছে কি না, একবার ভ্রমেও তো সে দিক্ পানে চাহিলাম না? ইহার কি উপায়ান্তর নাই? অবশ্য আছে। যেখানে ব্যাধি, সেইখানেই ঔষধ। তবে প্রয়োগকর্ত্তার অভাব হইলে বিপদ! নচেৎ কিসের বিপদ? আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু জীবন এখনও আছে। জীবন দিয়াও কি জীবিতনাথের জীবন রক্ষা করিতে পারিব না? আর না হয় লজ্জা ছাড়িয়া, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পিতার চরণে পড়াইব। পিতা কি একমাত্র সন্তানের পানে চাহিবেন না? পিতা একমাত্র দুহিতায় চিরদগ্ধ করিবেন? মাও তো আমার পক্ষে আছেন। মাকে সকল বলিব, মনে মুখে যা আছে, সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিব। মা আমার জন্য প্রাণ দিতেও মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না। মার অমানুষিক শান্তিসম্প্রাপ্তা দেবী ভাবে পিতা যার-পর-নাই বশীভূত! আমার তেমন মার অনুরোধও কি অকর্ম্মণ্য হইবে? বশিষ্ঠের অরুন্ধতী,—বিধাতার সাবিত্রী; পিতারও তেমনই কাদম্বিনী। সেই জীবনতোষিণীর অনুরোধ; বিধাতার বেদ-বৈষম্য হইলেও এ অমোঘ অনুরোধের বিপর্য্যয় হইবার নহে।

জ্ঞানদা এই সমস্ত মানসিক স্থিরসিদ্ধান্তে হৃদয়কে অনেকটা আশ্বস্ত করিতে পারিলেন। রামের অকাল-বোধনের ন্যায় স্বীয় মানস-প্রবোধনেই এক্ষণে ক্ষণার সঙ্গে আলাপ করিতে সাহসী হইলেন; নচেৎ আত্মগোপন করা দুষ্কর হইত! এখনও থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়মধ্যে কম তোলপাড় হইতেছে না? ঝড় থামিয়া গেলেও নদী যেমন অস্ফুট ভাবে তোলপাড় হইয়া থাকে, তেমনই এখনও তোলপাড় হইতেছে। এখনও বাক্য ঠিক্ হইয়া বাহির হইতেছে না। মেঘাবৃত নক্ষত্র যেমন দেখা দেয় দেয় দেয় না, বাক্যও তেমনই বাহির হয় হয় হয় না।

ক্ষণা কহিল, দিদি! তুমি অনেক সময় ধরিয়া কথা কহিতেছ না, তবে আমায় ক্ষমা করিলে কই?

জ্ঞানদার হৃদয় চমকিল! কিন্তু সামলাইতে পারিলেন। হাসিয়া কহিলেন, তোমায় কিসের ক্ষমা করিব? তোমার অপরাধ কি? অত সময় তাহাই চিন্তা করিলাম; কই? কিছুই তো পাইলাম না? তুমি বল দেখি, তোমার অপরাধ কি?

ক্ষণা। বলিতে ভয় করে, আমি—

জ্ঞান। নির্ব্বোধ! কারে ভয়?

ক্ষণা। আর কারে; লজ্জা—

জ্ঞান। কেন? আমার কাছে লজ্জা? আমি কি তোমার পর?

ক্ষণা। না, না; পাছে তুমি কিছু মনে করো।

জ্ঞান। (হাসিয়া) কেন? কি মনে করিব?

ক্ষণা। (নীরব)

জ্ঞানদা। নীরব কেন? বল! আমার দিব্য, বল? না বলিলে আমি—

ক্ষণা নমিতমুখে থাকিয়াই স্ত্রীজনসুলভ সেই এক প্রকার চাউনিতে চাহিয়া দেখিলেন, জ্ঞানদার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। দিদির চক্ষে জল? ক্ষণার হৃদয়ে বিষম লাগিল। তখন অগত্যা সেই নমিত-মুখে বলিলেন, এ—ছবি—কার?—

যে কণ্ঠে কোকিলকণ্ঠ কুণ্ঠিত; সেই কণ্ঠ একদা শত কুলিশপাতবৎ জ্ঞানদার কর্ণে লাগিল,—'এ ছবি কার?' বাতকম্পিত সকমল সরসী-বক্ষের ন্যায় বক্ষ কাঁপিতে লাগিল। কথা কহিতে পারিলেন না; নীরব। কিন্তু ঈশ্বর বাঁচাইলেন! ক্ষণাও, এ ছবি কার, এই মাত্র বলিতে পারিলেন। আর মুখে রা বাহির হইল না! মুহূর্ত্ত গত। অপর মুহূর্ত্তে জ্ঞানদা এ দায় কাটিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কি গো? অত কেন? যেন ধড়ে প্রাণ নাই? অকার্য্য তো হয় নাই? কি মনে করিব? ঈশ্বরের অনুকম্পায় প্রার্থনানুরূপ কার্য্যই হইয়াছে! ইহা অপেক্ষা

আমার সুখের কার্য্য জীবনে আর কি হইতে পারে? তুমি আমায় বল নাই কেন?

ক্ষণা। আমার অপরাধ—

জ্ঞানদা। তুমি নির্ব্বোধ; তোমার অপরাধ নয়। যদি থাকে, সম্পূর্ণ ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে বিধাতার পদে কায়মনের কামনা, শুভ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়।

ক্ষণদা লজ্জায় কথা কহিলেন না। বক্ষে মুখ লুকাইয়া রহিলেন।

জ্ঞানদা ক্ষণার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, যাও ভগিনি! কয় দিন বড় দুঃখ কষ্ট পাইয়াছ, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, অদ্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও। আমি জীবিতে তোমাকে আর কোন প্রকার চিন্তা করিতে হইবে না।

সরলা এ কথায় সপ্তম স্বর্গ হাতে অনুভব করিলেন। অধরপল্লব ঈষৎ বিকসিত! দিনের দীপালোকের ন্যায় দেখা দেয়, দেয়, দেয় না! জ্ঞানদা দেখিলেন; দেখিয়া ক্ষণারে কোলে তুলিয়া লইলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটতলে একটি চুম্ব প্রদান করিলেন, যেন চাঁদের গায় তারা ফুটিল! ক্ষণকাল কপোলোপরি কপোল নিয়া রাখিলেন। দর্পণের ছায়ায় একটি গোলাপকে যেমন দুইটি দেখায়, তেমনই দেখাইতে লাগিল। ইন্দীবরে ইন্দীবর চাপা পড়িল! এ চাপায় রস নির্গলিত হইয়া ক্ষণদার কপোল স্পর্শ করিল। ক্ষণদা চমকিয়া বলিলেন, ওকি, দিদি! তোমার চক্ষে জল কেন?

জ্ঞানদা অশ্রু মোচন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তুমি আনন্দাশ্রুর কথা শুনিয়াছ তো? এও তাই। সে যাহা হউক, এখন তুমি যাও, নচেৎ অনিদ্রায় অসুখ করিবে।

ক্ষণদা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। বিনাবাক্যে দিদির পদধূলি লইয়া নিজ কক্ষ্যায় গমন করিলেন।

ক্ষণারে বিদায় করিয়া জ্ঞানদা আর নিদ্রা গেলেন না। বসিয়া বসিয়া অনেক চিন্তা করিলেন। পরে সাহসে বুক বাঁধিয়া উঠিলেন।

দ্বার মুক্ত করিয়া কোথায় গমন করিলেন। মুহূর্ত্ত কাল পরে আবার প্রত্যাগত হইয়া বসিলেন। আবার চিন্তায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন। নিদ্রা দেবী ক্ষণদারে লইয়া ক্ষণদার শয়ন-কক্ষ্যায় গমন করিলেন। ক্ষণদা আজ দিদির প্রসাদে নিশ্চিন্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে, অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অরুণাভ নামে এক জন পদস্থ রক্ষী রাজকুমারী জ্ঞানদা সুন্দরীর কক্ষ্যাদ্বারে দণ্ডায়মান। জ্ঞানদা পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা; একখানি পুস্তক দেখিতেছেন। পুস্তক ছাড়িয়া চক্ষু অন্য দিকে নিবিষ্ট হইল। দেখিলেন, এক জন পরিচারিকা আসিতেছে। পরিচারিকা সম্মুখস্থা হইয়া বলিল, বীরবর অরুণাভ দ্বারে দাঁড়াইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। জ্ঞানদা কিঞ্চিৎ ব্যস্ততা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন, কই? অরুণাভ আসিয়াছে? ত্বরায় এখানে লইয়া এস। দাসী বিনা বাক্যে গমন করিল। অনতি-বিলম্বেই পুনর্ব্বার সেই আহূত বীরবরসহ রাজকুমারীর সমীপবর্ত্তিনী হইল। কারাধ্যক্ষ বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, অসময় দাসকে কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। এ দাস আর কখনও ভর্ত্তৃদারিকার আদিষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত হয় নাই। এরূপ স্থলে অভিনব ব্যাপারই ভয়াবহ! জ্ঞানদা দাসী দ্বারা আসন আনাইয়া দিলেন; বলিলেন, উপবেশন কর, ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু প্রয়োজন গুরুতর। বীরবর কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন; এবং "প্রয়োজন গুরুতর" এ কথার সার মর্ম্ম জানিবার জন্য ভর্ত্তৃকন্যার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। জ্ঞানদা সুন্দরী যথাজ্ঞানে অনেক সময় চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, আমি কোন একটি দিন কাহারে কোন প্রকার অনুরোধ করি নাই; আজ নহিলে নয়, এমন

কোন গূঢ় ঘটনার অনুরোধে পতিত হইয়া একটি অনুরোধ করিতেছি। স্মরণ থাকিবে? এই আমার প্রথম অনুরোধ। আমার যাহা বক্তব্য, এই বহিতে সমস্ত লিখিত আছে; মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ কর।

বীরবর পুস্তক গ্রহণ করিয়া ক্রমে দুই তিন বার পাঠ করিলেন। মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেন! মুহূর্ত্তমধ্যে মুখে বাক্য স্ফুরণ হইল না; জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। রাজকুমারী কহিলেন, আমার লিপির মর্ম্ম গ্রহণ করা হয়েছে? বীরবর ঈষৎ চমকিয়া আবার পাঠ করিলেন। এ বার নিরুত্তর রহিলেন না; বলিল, ইহা কি সম্ভবপর?

জ্ঞানদা। আমি বলিতেছি, অসম্ভবপর নহে।

কারাধ্যক্ষের মুখ অতিশয় ম্লান হইল; ভাল মন্দ কোন কথাই বলিলেন না।

জ্ঞানদা কিঞ্চিৎ ভাবান্তরে বলিলেন, আমি আবারও বলিতেছি, অসম্ভবপর নহে।

বীরবর ঘোর চিন্তামগ্ন। অন্তরতমদেশ ঘোর আন্দোলিত। মুহূর্ত্ত কাল পরে মনে করিলেন,মহারাজ অপুত্রক, একমাত্র কন্যাই অবলম্বন। কন্যাও যে-সে নহে,—বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী। উত্তরকালে ইনিই উত্তরাধিকারিণী, সন্দেহ নাই। ইহাঁর কায়মনের কথা! অসম্ভব না হইবারই কথা। ইহাঁর অনুগ্রহ নিগ্রহ উভয়ই সফলীভূত। সুতরাং আমি কেন, সকলকেই ইহাঁর আদেশ স্বীকার্য্য ও শিরোধার্য্য করিতে হইবে। বীরবর মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, আপনি সত্য বলিতেছেন; আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু—

জ্ঞানদা বুঝিয়া বলিলেন, নির্ভয়ে কার্য্য দেখ, তোমার মুক্তির উপায় তোমার হাতেই রহিল।

কারাধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি, যিনি গতায়াত করিবেন, সে লোক কই?

জ্ঞানদার পরিচারিণী এক প্রকার সহচারিণী বলিলেও হয়। তিনি

তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি আমার পরম হিতৈষিণী, বুদ্ধিমতী, ইঁহার উপর আমার ন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

অরুণাভ। যে আজ্ঞা। তবে এ দাস এক্ষণে বিদায় হইতে পারে?

জ্ঞানদা। হাঁ, এস। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

কারাধ্যক্ষ ভর্ত্তৃকন্যাকে বারংবার অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। জ্ঞানদা ক্ষণকাল কালোচিত চিন্তা করিয়া, শেষ তিনিও প্রাতঃকৃত্য সমাধানজন্য স্থানান্তরিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কারাগার লৌহময়। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত পরিখা। সুতীক্ষ্ণ লৌহ-তীর অতি ঘনীভূত, সমস্ত পরিখার বক্ষে প্রোথিত; যেন ভীষ্মের শর-শয্যা রহিয়াছে! কারাগার প্রবেশের একটি মাত্র দ্বার ও এক মাত্র পথ। পথের উভয় পার্শ্বে লৌহময় প্রাচীর। প্রাচীরের স্কন্ধে শাণিত বর্শাফলক সারি সারি অতি নৈকট্য বিদ্ধ রহিয়াছে। দ্বারদেশে অতি দুর্দ্ধর্ষ ভীষণাকার কৃতান্তোপম রক্ষিগণ—দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড ভল্ল, কটিদেশে বিদ্যুত্তেজসন্নিভ শাণিত অসি দোলায়িত! হীরকনির্ম্মিত দ্বিধারা ছুরিকা বক্ষবিলম্বিত! পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর, বাম করে বজ্র-দৃঢ় ধনু, অহর্নিশ প্রতিক্ষা প্রেতাগারের অভিনয় দেখাইতেছে! কারাগারমধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কীটপূর্ণ একখানি জীর্ণ কম্বলোপরি আমাদের বন্দি উপবিষ্ট! করলগ্নশীর্ষ হইয়া মনে করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য, এখনও আমার জীবিত-তৃষ্ণা? এখনও আমার অভূতপূর্ব্ব ভাবী প্রভূত সুখাভিলাষ? এখনও আমার বিলাস-ভোগ-লিপ্সা? অবসাদপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রত্ব সাধ। হায়!' এ সাধ, এ লালসা, এ তৃষ্ণা কে জন্মাইতেছে? সে কি আমার জন্মকোষ্ঠী

দেখে নাই? আমি যে পাপযোনি-জনিত পশুপক্ষী অপেক্ষাও ঘৃণ্য! পশুপক্ষীরা রুদ্ধ হইয়াও অনেকে স্বর্ণপিঞ্জরে, স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ! সুখসেব্য ফল মূল ও পানীয় প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রাপ্ত! অশেষবিধ মধুরালাপে আদৃত! তবু কি তাহারা সুখী? কখনই নয়। অমরবাঞ্ছাপ্রপক অপার্থিব স্বাধীনতারত্নে যাহারা বঞ্চিত, তাহারা সুখী? তাহা হইলে রত্নালঙ্কারে ভূষিত জন্মান্ধ মহিলারাও সুখী! যাহা হউক, তথাপি সাধারণ চক্ষে এ বাহ্য আড়ম্বর কচিৎ প্রশংসনীয় হইতে পারে। কিন্তু আমার প্রশংসনীয় কোন্‌টি? আমি জীবিতে নিরয়গামী! ঘোর গভীর পুরীষপূর্ণ কূপে প্রক্ষেপিত! তথাপি আমার জীবিততৃষ্ণা? ধিক্ জীবন! হায়! আমি কি কুক্ষণে জন্মিয়াছিলাম! আমার জন্মস্থান কোথা? আমার জন্মদাতা জনক জননী কে? শুনিয়াছি, আমি ভারতবাসী সুসভ্য মানবকুলে জন্মিয়াছিলাম। তাহাতে এক্ষণে অসভ্য অসুরাধম রাক্ষস-গৃহে পালিত! তথাপি জীবিত-তৃষ্ণা? জগৎপিতা বিধাতা অপ্রত্যক্ষ দেবতা; কিন্তু জন্মদাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। যোগ, তপস্যা, যাগ সর্ব্বাপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ, ইষ্টনিষ্ঠা, দেবতাপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হইতে যাহা গরিষ্ঠ, সেই পিতৃমাতৃসেবা এক দিন ভাগ্যে জুটিল না! পিতার জীবনের যত্ন, মাতার অমিয় স্নেহ এক দিনের জন্য এ অদৃষ্ট ভোগ করিল না! সকল শাস্ত্রে সকল সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন,—মানবজন্ম অতীব দুর্ল্লভ। হায়! এমন সু দুর্ল্লভ জন্মের, জন্য জনক—কে? জন্মস্থানকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলে। জড় নিশ্চল সামান্য মৃৎপিণ্ডেরই ঈদৃশ গৌরব; যিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কালোচিত ভোগবিলাস-লালসায় বঞ্চিত হইয়া, ব্রতানুষ্ঠান, বিগ্রহাদির অর্চ্চনায় কঠোর নিয়ম পালনপূর্ব্বক দশ মাস কাল জঠরে সন্তান ধারণ করিয়া থাকেন; যিনি সন্তানের মলমূত্র চন্দনরসবৎ অঙ্গে বহন করিয়া থাকেন; স্বর্গীয় প্রভূত সম্পত্তি অপেক্ষা যাঁহার অপত্যসংপ্রাপ্তি-লালসা বলবতী; সন্তানের অশান্তিকর বিকৃত মুখশ্রীতেও যিনি কুমার কার্ত্তিকেয় অপেক্ষা প্রিয়দর্শন

মনে করেন। ঐহিক পারলৌকিক সমস্ত সুখৈশ্বর্য্যের আকর ভর্ত্তা। সেই ভর্ত্তা উপরত হইলে যাঁহারা একমাত্র পুত্র বুকে ধরিয়া দারুণ পতি-শোক অনায়াসে সংবরণ করিয়া থাকেন; সেই দেবপূজ্যা পরমা-রাধ্যা জননীর পাদপদ্ম সেবা করিতে পারিলাম না! পশুর ভাগ্যে যাহা জুটে, আমার ভাগ্যে জুটিল না! আহা! মাতৃবাৎসল্যের মহিমা কি মহার্ঘ! গো, হরিণী, বাঘিনী, সাপিনী পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত-স্থলে দাঁড় করান যায়! তরু,বল্লী,অচেতন পদার্থেও এ দৃষ্টান্ত সুন্দর বিদ্যমান রহিয়াছে! ইর্ব্বারু, কুষ্মাণ্ডলতা প্রভৃতি তনু ত্যাগ করে, ফলরূপ সন্তান ত্যাগ করে না; কদলী তরু প্রাণ থাকিতে প্রসূত কদলী ছেদ করিতে দেয় না; অগ্রে আপনিই উচ্ছেদ হইয়া থাকে। হায়! তাহাতে মানব-প্রসূতি! এ প্রসূতির মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিবে? যিনি ঈশ্বরনিরূপণে ক্ষম, তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত! হায়! আমি কি পদার্থ হারাইয়াছি? আমার ন্যায় দুরদৃষ্ট আর কি দুটির সৃষ্টি হইয়াছে? বিধাতা বুঝি বজ্রের লেখনী, কালকূটের মসী দ্বারা আমার অদৃষ্ট-লিপি চিত্র করিয়াছিলেন! হায়! হতভাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত বিধাতা জগতে আমাকেই দাঁড় করিলেন! অহো! এক্ষণে যাঁহারা পিতৃমাতৃ-স্থানীয়, তাঁহাদেরই বা কি করিলাম? তাঁহারা কি আমার অপূজ্য? তাঁহারা শত নিষ্ঠুর, সহস্র নির্দ্দয় হউন, আমার সম্বন্ধে তার কোন্‌টির পরিচয় আছে? বরং প্রকৃত স্থলেও এরূপ স্নেহের অবতারণা সচরাচর দুর্লভ! নদীজলে পাণ্ডু সহ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রভাবে আমাকে পালন করিয়াছেন; যদি না জানিতাম, কি, না শুনিতাম, তবে দয়ায়, ধর্ম্মে, স্নেহে, যত্নে কোন প্রকারেই জানিবার সম্ভাবনা ছিল না যে, ইঁহারা আমার প্রকৃত জনক জননী নহেন!

হায়! যাঁহারা এক দণ্ড দেখিতে না পাইলে যুগান্ত মনে করেন, আজ পক্ষদ্বয় গত হইল, তাঁহারা কি জীবিত আছেন? আমি বিধর্ম্মী; আমি না বলিয়া তাঁহাদের বক্ষে গরল ঢালিয়া আসিয়াছি! এই উৎকট পাপেই নদীজলে ডুবিয়াছিলাম, সন্দেহ নাই! হায়, ডুবিলাম

তো মরিলাম না কেন? আমার পদে পদে কলুষরূপ কলসী বাঁধা, তথাপি মরিলাম না! আমার এ কূলদাতা, মৃত্যু-নিবারক—কে? —কই? কাহাকেই তো দেখি না? তবে অদৃষ্টচর ভবিতব্য কি? ঠিক্ ঠিক্! এ ভবিতব্যেরই কাজ! নহিলে এমন শক্তি কার? এই ঘোর অন্তিম নরককে বাসবের বাসর-গৃহ-সদৃশ করিতে পারে! ভবিতব্য হইতে আশা। এই আশা আবার দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুআশা, দুরাশা। যিনি যে ভাবে ডাকিবেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই লাভ করিবেন। এবং সেই ভক্তবৎসলাকে, যিনি যে ভাবে, যে পথে চালাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি সেই ভাবে, সেই পথেই চলিবেন। তবে আমার জীবিততৃষ্ণার প্রসূতিও কি অই দুরাশা? যিনি পঙ্গুকেও মুহূর্ত্তমধ্যে অসীম অনন্ত সাগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিয়া থাকেন, তিনি? যাঁহার কার্য্যকলাপ সমস্তই মরীচিকাময়, সেই আশা?—না, না। এক্ষণে ঠিক্ স্মরণ হইয়াছে, সেই শিববাক্য! এ সেই শিবময় শিববাক্য-পরিপোষণকারিণী সুআশা! "ফুল ফুটিয়াছে!" এ আশার স্বপ্ন শিবেরই ইচ্ছা। এ উষার ফলিত স্বপ্ন, বিফল হইবার নহে। সত্য সত্যই তো ফুল ফুটিয়াছিল! একটির কাজ দুইটি ফুটিয়াছিল! সেই প্রাচীরের বক্ষে গবাক্ষ পানে একদা দুটিই ফুটিয়াছিল! ক্ষণপ্রভা যদিও ক্ষণস্থায়ী হউক, কিন্তু তার তীব্র কান্তি, সেই সামান্য কালটুকু মধ্যেই শরীরের সকল স্থান বেড়িয়া অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এ অনন্যোপম কুসুমকান্তিও আমার অন্তস্তল অধিকার করিয়া সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রহিয়াছে! তবে এ ফুল আমার জন্য নয়? শিববাক্য মিথ্যা?—কখনই নয়। এ ভ্রান্তির কথা, নাস্তিকের কথা—কখনই গ্রাহ্য নয়। এ ফুল আমারই ফুটিয়াছে! ভাল দুটিই কি আমার? এ বড় গুরু আশা! বেশী ভাগ্যের কথা!

কাঙ্গাল-কণ্ঠে জোড়া কহিনূর? একটিই যথেষ্ট! সেই একটির কোনটি? দুইটিই রসাল ফল! দুইটিই নন্দনকাননের গোলাপ ফুল। দুইটিই মেঠাইর সেরা মনোহরা! দুইটিই মানস সরোবরের কুবলয়! দুইটিই আকাশের অরুন্ধতী তারা! ইহার তারতম্য ভেদাভেদ বিচার করিবে, কার ক্ষমতা? হায়, দুই দিকে হাত বাড়াই, দুই হাতেই রত্ন মিলে! কোন্ হাত ত্যাগ করিব? অথবা কোনও হাতই ত্যাগ করিব না; দুটিই আমার! কিন্তু দুইটি বড় বিষম কথা! দুইটিকে সমান ভালবাসিতে পারিব? রীতিমত পারিব বই কি; কিন্তু স্নেহ নীচগামী।—

এমন সময়ে, পাপিষ্ঠ—পক্ষপাতী! তোর অদৃষ্টে একটিও হইবার নহে। তোর জীবন্ত নরকই সার। বন্দি ভয়ানক চমকিয়া উঠিলেন! দেখিলেন, নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান! ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে! বন্দি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; অমনই চীৎকারপূর্ব্বক মূর্চ্ছায় পতিত হইলেন!

দশম পরিচ্ছেদ।

বীরবর রাজকুমারীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। বীরবর অরুণাভ কারাধ্যক্ষ। কারাগার সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্যই হউক, সমস্তই তাঁর হস্তে ন্যস্ত। অদ্য কারাগারের পূর্ব্ববন্দোবস্তের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। অনেক নূতন নিয়ম স্থাপন হইল। অধীনস্থ প্রহরিগণকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়া নিযুক্ত করিলেন। রাজার কঠোর আদেশে একজন স্থলে দু দুজন, স্থলবিশেষে চারিজনও নিযুক্ত করিতে হইল। দর্শক! আজ যমের কারাগারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ। হায়! বন্দিগণের আর্ত্তনাদ আর শুনা যায় না! দুর্দ্দশা আর দেখা যায় না! আহা! এ বন্দি—কে? ইনিই কি মিহির? দুই দিনে অত পরিবর্ত্তন? চম্পক-দামে অগ্নি-

সেক! আর দুই দিনে ইহাঁর অস্থিরও অস্তিত্ব থাকে কি না সন্দেহ! মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা! সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে মূর্চ্ছা হইয়াছে; রাত্রি প্রহরেক গত, তথাপি চেতনা লাভ হইতেছে না। হায়! এই নাকি শেষ মূর্চ্ছা?—না, না। ঐ যে বন্দি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে; দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জিত করিতেছে। চল? আমরা এখান হইতে সরি। বন্দি কি মনে করিবে? দর্শক প্রস্থান করিল। বন্দি উঠিলেন। নিদ্রার গ্লানি দূর হইতে অর্দ্ধদণ্ড গত হইল; বন্দি স্বভাবপ্রাপ্ত হইলেন! সে কি! এ আবার কি! যেই স্বভাবপ্রাপ্ত অমনই আবার ভাবান্তর? এ যে বিষম ভাবান্তর! উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টি চমকিত! ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার স্থির! বন্দি প্রকৃতিস্থ হইতে অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত গত হইল। ভাবিলেন, এ কোথা! এ যে সুবাস, সুস্নিগ্ধ অলোকময় লোকাতীত রম্য ভবন! শিরীষ-কুসুম কমনীয় সুখশয্যা! নিম্নে আবার স্বর্ণথালায় নানা উপাদেয় খাদ্য! ব্যাপার কি! এ সমস্ত কার জন্য? বন্দি লুপ্তসংজ্ঞাপ্রায়। নিমীলিত চক্ষে চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাবেশ হইল। আবার সেই স্বপ্ন! ফুল ফুটিয়াছে! সমস্তই তোমার জন্য!

"ফুল ফুটিয়াছে!" আবার? বন্দি চমকিয়া একবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন! শরীর স্বেদ-প্লাবিত; রোমাঞ্চ; কদম্ব-কুসুমবৎ শিহরিত! বেপথু! বাতকম্পিত বংশকোরকবৎ! ইন্দ্রিয় অবশ! চিন্তাশক্তির অভাব! বুদ্ধি, কি মন পথ হারাইয়া বসিয়াছে; কে চিন্তা করিবে? তবে চেনা পথ। এ ভুল ভ্রান্তি কতক্ষণ থাকে? ক্রমে সকলেই পথে আসিল। চিন্তার সহ স্মরণশক্তিও সপ্তপদী গমনের ন্যায় ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। বন্দি মনে করিলেন, অসম্ভব নয়; শিবময় শিব-বাক্য, ফুল ফুটিয়াছে! বন্দি মনের সুখে সপ্তম স্বর্গের ফল হাতের মুটে দেখিলেন! কারাগার নন্দনকাননের রঙ্গমহল! খাদ্য, দামোদর ঠাকুরের ফুলসজ্জার জলপানি। বন্দি ফলারে-বামন-রূপ ধরিলেন। ভোজন ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ গুরুতরই হইল। শরীর অলসতায় অভি-

কার করিল। যেমন অলসতা, অলসতা রাখিবার স্থানটিও তেমনই সজ্জিত রহিয়াছে। বুঝি, রূপগর্ব্বিত কন্দর্প বন্দিকে দেখিয়া শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন! বন্দি শয়ন করিলেন। নিদ্রা বিরহিণী কয় দিনের সাধ এক দিনেই মিটাইতে বসিলেন। মিটিলও বটে; ঐ যে নাসিকা তার প্রমাণ করিতেছে। অন্য দিন, রাত্রি যায় না; কত তিরস্কার করা যায়, তথাপিও যায় না। আজ যেন কুলনায়িকার দুর্দিনের অভিসার-বৃত্তির চলন অথবা পলায়ন! রাত্রি ভোর। ঘরে ঘরে ভৈরোঁ আলাপে স্তোত্র গীত হইল; কোকিল প্রভৃতিরা বড় আমোদ করিতেছিল; এমন সময়ে ক্রোধান্ধ চিরবৈরী কাকেরা দলে দলে আসিয়া, কাহাকা, কাহাকা শব্দে ডাকিল! অমনই সমস্ত নিঃশব্দে পলায়ন করিল! ক্রমে সূর্য্যের প্রকাশে জীব জন্তু সকলেরই নয়ন প্রকাশিত হইল। বন্দিগণ জাগিল। কই,—আমাদের মিহির কোথা? তিনি কি এখনও সেই সুখনিদ্রায় বিচেতন? হায়! সে সুখনিদ্রার সুখসামগ্রী যে তিরোহিত হইয়াছে—এত বেলা জানিতে পারেন নাই? অথবা যে কীটজড়িত জীর্ণ কম্বল, জানিতে আর বিলম্ব হইবে না! বস্তুতঃ তাহাই সত্য। কীটদংশনে বন্দি শরীর কণ্ডূয়ন করিতে করিতে জাগ্রত হইলেন। জাগিয়া আবার মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কি! এ কি! আবার! আবার সেই প্রেতাগার নরক? আবার সেই সর্পজিহ্বাময় কাল শয্যা? কি হইল! স্বপ্ন দেখিলাম? স্বপ্নের অত স্থায়িত্ব, অত অস্তিত্ব? অসম্ভব! সেই গুরু ভোজনের লক্ষণ, সেই কুসুম চন্দন কতক এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; কি করিয়া আকাশকুসুম মনে করিব? শুনিয়াছি, রাক্ষসী-মায়া অতি অদ্ভুত ব্যাপার! তবে আদ্যোপান্ত সমস্তই কি সেই মোহিনী মায়ার প্রভাব? যে আশায় জীবন শেষ হয় নাই, তাহাও কি সেই মায়া-প্রসূত মরীচিকা! বন্দির মাথা ঘুরিল! কিন্তু আশা অনন্তরূপিণী! সংপ্রতি প্রসারণীরূপে মস্তিস্কে প্রবেশ করিয়া ঘুরণি পোড়নি সমস্ত থামাইয়া দিলেন! বন্দি ভাবিলেন, সকলই সত্য,

শিববাক্য! তবে ভাগ্য সম্যক্ খোলে নাই, তাই সকল অবস্থায় সেই স্বর্গীয় সুখ উপভোগের সময় হইতেছে না। নিদ্রার সময় নিশ্চিতই সেই সুখের সীমান্ত দেশ লাভ করিতে পারিব। এক্ষণে নিদ্রা দেবী নিগ্রহ না করিলে হয়!

অদ্য আবার বন্দি নিদ্রা দেবীর অনুগ্রহার্থী হইয়া মানস-পূজা আরম্ভ করিলেন। বেশী গরজে কার্য্যের ব্যাঘাত। যতই যত্নবান্, কার্য্যে ততই ব্যবধান! কিন্তু পাশ্চাত্য ফল মন্দ নহে, রীতিমত তাহা ফলিল। আবার নিদ্রাবসানে গত নিশির সেবা সমস্তই ঘটিল! অন্তস্থ লইবার জন্য মন এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়াছিল; কিন্তু বন্দি সন্দিহান হইয়া নিবারিত করিলেন। স্বর্ণমৃগের অন্তস্থ লইতে সীতার কি দশা ঘটিয়াছিল, স্মরণ হইল! মোহিনীর অন্তস্থে, শুম্ভকে তো অন্তকালেই পতিত হইতে হইয়াছিল! পাখীরা ফাঁদ দেখিয়া বড় সুখী! বন্দি আর হাত পা নাড়িলেন না। কয় দিন এই ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মানবপ্রকৃতি কয় দিন স্থির থাকিবে? জানিতে ইচ্ছা জন্মিল। এ ইচ্ছা অনিবার্য্য! বন্দি আজ কপট নিদ্রায় থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সময়ের ঘটনা, ইচ্ছার বিপরীত ফল। বন্দি নিদ্রাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তবু ভাগ্য! ব্যাপারের মধ্য সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন,বিগত ঘটনা সমস্তই বিদ্যমান! অধিকন্তু যাহা দেখিলেন,তাহাতে চক্ষুস্থির! অষ্টাদশবর্ষীয়া একটি সুন্দরী কামিনী নম্রিতমুখে উপাদেয় খাদ্য সকল শৃঙ্খলামত রাখিতেছেন। এও তো ফুল ফুটিয়াছে! বন্দি একবার করিয়া, দুইবার করিয়া, মনে চক্ষে মিলাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক দেখিলেন, এ—আর সে—অনেক বৈষম্য! এটিও গোলাপ বটে, কিন্তু একটুকু কেটো কেটো কাট্ গোলাপের ভাব। তথাপি অমানুষিক রূপ। ব্যাপারও অমানুষিক!

স্বপ্ন? না—প্রকৃত?—রাক্ষসী-মায়া? না—শিবের মায়া? রাক্ষসী-মায়া? আমি তো রাক্ষসগৃহেই পালিত; কই, কখনই তো দেখি নাই? সে কেবল কথার কথা মাত্র। এ দৈবী মায়াই সত্য! যাহাই

হউক, ছাড়িব না। হাতে পাইয়াছি, ছাড়িব না। তখন ঈষৎ ভয়-বিস্ময়-মিলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? রমণী ঈষৎ চমকিয়া মুখ তুলিল! লাবণ্যবিলোলিত বিশাল চক্ষু বন্দির চক্ষু চাপিয়া বসিল। বন্দির ভয়, বিস্ময়, কৌতূহলবিমিশ্র মুখশ্রী দর্শনে ঈষণ্মাত্র হাসিল। হাসি গোপনজন্য চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া স্বীয় বক্ষ পানে আনিল; কথা কহিল না। যতই গোপন কর না কেন, মিহিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়াইল না! সে ভাবে কৌতূহল, সাহস আরও বাড়িল। বলিলেন, তুমি যেই হও, বোধ হয়, বিনা পরিচয়ে দুঃখীকে দুঃখ দিবে না। নিদাঘের চাতক মুমূর্ষু। রমণী এ বার নিরুত্তর রহিল না; নমিতমুখে বলিল, আমি দাসী।—

বন্দি। তুমি দাসী? কার দাসী?—পার্ব্বতীর দাসী?

রমণী। পার্ব্বতী কে, জানি না।

বন্দি। পার্ব্বতী, পর্ব্বতরাজপুত্রী, হরমহিষী।

রমণী। আমি তাঁর দাসীর দাসী।

বন্দি। পার্ব্বতীর দাসী কে?

রমণী। আজ তা জানিবার সম্ভাবনা নাই। সময়ান্তর জানিতে পারিবেন।

বন্দি। আমার কি আর সময় আছে?—

স্বরে বুঝিয়া রমণী চমকিয়া চাহিল। দেখিল, বন্দির চক্ষে জল আসিয়াছে। সে জল সর্প-উদ্গারিত হলাহলবৎ রমণীর বিদারিত বক্ষে লাগিল। কাতর স্বরে বলিল, সময় আছে। আপনি নিশ্চিন্তে এক্ষণকার কাজ দেখুন। দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; আমি চলিলাম। রমণী বিদ্যুদ্বৎ বেগে চলিয়া গেল।

বন্দি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তপরে মনে হইল "সময় আছে।" আশার কথা! বন্দি নিরাশ হইলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ হিরণ্যাক্ষ সভামণ্ডপে রত্নময় সিংহাসনে অধ্যাসীন। পার্শ্বভাগে সুধীবর। মন্ত্রিগণ দক্ষিণ ও বামভাগে তুল্যাসনে উপবিষ্ট। কর্ম্মচারিগণ পদোচিত পৃথক্ পৃথক্ আসনে আসীন। সভাসদগণ,পারিষদ সমূহ ও দর্শকবৃন্দ যথাস্থানে উপবিষ্ট। সমস্ত গৃহতল বিচিত্র মসলন্দে শোভিত। রক্ষিগণ স্ব স্ব বেশে প্রতি দ্বারে দণ্ডায়মান। বন্দীগণ বন্দনা করিতেছে, বৈতালিকেরা নিয়মিত স্তোত্র পাঠে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছে। ভট্টগণ কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলের মন হরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা বেদপারায়ণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এমন সময়ে সিংহদ্বারে বিজয়ঘণ্টা নাদিত হইল। নিয়মানুসারে সকলেই বুঝিল, কোন স্থান হইতে কোন দূত আগমন করিতেছে। সভা নীরব হইল। দেখিতে দেখিতে এক জন শুভ্র-উষ্ণীষধারী দূত আসিয়া রীতিমত সভাপ্রবেশ করিল, এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া ক্রমে তিন বার উচ্চারণপূর্ব্বক রীতিমত অভিবাদন করিয়া পদোচিত আসনে উপবেশন করিল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর দূত রাজপ্রসাদ লাভজন্য যুগ্ম করে প্রভুর লক্ষ্যস্থানীয় হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সমঞ্জস! কুশলে আছ?

দূত। প্রভুর চরণ-প্রসাদে এ দাস কুশলী।

রাজা। তুমি মানগড় হইতে কখন্ প্রত্যাগমন করিলে?

দূত। মহারাজের আদেশমত এ দাস মানগড় হইতে এই মাত্র প্রত্যাগমন করিল।

রাজা। রাজা অরুণাক্ষ কুশলে আছেন?

দূত। ঈশ্বরেচ্ছায় মহারাজ অরুণাক্ষ সপরিবারে কুশলে আছেন

রাজা। অরুণাক্ষের রাজধানী কিরূপ দেখিলে?

দূত। মহারাজ! অতি সুন্দর; মানগড় অতি মনোরম্য স্থান!

রাজা। রাজা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?

দূত। রাজাদিগের কর্ত্তব্যানুরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন। আমি সভাপ্রবেশ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া পরিচয় বিজ্ঞাত করিলাম, মহারাজ আমাকে পদোচিত আসনে উপবেশনজন্য অনুমতি করিলেন। আমি পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া আসনপরিগ্রহ করিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পরে তিনি শান্তভাবে মহারাজের শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক এবং পারিবারিক সমস্ত কুশল সংবাদ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও যথাযথ বর্ণন দ্বারা নিবেদিত হইলাম।

রাজা। মিহিরের কোন সন্ধান পাইলে ?

দূত। মিহির মানগড়ে প্রকৃতই বন্দী হইয়া আছেন।

রাজা। মিহিরের মুক্তিসম্বন্ধে প্রস্তাব হইল ?

দূত। হাঁ, প্রস্তাব হইল। বলিলাম, আমাদের মিত্ররাজপুত্র মিহির নিরপরাধে মহারাজের কারাগারে বন্দী হইয়া আছেন। আমার আগমনের হেতুই তাঁহার মুক্তি।

রাজা। রাজা এ কথায় কি উত্তর করিলেন ?

মহারাজ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, বন্দী গুরুতর অপরাধী, প্রাণদণ্ডের অপরাধ। তাহার জীবনরক্ষাতেই বিস্তর ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে। রাজধর্ম্মানুসারে তার জীবনে আর মুক্তি নাই। আমি বলিলাম, রাজার ইচ্ছায় সমস্তই হইতে পারে। রাজা বলিলেন, পারে বটে ; কিন্তু সুধীবরের পুত্রের উপায় নাই, সুধীবর আমার পরম শত্রু।

রাজা হিরণ্যাক্ষ দূতের কথাবসানে সুধীবরের মুখ পানে চাহিলেন। সুধীবর অতিশয় বিষন্ন! মিত্রবরের বিষন্নভাবে নিজেও মনে মনে ক্ষুন্ন হইলেন! পুনরপি দূতপ্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজার ঐরূপ কথায় তুমি কোন উত্তর করিলে না ?

দূত। হাঁ, আমি উত্তর করিয়াছি। বলিলাম, মহারাজ! দাসকে ক্ষমা করিবেন। এ কথা মহারাজের সদৃশ মহৎ ব্যক্তির বলা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, বলিতে পারি না। সুধীবর আপনার জীবনের শক্র ;

তাঁহার পুত্র বালক। বালকের প্রতিদণ্ডবিধানে সেই বৈরতার প্রতিশোধ করা হয়? ইহা কি পৌরুষ বাক্য? আমি এরূপ বলিলে পর রাজা অনেক সময় পর্য্যন্ত কি চিন্তা করিলেন। মুখশ্রীতে বোধ করিলাম, রাজা আমার কথায় লজ্জিত হইয়াছেন, এবং কর্ত্তব্যতা বিষয়েও ইতস্ততঃ বিবেচনার মধ্যে পড়িয়াছেন। বস্তুতঃও তাই; প্রায় মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর বলিলেন,বন্দী বালক বটে; মুক্তি দিতে অসম্মত নহি; কিন্তু তোমাদিগকে রীতিমত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। আমি বলিলাম, উচিত কার্য্যে ক্ষমা কেন? রাজা বলিলেন, উচিত অনুচিত বিচারাধিকার আমার। ক্ষমা ভিন্ন বন্দীর মুক্তি নাই। আমি বলিলাম, অকারণ বিবাদ উভয় পক্ষেরই শুভাশুভ আশঙ্কা। রাজা বলিলেন, এ তো গুরুতর কারণ, অকারণ বিবাদেও আমি কুণ্ঠিত নহি। তুমি যাও, তোমাদের রাজাকে বল, তিনি বিবাদ দ্বারা বন্দীর মুক্তি করুন।

মহারাজ! কনিষ্ঠ মহারাজ এরূপ বলিলে পর আমি আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। সমস্ত নিবেদন করিলাম; এক্ষণে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মহারাজের বিবেচনাধীন।

রক্ষরাজ হিরণ্যাক্ষ ক্ষণকাল স্তম্ভিতপ্রায় থাকিয়া বলিলেন, আমি জানি, অরুণাক্ষ শিশুকাল হইতেই অতিশয় বিবাদপ্রিয়। সহজে কিছু হইবার নহে।

সুধীবর। এক্ষণে উপায় কি? না, আর'ও একবার দূত প্রেরণ করা যাইবে? বিবাদে জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা।

হিরণ্যাক্ষ সুধীবরের মুখপানে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিলেন! ক্ষণপরে কহিলেন, মিত্র! অন্যরূপ মনে করিতেছ কেন? মিহির তোমার; আমার নয়? মিহিরের জন্য প্রাণ সামান্য;—পৃথিবী ত্যাগ স্বীকার। মিহিরের তরে আমি কনিষ্ঠ অরুণাক্ষকে ক্ষমা করিব না। বিশেষতঃ এক জন যুদ্ধার্থী হইলে রাজধর্ম্মানুসারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; অন্যথা, নিরয়গামী হইতে হয়! যদি পিতাও যুদ্ধার্থী হন, পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণ করিবে! ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মৈত্র! তুমি

এই মুহূর্ত্তেই সেনাধ্যক্ষকে সেনানিবেশ করিতে আদেশ কর ; সে যেন তুরগী, ধানুকী, পদাতি প্রভৃতি সৈন্য সকলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া হয়, হস্তী, রথাদি সহ অদ্যই ভীমার অপর পারে গমনপূর্ব্বক শিবির সংস্থাপন করে। মৈত্র! ত্বরায় গমন কর। আমি অন্তঃপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যেন কোন বিষয়েরই অসামঞ্জস্য না দেখি। দেখিও, সাবধান! আমার আদেশ অপালনীয় না হয়। রক্ষরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া সভাভঙ্গের আদেশ করিলেন, এবং তদ্দণ্ডেই অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একটি কিশোরবয়স্কা কামিনী শয্যায় পড়িয়া বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। শৈবাল, পদ্ম, পদ্মকোরক, আরও কত কি, কে এলায়ে রাখিল? ভাল নিকটে যাইয়া দেখি না? আর দেখিব কপাল! যা ভাবিয়াছি তাই—ঈশ্বর যারে চিরদিনের জন্য কাঁদাইতে রাখিয়াছেন, সেই জন্মদুঃখিনী ক্ষণা! আসুন! আমাদের সিতপক্ষীয় মধুময়ী বাসন্তী ক্ষণদা? চাঁদের প্রিয়সহচরী ক্ষণদা? ও কি ক্ষণদা? আজ ক্ষীরদাসুন্দরীর ন্যায় ক্ষীরদশায়িনী কেন? কৈশোরসম্পন্না তপস্বিনী শৈলরাজ-বালার ন্যায় অশ্রুপ্লাবনে অবগাহিতা কেন? কেহ কিছু বলিয়াছে? না, কেহ রাগ করিয়াছে? সে কি! তোমার উপর রাগ? মাধবীমুকুলে উষ্ণ-জল-সেক? কথায় শুনি পাষাণ গলে! বাস্তবিক তুমিই গলাইয়াছ! তোমার উপর রাগ? এ কথাই অসৃষ্টি! ভাল, ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে কি?—আছে বই কি। ঐ যে বক্ষোপরি হাতে চাপা, ওখানি পত্র নয়? ক্ষণদে! পত্রখানি সহজে দিবে? না, জোর করিয়া লইব? বোধ হয়, প্রেম-পীড়িত দুর্ব্বল শরীর; কান্নায়ও

দুর্ব্বলতা জন্মায়। তুমি জোরে পারিবে না, কখনই পারিবে না। ক্ষণদা বুঝিল; পত্র সহজেই ছাড়িয়া দিল।

পত্র।

"মিহির! জ্ঞানের মিহির! তুমি যে হতভাগিনী জ্ঞানীরও প্রাণের মিহির, তা কি কখনও জানিতে পারিয়াছ? তুমি যে এই নির্ম্মমা রাক্ষসীর বক্ষের মধ্যমণি, সীমন্তের ধ্রুবনক্ষত্র, জীবনের প্রধান আশ্রয়-রত্নাকর, তা কি কখনও বুঝিতে পারিয়াছ? যদি বুঝিয়া থাক, তবে বিস্মৃত হও! ঈশ্বর তোমায় বিস্মৃত করুন! তুমি আমার প্রাণেশ্বর, আমি তোমার দাসী, এ কথা মুখে বলিয়া ইহজন্মে জানাইতে পারিলাম না। অন্তরের তুফান অন্তরেই লয় করিলাম! কেন করিলাম? কেবল পরিণামের মঙ্গলজন্য। কদলী তরু ছেদিত হইয়া জন্মান্তরে যেমন বর্দ্ধিষ্ণুতা লাভ করে, আমিও তেমনই করিব! জন্মান্তরে ভুজলতাকে তোমার কণ্ঠাশ্রয় করাইয়া, মুখের কাছে মুখ নিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিব, তুমি আমার প্রাণেশ্বর! কিন্তু ইহজন্মে পারিলাম না! কেন পারিলাম না? আমি তোমার একা দাসী নহি; তুমিও আমার একার প্রাণেশ্বর নও। তোমার অন্য দাসী, অন্য প্রেয়সী আছে। সে—কে? সে আমার প্রাণের ক্ষণা! আমার মমতার প্রতিমা! আমি তার সুখের কণ্টক হইব? আমি কি সত্য সত্যই নির্ম্মমা রাক্ষসী? যদি বল, ক্ষণা কি অত হিংসা-দ্বেষপরায়ণা? ছি, ছি! সে কি কথা! নবনীতে কটুত্ব! শান্তিকুম্ভে উষ্ণ জল? অসম্ভব! ক্ষণা প্রেমের পবিত্র ছবি! ক্ষণা দুই দিক হারাইয়া বসিয়াছে! এক দিকে প্রতিজ্ঞা, এক দিকে দিদি! সেও মনে করিবে, আমি দিদির পথের কণ্টক হইব? সে তো আর আমার মন ঠিক্ জানে না? প্রতিজ্ঞাও তার পোষকতা করিবে। ক্ষণা নিশ্চিতই প্রাণত্যাগ করিবে! হায়! ক্ষণার প্রাণত্যাগ! এ কথা আমার মুখে! আমি পাপিনী! ঈশ্বর! ক্ষণার প্রাণ রক্ষা করিও। অথবা এ প্রার্থনা আমার বাহুল্য। ইহজগতে ক্ষণা তোমার সৃষ্টি-মাহাত্ম্যের একটি

প্রধান সামগ্রী! তথাপি বলি,—মনের টানে বলি, ক্ষণাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও। আমার উপায়—আমি—

জ্ঞানদা।"

এই এক মাসের ভিতর জ্ঞানদা এরূপ প্রায় শত পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু যেমনই উৎপত্তি, তেমনই লয়; লিখিয়া এক দণ্ডও রাখেন নাই, তখনই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। এ খানি অনবধানতায় উপাধানের নীচেই পড়িয়াছিল। জ্ঞানদা ও ক্ষণদার থাকিবার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ঘর আছে বটে, কিন্তু সামান্য জ্ঞানটুকু হওয়া অবধি একটি দিনের জন্যও তাঁহারা পৃথক্ স্থানে নহে। আকাশের অরুন্ধতী তারা; কি করিয়া পৃথক্ থাকে। কিন্তু সাময়িক লীলা অচিন্তনীয়! আজ এক পক্ষের কিঞ্চিৎ অধিক হইল, ওই তারা দুটি ছুটিয়া আকাশের উভয় প্রান্তে যেন উভয় স্থান লইয়াছে। ইহার অন্যবিধ কোন একটি কারণ কেহ মনে করিবেন না; প্রেম-পীড়িত জনের নির্জ্জনপ্রিয়তাই ইহার নৈসর্গিক কারণ। এ দিন কি ভাবিয়া ক্ষণদা দিদির কক্ষে গমন করিলেন। জ্ঞানদা সুন্দরী ঘরে নাই। মন একটুকু বেসুখ করিল! দিদির প্রতীক্ষায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। রুচিভঙ্গে অঙ্গেও একটুকু অবসাদ যেন আসিল; পর্য্যঙ্কে যাইয়া শয়ন করিলেন। স্বাভাবিক শয়ন নহে; শয্যায় বক্ষ চাপিয়া রহিলেন। আরও বিলম্বে হাত বাড়াইয়া উপাধানটি আনিয়া বুকে দিলেন। এই সময়ে পত্রখানি বাহির হইয়া হাতে পড়িল! কয়টি অক্ষর দেখিয়া বক্ষ আলোড়িত হইতে লাগিল! পত্রখানি অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না; অতি কষ্টে সেই দুই পা চলিতে পাঁচ বার পাদস্খলন হইল! পরে স্বীয় প্রকোষ্ঠে পঁহুছিয়াই এই দশা-প্রাপ্ত! শূলাহত কোকিলা যেমন চীৎকার করিয়া উঠে, পত্রপাঠান্তর ক্ষণদার মুখেও সেইরূপ চীৎকার ফুটিল!

পক্ষ-বিদ্ধ হইলে কোকিলা মূর্চ্ছায় পতিত হইল! না মারিলে—মরিত না। ব্যাধ মারিল; সুতরাং মরিল। ক্ষণাও আহত! কেহ

মারিল না; তাই মরিল না। এ যাবৎ মূর্চ্ছাতেই মৃতপ্রায় ছিলেন; চেতনা পাইয়া আবার মরণাধিক যন্ত্রণাগ্রস্ত হইল! হায়! এই হইল? আমি দিদির শত্রু? যাঁর স্নেহলতায় জড়াইয়া জীবন এত দিন আছে; সেই জীবনে, সেই দিদির শত্রু? মৃত্যু! তুমি কোথায়? আমায় গ্রহণ কর। বলিতে বলিতে আবার মূর্চ্ছা! না, এ মূর্চ্ছাও অল্পে ভাঙ্গিল! দেখিতে দেখিতে উঠিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, আমি মরি নাই? মৃত্যু আমাকে লইল না? অথবা মরি নাই, ভালই হইয়াছে। মরিলাম তো দেখিয়াই মরিব; নহিলে মরণে সুখ কি? কিন্তু থাকিবও না। দিদির হৃদয়ের শল্য হইয়া এক দিনও নয়! দিদি আমার জন্য প্রাণ দিতে জানে, আমি জানি না? দেখি, আগে কে মরে?—

আজিকার দিনটি ভাল! এ ঘরে ক্ষণদা কাঁদিতেছেন; ও ঘরে জ্ঞানদাও লুকাইয়া লুকাইয়া চোকের জল ফেলিতেছেন; আবার রাণীর ঘরে রাণী রাজার পায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন! বন্যার জল, পর্ব্বত-ঝরণার জল, মেঘের জল—তিনের সংমিশ্রণ! প্রয়াগের প্রবাহ উপস্থিত হইল! রাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, মহারাজ! ক্ষান্ত হউন। দাসীর কথায় কর্ণপাত করুন। যুদ্ধবিগ্রহে সন্ধিই একমাত্র শান্তি। বিশেষতঃ এ স্থলে সন্ধি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শত্রু দিন দিনই প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে আশার অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, তৃতীয় যুদ্ধে সে অঙ্কুর একেবারেই উন্মূলিত করিয়াছে! আমাদের প্রধান ভরসার স্থল ভীমগড়—তাহাই অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে আর কি আছে? এক-তৃতীয় অংশ সৈন্য আছে কি না সন্দেহ। বিপক্ষের সৈন্যসঙ্খ্যা স্বভাবতঃই চতুর্গুণাধিক; তাহাতে জয়ের পক্ষ, কোন প্রকারেই জয়ের আশা নাই। সন্ধিই আমাদের জয়। তাই বলি, পদানত হইয়া বলি,—হিংসা, দ্বেষ, অভিমান ত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপনে উদ্‌যোগী হউন। বিপক্ষ তাদৃশ প্রবল হইয়াও অদ্যাপি সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন। আমার নিশ্চিতই

বোধ হইতেছে, জ্যেষ্ঠ মহারাজ এ যুদ্ধ ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছেন না। তিনি ভ্রাতৃস্নেহ এখনও বিস্মৃত হন নাই। হইলে এখনও সন্ধির প্রস্তাব কেন? তাঁহার অভাব কি? তিনি সর্ব্বাংশেই সমধিক প্রতিভাশালী। কনিষ্ঠের অবমাননাই এ বিসম্বাদের প্রধান হেতু। মহারাজ! মুখরা দাসীরে ক্ষমা করিবেন। জ্যেষ্ঠের অবমাননায় কোথাও মঙ্গল নাই। দুর্য্যোধন কর্তৃক জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অবমাননায় কি বিষময় ফলোৎপাদন হইয়াছিল, জানেন? সে তো প্রত্যক্ষ স্পষ্টতঃ প্রমাণ! প্রকারান্তরেও কত সর্ব্বনাশ সমুৎপাদন হইয়া থাকে! রাম-নির্ব্বাসনে কনিষ্ঠ ভরতের লেশমাত্র দোষ ছিল না, অথচ প্রকারে তিনিই সকল সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ হইলেন! দোষের সংস্পর্শ যে ভাবেই হউক না কেন, যেমন পদাঙ্গুলির সামান্য ক্ষতে কুশাগ্র শিশিরবিন্দু-পরিমিত কালকূট সংস্পৃষ্ট হইয়া আপাদমস্তক সমস্ত নষ্ট করে; গুরুদ্বেষ্য দোষও তেমনই; অথবা ততোহধিক। আশীবিষ-দংশনে দংশিতেরই বিনাশ; ঐরূপ দোষ বিসর্পের পরিদংশনে বংশপরম্পরাও বিনষ্ট হয়। নাথ! ক্ষান্ত হউন। ক্রোধে যিনি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন, তিনিই বিজয়শ্রী লাভ করেন। আপনি এমন সুদুর্লভ পরম বস্তুর পরিহার করিবেন না! প্রণয়ই ধর্ম্ম, প্রণয়ই সুখ, প্রণয়ই মোক্ষ। জীবনে প্রণয়ের ন্যায় আরাধ্য ও মহার্ঘ বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। রামায়ণে, মহাভারতে ভ্রাতৃভাব দেখুন! রাম ও ভরত ভিন্ন গর্ভসম্ভূত। রাজাদিগের এরূপ স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিভাবই অধিকাংশ দৃষ্ট হয়। পিতা রাজ্য দান করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রও রাজ্যভার-গ্রহণজন্য কায়মনে অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মা ভরত শেষ কোন প্রকারেই জ্যেষ্ঠের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক মাতামহ-আলয়ে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অভিষেকের পূর্ব্বদিনে পিতৃসন্নিধান হইতে আসিয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! বড় শুভ সংবাদ; পরমারাধ্য পিতা আজ্ঞা করিলেন, কল্য আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন; তুমি যুবরাজ

হইবে! শ্রুতমাত্র লক্ষ্মণের পবিত্র মুখ-কান্তিতে হর্ষের জাজ্বল্যমান মোহন-মূর্ত্তি মিশিয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই ভিন্ন ভাব! সেই হর্ষোজ্জ্বল-মুখচন্দ্র বিষাদ-রাহু গ্রাস করিয়া বসিল! রাম চমকিত হইয়া বলিলেন, বৎস, সে কি! অকস্মাৎ তোমার এরূপ হর্ষবিষাদের কারণ কি? লক্ষ্মণ করযোড়ে কাতরবচনে বলিলেন, আর্য্য! অগ্রজ ভরত বর্ত্তমানে এ দাস কি করিয়া তাঁহার পদ গ্রহণ করিবে! রাম মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি বালক; তাই এরূপ বলিতেছ। ভরত আমি অভিন্ন; ভরত আমার পদ পাইবার যোগ্য। যুবরাজ তুমিই হইবে। মেঘ কাটিয়া গেল; লক্ষ্মণের মুখচন্দ্র পূর্ণায়তনে প্রকাশ পাইল। নাথ! দেখুন দেখি, কি চমৎকার ভ্রাতৃভাব! জ্যেষ্ঠের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ভীমার্জ্জুন তা ছাড়া বৈমাত্রেয় নকুল সহদেব, অম্লানবদনে নির্ব্বিকারচিত্তে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার না করিয়াছেন? আহা! এই অমানুষিক স্বর্গীয় ভাব প্রলয়কালেও বিলুপ্ত হইবার নহে। মহারাজ! তাই বলি, জ্যেষ্ঠের সম্ভ্রম রক্ষা করুন। যাহাতে ইহপরলোকে সকল সময়ে শ্রেয়ঃ হইবে। বিবাদে রক্ষা নাই, শত্রু শতগুণে প্রবল।

রাজা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নতশিরে, স্থিরকর্ণে মহিষীর সমস্ত কথা শুনিলেন; শুনিয়া শুনিয়া ক্ষণকাল তাঁহার অন্তঃকরণ শান্তির পথে বিচরণ করিতেছিল। শান্তির পথে বিস্তর কাঁটা মন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রের অবসানে কাল-ভুজঙ্গম আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন আরক্তলোচনে ক্রোধসন্তপ্তবচনে বলিলেন, রাণি! ক্ষান্ত হও। এই বিষদিগ্ধ-শল্যবিদ্ধ বক্ষঃস্থলের বিন্দুমাত্র রক্তও যাহাতে সংস্রব হইবে, সেও কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে না; তুমি তাহা বিস্মৃত হইলে? ওঃ—পাপাত্মা সুধীবর! যার চক্রান্তে পৈতৃক সূচ্যগ্র ভূমির অধিকারিত্বে পর্য্যন্ত আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তাহারে বিস্মৃত হইব? যত দিন পাপাত্মার মেরুদণ্ড কোদণ্ড দ্বারা খণ্ড খণ্ড না করিতে পারিব, যত দিন দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি-প্রসূত হৃদয়তল হলসদৃশ নখরে বিদারিত

করিয়া শোণিত পান করিতে না পারিব, তত দিন আমার দারুণ তৃষা—ঈর্ষানল নির্ব্বাণ হইবার নহে! আমার সৈন্যবল অল্প, কিন্তু শারীরিক বলে আমি কুণ্ঠিত নহি। সহস্র সহস্র মক্ষিকা একদা সুপ্ত সিংহকে আক্রমণ করে; কিন্তু সিংহের সামান্য ভ্রূক্ষেপেও, অথবা ঈষৎ কর্ণ-চালনে সকলে উড়িয়া পলায়। এ স্থলেও ঠিক্ তেমনই ঘটিবে। রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞানলে নাগকুল যেমন আকর্ষিত হইয়াছিল, যুদ্ধ-কালীন আমার রোষানলে শত্রুদলও তেমনই আকর্ষিত হইয়া দগ্ধাব-শেষ হইবে। রাণি! যাও, আর আমাকে পৌরুষকারবিহীন ব্যাপারে উপদেশ দিতে এস না। আমি স্ত্রীলোকের বাক্যে স্ত্রীজাতির ন্যায় অবগুণ্ঠনে থাকিতে পারিব না। যুদ্ধ আমার বাল্যক্রীড়া। বলিতে বলিতে অরুণাক্ষ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

শুনা যায়, প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য একদা উদিত হন; অথবা দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া এক সূর্য্যই প্রকাশ হন। বোধ করি, তৎকালীন সে বিষম উত্তাপে একান্তপতিগতপ্রাণা পদ্মিনীকেও পতি-বিয়োগ-বাঞ্ছিতা বলা যাইতে পারে। কাদম্বিনীর চক্ষু আর পতি-পানে দাঁড়াইতে পারিল না; ভয় পাইল। রাজীব চক্ষুর সজীবতার যেন অভাব জন্মিল। অর্দ্ধমুহূর্ত্তপরে জানি না, কি প্রক্রিয়ায় আবার তাহাতে যেন অল্প অল্প করিয়া জীবনীশক্তির সঞ্চার হইল। অল্প অল্প প্রকাশ পাইয়া পূর্ণবিকাশ হইল। এবার নিঃসঙ্কোচে চাহিয়া বলিলেন, প্রাণেশ্বর! দাসীর প্রগল্‌ভতায় ক্ষমা করিবেন; এই যুদ্ধে আমাকে সঙ্গিনী করিয়া লইতে হইবে। আমার কি দশা হইবে? আমার জগতে কি রহিল? আমার—আর—আমার—

রাণী আর বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল! দুই হাতে চক্ষু চাপিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা নিস্তব্ধ গম্ভীর, অতল হ্রদের ন্যায় স্থির গম্ভীর! অম্বুবাহিনী কাদম্বিনীর ন্যায়, রাণী কাদম্বিনীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল! প্রায় মুহূর্ত্তকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে শান্তভাবে বলিলেন, রাণি!

তুমি কি চাও? আর আমার সহ্য হয় না; কি চাও, বল? রোদনে ফল নাই, বল? রাণী অঞ্চলে অশ্রু মোচন করিয়া গদগদ-স্বরে বলিলেন, সন্ধি।—

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে!. সন্ধি কি করিয়া হইবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুধীবরের পুত্রকে জীবনান্তেও ছাড়িব না।

রাণী। (ধীরে ধীরে) সে যে কাহারও ছাড়িবার বস্তু নহে।

রাজা ভয়ানক চমকিয়া রাণীর মুখপানে অতিশয় তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন! অর্দ্ধদণ্ডমধ্যে সে দৃষ্টি ফিরিল না! পরে ধীরে অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! এ কথার অর্থ কি? শত্রুপুত্র কাহা-রও ছাড়িবার বস্তু নহে! এ কথার তাৎপর্য্য কি? তোমার বলার ভঙ্গী কোন গূঢ় তত্ত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কি হইয়াছে, বল?

রাণীর কোমল হৃদয় এবারে একেবারেই গলিয়া গেল! মুখে কথা বাহির হইল না! মাত্র উর্দ্ধে চাহিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন। অর্থাৎ বিধাতাকে জিজ্ঞাসা কর।

রাজা ভাবে বুঝিয়া বলিলেন, আমি অজ্ঞান, কিছু বুঝি না, তুমি বল? ত্বরায় বল?

রাণী শোকবিগলিতস্বরে বলিলেন, বলিব? দাসীর কথা শুনি-বেন? ও কথার অর্থ যথার্থ শুনিবেন? তবে শুনুন।—এই বলিয়া মহিষী কোমল বাহুবল্লী স্বামীর স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক চাঁদপানা মুখখানি কাণের কাছে নিয়া অতি গোপনে কি কয়টি কথা বলিলেন। বলিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; যেমনই বলিলেন, অমনই ছুটিয়া যাইয়া শয্যোপরি পতিতা হইলেন! রাজা বজ্রাহত, নিঃশব্দ. নিস্পন্দ! নির্জ্জীব দেহের ন্যায় ক্ষণকাল চেষ্টাশূন্য! কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনশীল, পরমুহূর্ত্তেই ভিন্নভাব! নির্জ্জীব দেহ সজীব হইল! রাজা গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন, মহিষি! নিশ্চিন্ত হও। আমি বিবেচনাপূর্ব্বক কল্য তোমার কথার সদুত্তর দিব। এক্ষণে বিদায় হইলাম। এই

বলিয়া আর তিষ্ঠিলেন না; অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া মন্ত্রভবনে গমন করিলেন। প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া রক্ষীকে বলিলেন, প্রহরী! দেখিও, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ যেন গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে। রক্ষী কহিল, মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল বিচরণপূর্ব্বক পরে পর্য্যঙ্কোপরি যাইয়া শয়ন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে শয়ন ভাল লাগিল না; উঠিয়া বসিলেন। না, তাও ভাল লাগিতেছে না; নামিয়া দাঁড়াইলেন; আবার ক্ষণকাল বিচরণ করিলেন। কই? হৃদয়ের স্বস্থতা কোথা? একবার শিথিলাঙ্গ; পরক্ষণেই আবার ভীম-মার্ত্তণ্ডাবয়ব! আক্রোশে নয়ন-বাষ্প বিগলিত; দশনে অধর নিষ্পেষিত করিয়া, ওঃ—একেবারেই আত্মার্পণ? মান গেল; সম্ভ্রম গেল; বল-বীর্য্য,মর্য্যাদা সব গেল! একেবারে আত্মার্পণ? জাতি, কুল, ধর্ম্ম, সামাজিকতা, সদসৎবিচার-শূন্য হইয়া; পিতা মাতা, গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া; জাতীয় প্রধানালঙ্কার লজ্জার ব্যভিচারে একেবারেই আত্মার্পণ? অত স্বাধীনতা? হায়! কি পাপিনী কালসাপিনী কন্যা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়াছিলাম! হতভাগিনীরা কোথা হইতে কি করিয়া দেখিল? সে পাপ মনে চক্ষে কি এতই লাগিয়াছিল? ধিক্!—এই তরবারি ধরিলাম! সব উচ্ছন্ন দিব! কলঙ্ক আমার সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া নাচিবে, আমি দেখিব?—তা হইবে না! এই চলিলাম। যমের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি-জন্য চলিলাম। এই বলিয়া অসিহস্তে রাজা ধাঁ করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে যজ্ঞীয় বহ্নিশিখার ন্যায় শরীর কম্পান্বিত! প্রতি ইন্দ্রিয় অনল উদ্গীরণ করিতেছে; প্রতি রোমকূপ বর্ষীয় উষ্ণ বারিবিন্দু বর্ষণ করিতেছে! ক্রোধের কাছে ধৈর্য্য! অগ্নিসমীপে তৃণবৎ হইল! রাজা উন্মত্তের ন্যায় মাত্র দুইবার পাদবিক্ষেপ করিলেন; এমন সময় পশ্চাৎ হইতে যেন কে বলিল, বাবা! বাবা! অন্য কেহ অপরাধী নয়, আমরা অপরাধী, আমাদিগকে বধ কর। রাজা ভয়ানক চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন; চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কই, কিছুই তো নয়? উর্দ্ধে,

দক্ষিণ বাম উভয় পার্শ্বে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কই, কিছুই তো নয়? কি হইল? আর অন্য দিকে চাহিলেন না; এবার চক্ষু নিমীলিত করিয়া হৃদয়ের প্রতি চাহিলেন। এবার দেখিলেন, হৃদয়মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীর যুগলমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া বলিতেছে, বাবা! বাবা! অন্য কেহ অপরাধী নয়, আমরা অপরাধী; আমাদিগকে বধ কর! রাজার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। চক্ষু অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল; কে তাহাতে শান্তিকুম্ভের গঙ্গাজল ঢালিয়া দিল! অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। অরুণাক্ষ অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতে মাথা ধরিয়া অশ্রুজলে ভূমি সিক্ত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শোকাবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে মনে করিলেন, আমি পাপিষ্ঠ; অন্যায় করিয়াছি। আহা! এমন পবিত্র হিরণ্ময়ী! কিরণবালা বালিকার প্রতি দোষারোপ করিলাম! আমরা পুরুষ জাতি, তাহাতে রাজ্যভার। হাজার নিষ্ঠুরের কাজ হইলেও রাজা রাজদণ্ডবিধানে পরাঙ্মুখ নহে। কাজেকারণে, জাতি-গুণ-দ্রব্যে আমাদের হৃদয় নিষ্ঠুরতার সমষ্টি! আমিই কি করিলাম? আমি কেন রাজধর্ম্মের ব্যভিচার করিলাম? যে মূর্ত্তিতে বজ্র গলাইল, সে যে ননীর পুতুল গলাইতে পারিবে না, এ বড় অসম্ভব কথা! হায়! আমার কন্যারত্ন ছাড়া জগতে কি আছে! আমি পাপিষ্ঠ! না! তোমরা রীতিমত কাজই করিয়াছ; দুর্বৃত্ত পিতাকে ক্ষমা করিও। নিমীলিত চক্ষে—অনেক সময় এরূপ ও নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজার একটুকু তন্দ্রাবেশ হইল। তন্দ্রাবেশের স্বপ্ন অতি সুস্পষ্ট! তিনি দেখিলেন, তাঁহার পরম তেজস্বী পিতা অমরাক্ষ সম্মুখে দণ্ডায়মান! অতি কুৎসিত বাক্যে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিতেছেন, কুলাঙ্গার! দাসপুত্রে কন্যাদানের কল্পনা! কুলপাংশুল! তোমার অধঃপতন হউক! স্বপ্ন ভঙ্গ হইল,—অরুণাক্ষ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া অধোবদনে [illegible] লাগিলেন, পিতা যথার্থই বলিয়াছেন! আমি [illegible]; আমার কল্পনা তাইতো বটে! ধিক্! পিতার [illegible] অব-

মাননা? রাজ্য যাক্, ঐশ্বর্য্য যাক্, প্রাণ যাক্, মান যাইতে দিব না! কন্যারা অসন্তুষ্ট হইবেন?—হউন। কন্যারা প্রাণত্যাগ করিবেন?—করুন। অকূলে ঝাঁপ দিলে সুতরাং মরিতে হয়। আর কেনই মরিবেন? পাঁচটি রূপবান্ পাত্রে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; কুমারীগণেরও মন হয়; কিন্তু বিবাহ একটিতেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এজন্য কে কোথা মরিয়াছে? এ হইতে শতগুণে রূপ-গুণ-বিশিষ্ট উচ্চবংশীয় সুপাত্র আনিব। কন্যাদেরও মত্ হইবে। রীতিমত কার্য্যে কেনই বা মত্ না হইবে? হইবে বটে, কিন্তু মিহিরের বর্ত্তমানে সুকঠিন! এক্ষণে কি উপায়ে সেই মিহিরের অবর্ত্তমান ঘটাইব, তাহাই স্থির করা আবশ্যক। অথবা গুপ্ত কারাগারে প্রেরণ করিলেই সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। বীরবরকে অদ্যই আদেশ করিয়া রাখা যাক্,—বন্দীকে কল্যই গুপ্ত কারাগারে প্রেরণ করে, এবং প্রেরণের পূর্ব্বে এ কথা কাহারও কর্ণগোচর না হয়। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তদ্দণ্ডেই জনৈক দূত বীরবরসমীপে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রাজা মন্ত্রভবন ত্যাগ করিয়া বিচারালয়ে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি সার্দ্ধপ্রহর গত। আকাশে শুভ্র মেঘ দ্রুত-বেগে উত্তরাভিমুখে চলিতেছে। জ্যোৎস্না ডুবিয়া ডুবিয়া ভাসিতেছে। চন্দ্রমা এবং তৎসঙ্গে দুই একটি তারাও ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইতেছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর! বড়ই কৌতূহলপ্রদ! মেঘ চলিতেছে, না, চন্দ্রমা দৌড়িতেছে, সহসা ঠিক করা যায় না। রাজকুমারী জ্ঞানদা খিড়্কী-দ্বারে বসিয়া একতান নয়নে দেখিতেছেন। দেখিয়া বড় আমোদ পাইতেছেন। মনে করিলেন, শুনিয়াছি, তারাপতি অনেক মহিলার প্রাণপতি। আবার মহিলাগণও স্বামীর প্রাণপ্রতিমা হৃদয়-তোষিণী

গুণবতী। আজ মাধবী পার্ব্বণ! সমস্ত জীবনতোষিণীগণেরই মন-রক্ষা আবশ্যক, তাই বুঝি চন্দ্রমা অত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়িতে-ছেন! ওঃ!—বহুবিবাহ কি ভয়ানক! কি প্রমাদজনক! অথবা যাহা ঘটনা-স্রোতে ঘটিবেক, কে তাহা নিবারণ করিতে শক্ত? আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়াই বা কি করিলাম? জ্ঞানদা ঘোর চিন্তামগ্ন! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশ্যম্ভাবী, ভাবিয়া সমস্ত অন্ধকার দেখিলেন। সে অন্ধকার দেখিতে ভয় হইল! চক্ষু উন্মীলন করিলেন, কিন্তু ভাগ্যের হাতছাড়া কে হইতে পারে? দেখিলেন, প্রকৃতিও অকস্মাৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন! যে শুভ্র মেঘ আকাশে চরিতেছিল, এক্ষণে সে সকল ঘনীভূত হইয়া ঘন নীল কলেবর ধারণ করিয়াছে! সময় কি পরিবর্ত্তনশীল! যে স্থলে এই মাত্র চন্দ্রকিরণ ভাসিতেছিল; এক্ষণে সেই স্থলে ঘোর অন্ধকার মধ্যে খদ্যোত আলোক! আর ক্বচিৎ দুই একটি বিদ্যুৎ হইতেছে!

জ্ঞানদা স্থিরগম্ভীরভাবে প্রকৃতির চরিত্র দেখিতেছেন, এমন সময় একটি বিদ্যুৎ হইল। তদালোকে দেখিলেন, প্রাঙ্গনে খিড়কীর সম্মুখবর্ত্তী দুই জন উষ্ণীষধারী দীর্ঘকায় বীরপুরুষ। দৃষ্টিমাত্র তিনি কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন! আপা-ততঃ উঠিলেন বটে; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, তাহাতে তাঁহার ধৈর্য্যের হানি হইল না। ভয় অপেক্ষা এক্ষণে বিষয় জানিবার ইচ্ছা অধিকতর জন্মিল। আবার বসিলেন; আবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন। বিদ্যুৎ হইল; কিন্তু ভাগ্যে আর কিছু দেখিলেন না। দারুণ সংশয় রহিয়া গেল! বহু আলোচনার পর স্থির করিলেন, পিতার নিযুক্ত প্রহরিগণই হইবে। অধিক আলোচনারও সময় নাই; এ সময় ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে মনের ভিন্ন অবস্থা জন্মা-ইল। চারি দণ্ড কাল মূষলধারে বর্ষিয়া ক্ষান্ত হইল। আবার খিড়-কীর প্রাঙ্গনে পদশব্দ! সে কি! সে কি! আবার? আবার নাকি তাই? জ্ঞানদা চমকিয়া খিড়কী দিয়া মুখ বাহির করিলেন; ঈশ্বরের

ইচ্ছায় পুনরায় বিদ্যুৎ হইল; কিন্তু কিছুই দেখিলেন না। আবার কিঞ্চিদ্দূরে অর্থাৎ খিড়কীর পুষ্করিণীর অপর পারে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ আছে; তদুপরি দোয়েল প্রভৃতি কয়টি পাখী ক্রমে কয় বার ডাকিল। জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এ কি! অসময় এ ডাক কেন? রাত্রি প্রায় দুই প্রহর, তাহাতে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় কখনই তো এমত পাখীর ডাক হয় না? বিষয়টা কি? বৃষ্টির সময় তত মনোযোগ করিয়াছিলাম না, তথাপি যেন দূরে কয় বার তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, এইরূপ একটুকু একটুকু অনুভব হইয়াছিল; না জানি, আজ কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়! অই!—অই যে আবার! আবার পাখীর ডাক! এ বার জ্ঞানদার ধৈর্য্যের হানি জন্মাইল; স্থির থাকিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে উঠিয়া ছাদে গমন করিলেন। মনোযোগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন; কিন্তু আর কিছুই দৃষ্টি কি শ্রুতিগোচর হইল না! এ সময় অন্ধকার তিরোহিত হইয়া অল্প অল্প আলোক প্রকাশ পাইয়াছে। দেখিলেন, বাগানের পথে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক আসিতেছে। দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন, স্বীয়-প্রেরিতা সখীদ্বয় প্রত্যাগমন করিতেছে। আর অন্য দিকে মন রহিল না; সকল ভুলিয়া সেই দিকে দৌড়িয়া নামিলেন। ক্রমে সখী-দ্বয় সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। রাজকুমারী ব্যস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংবাদ কি?

জয়ন্তী। সংবাদ তত ভাল নয়।

জ্ঞানদা। (শশব্যস্তে) সে কি! তত ভাল নয়; তবে তো মন্দই বটে? বন্দীর কোন প্রকার অসুখ করিয়াছে? বল? সখী! বল, আমার বড় ভয় হইতেছে।

জয়ন্তী। না, না—তা কেন! অত ব্যাকুলিত হইবার কার্য্য নহে; বন্দী ভাল আছেন, শারীরিক কোন অসুখ ঘটে নাই।

জ্ঞানদা। শারীরিক ভাল আছেন, তবে ওসকল খাদ্য ফিরিয়া আসিল কেন?

জয়ন্তী। জানি না, আজ কারাগারের কি নিয়ম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রক্ষী প্রবেশ করিতে দিল না।

জ্ঞানদা অত ক্ষণ কি করিলে?

জয়ন্তী। অনেক ক্ষণ ধ'রে অনেক প্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিলাম, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। পরে ঝড় বৃষ্টি হইল।

জ্ঞানদা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

জয়ন্তী। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝি না।

জ্ঞানদা। না বুঝিলে চলিবে কেন?

জয়ন্তী। এ কথা তোমার মুখেই সাজে,আমরা দাসী বই তো নয়?

জ্ঞানদা। তোমরা আমার ভগিনী। চল, আমি যাইব।

জয়ন্তী। বড় ভয়ের কথা।

জ্ঞানদা। ভয় প্রাণের তো? না গেলে প্রাণ বাঁচিবে?

জয়ন্তী। তাও তো বুঝি।

জ্ঞানদা। আর তুমি সে ভয় করিও না; কার ক্ষমতা? আমার সকল সময়ে সকল স্থানে যাইবার অধিকার আছে।

জয়ন্তী। যাহা ভাল জান, কর; আমরা তোমারই।

আর বিলম্বে বিপদ সম্ভাবনা! চল। এই বলিয়া জ্ঞানদা উঠিলেন। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া অগ্রসর হইলেন। সখীদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিন চারিটি ফটক পার হইয়া কারাগারের গুপ্ত দ্বারে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্তী অগ্রসর হইয়া রক্ষিগণ-নিকটে পুনর্ব্বার দ্বার-মোচনের প্রস্তাব করিল। রক্ষী আরক্তলোচনে কর্কশস্বরে বলিল,বার বার?— প্রাণের আশঙ্কা নাই? তফাৎ যাও।

রাজকুমারী জ্ঞানদা মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, রক্ষী! সহজে কথা বল। কারাগারে আমার প্রয়োজন; তোমার ক্ষমতার অতীত হইলে কারাধ্যক্ষকে আমার নাম করিয়া বল।

রক্ষী রাজকন্যাকে লক্ষ্য করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইল। ক্ষণপরে বদ্ধপরিকর হইয়া কম্পিতস্বরে নিবেদন করিল,

মা! না জানিয়া ঘোর অপরাধ করিয়াছি, দাসের কি গতি হইবে? রাজপুত্রী কহিলেন, অত কথা বলিবার সময় নাই, ক্ষমা করিলাম; এক্ষণে দ্বার মুক্ত কর। রক্ষী বারংবার অভিবাদন করিয়া দ্বার মুক্ত করিল। রাজকুমারী সখীসহ কারাগারে প্রবেশ করিলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় কারাধ্যক্ষ বীরবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বীরবর রাজকন্যাকে তদবস্থায় দেখিয়া একেবারে মৃতকল্প হইলেন। তাঁহার আপাদমস্তক শীতবাতনিগত কপোতশরীরবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। রাজকন্যা বীরবরের তাদৃশ অবস্থান্তর নিরীক্ষণ করিয়া তিনিও ঠিক্ তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। চিত্রপটে বাণী বীণাদণ্ডে ভর করিয়া যেমনই দাঁড়ান থাকেন, সখীস্কন্ধে ভর করিয়া জ্ঞানদাও তেমনই মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া দাঁড়ান রহিলেন। মুহূর্ত্ত যায়; মোহ যায় না। যখন দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা নাদিত হইল, তখন বীরবর ঘোর তন্দ্রা হইতে চেতনা লাভ করিলেন। করজোড়ে কাতরবচনে কহিলেন, মাতঃ! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দয়া করিয়া আসন পরিগ্রহ করুন। কথাটি জ্ঞানদার কর্ণে অল্প অল্প প্রবেশ করিল। তিনি বিনা বাক্যে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল অঞ্চলে বাতাস করিয়া, মুখ বুক মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বীরবর! সংবাদ কি?—আজ আমার অনুরোধের বিপর্য্যয়স্থ কেন? বীরবরের মুখ মসীময় হইল! উড্ডীয়মান পক্ষীর ঘন পক্ষ-সঞ্চালনের ন্যায় তাঁহার বক্ষস্থল ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল! বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইয়া থাকিল! রাজকন্যা পুনর্ব্বার ঐ কথা পাড়িলেন; কোন উত্তর নাই। যতই নিরুত্তর; ততই উৎকণ্ঠার আধিক্য—জ্ঞানদার আর জ্ঞান থাকিল না; ধৈর্য্য থাকিল না; লজ্জা থাকিল না; একেবারে বীরবরের হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিলেন। বীরবর ভয়ে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, মা! ও কি? ও কি কর? আমার সর্ব্বনাশ করিবে? এই বলিয়া হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, এবং সেই হস্তে ভর্ত্তৃ-কন্যার পদ গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, মা! দাসকে রক্ষা করুন।

বীরবর! আগে আমায় রক্ষা কর। বল, আমায় স্পর্শ করিয়া বল, বন্দীর তো কোন প্রকার প্রাণের অনিষ্ট ঘটে নাই? আমার দিব্য. ত্বরায় বল—রাজকন্যা আর বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মুখখানি বৃষ্টিসংঘাত পদ্মটির মত সজল কম্পিত হইতে লাগিল!

বীরবর। না মা! আপনি শান্ত হউন, এ যাবৎ বন্দীর কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটে নাই; বন্দী প্রাণে প্রাণে কুশলে আছেন।

রাজকন্যা। সত্য? (আবার হস্ত ধারণ করিয়া) সত্য? ধর্ম্ম চাহিয়া বলিও, সত্য বলিলে?

বীরবর। সত্য কহিতেছি, বন্দী প্রাণে প্রাণে কুশলে আছেন।

রাজকন্যা। সত্য?

বীরবর। সত্য।

রাজকন্যা হস্তত্যাগ করিলেন। প্রবল আশঙ্কার শমতা হইল। তাঁহাকে যেন সিন্ধুকে পূরিয়া কেহ জলমগ্ন করিতেছিল; বান্ধব-জীবনের অনিষ্ট ঘটে নাই এই সংবাদ যেন ঈশ্বর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদ্ধার করিল। ভাবিলেন, সময় পাইয়াছি, রোগ বুঝিয়া ঔষধ দিব; প্রতীকারের আশা আছে। হৃদয়ের প্রবল ঝটিকা অনেকটা শমিত হইল। অঞ্চল লইয়া স্বেদাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বায়ুর প্রকোপ; থামিয়াও থামে না! মাঝে মাঝে যে দুই একটি ধাক্কা দেয়, তাহাতেও প্রাণের আশঙ্কা! জ্ঞানদার বক্ষে থাকিয়া থাকিয়া সেইরূপ দুই একটি ধাক্কাও আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণবিশ্রামের পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরবর! মনের কুডাক কিছুতেই নিবারিত হই-তেছে না; এবং কার্য্যকারণেও না বুঝিতেছি, সে নহে। কোন প্রকার সর্ব্বনাশের যে সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি নিঃসঙ্কোচে বল; না বলা গুরুতর দোষ। বলিলে অন্ততঃ প্রতীকারের চেষ্টাও তো দেখিতে পারিব? শেষ অদৃষ্ট! কিন্তু সাংঘাতিক মৃত্যুর প্রবোধ নাই।

বীরবর অনেক সময় চিন্তা করিয়া দেখিলেন, না বলা, বাস্তবিক গুরুতর দোষ। সে দোষের আর মার্জ্জনা নাই ; প্রকাশ করাই উচিত। অনন্তর বলিলেন, মা! আমরা জহ্লাদ জাতিবিশেষ; বলিতে আমাদেরও বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যায়! আপনি বুদ্ধিমতী, ভালই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অসাধ্য ব্যাধি হইলেও কতকগুলি ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে মনের কথঞ্চিৎ প্রবোধ আসিতে পারে বটে। মা! আপনার জন্মদাতা যে এরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হইবেন, স্বপ্নেরও অগোচর। তাঁহার ইহজগতে আর কি আছে? এমন সোণার প্রতিমার পানে একবার চাহিলেন না? মা! আর বাঁচিতে সাধ নাই! ধিক্ দাসত্ব! এরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি পশুরও নহে! মহারাজের আদেশ, রাত্রি প্রভাতে বন্দী গুপ্তশ্মশানে নীত হইবেন। গুপ্ত শ্মশানের বিবরণ আপনার অজ্ঞাত কি?

শুনিতে শুনিতে মনের অজ্ঞাতসারে রাজকন্যা দাঁড়াইয়াছিলেন। কথার শেষ হইল; বুঝি জীবনের শেষ হইল! অমনই ঘোর কম্পিতস্বরে বলিলেন, জয়ন্তি! জয়ন্তি! দেখিস্,—আমার ক্ষণারে দেখিস্,—আমার ক্ষণা যেন শুনে না! আমার—আমা—র—প্রাণের—ক্ষণা প্রাণের—ক্ষ—ণা। আর কথা সরিল না। ক্ষয়িতমূল শাল্মিমঞ্চ বায়ুর আঘাতে যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, রাজকুমারীও যেন তেমনই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। জয়ন্তী প্রভৃতি, সর্ব্বনাশ হইল, বলিয়া, ধরিলেন; মস্তকটি ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। কেহ ব্যজন, কেহ শীতল জল সিঞ্চন, কেহ বা পাণিতল পদতল মার্জ্জিত করিতে লাগিল। জয়ন্তী কর্ণমূলে বারংবার ফুৎকার করিতে লাগিলেন। কত করিলেন, কই, কিছুই তো হইল না?—দেহে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। জয়ন্তী ক্রোড় হইতে প্রিয়সখীর মস্তকটি নামাইয়া আছাড়িয়া পড়িলেন! বক্ষে করাঘাত, ললাটে কঙ্কণাঘাত করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল! ক্ষণপরে জয়ন্তী আপনা আপনি চেতনালাভ করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া, বলিয়া উঠিলেন,

কই ?—কই সে ?—আমাদের সর্ব্বনাশ করিল যেই, সে নিষ্ঠুর কই ? আহা! কি বলিয়া রাণীরে প্রবোধ দিব! রাজা জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর করিব! বলিব সেই নিষ্ঠুর;—সেই নিষ্ঠুর;—সেই নিষ্ঠুর! সেই ?—কই ?—কই সে ? জয়ন্তী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, ছুটিয়া কোথায় গেলেন! কোথায় গেলেন ? আর কোথা যাইবেন ? অই যে বন্দীর কুটীরে উপস্থিত। বন্দী অতিশয় চিন্তামগ্ন। সেই স্বর্গীয়া দাসী আজ আসিল না কেন ? এইরূপ মনে করিতেছেন এমন সময় জয়ন্তী উন্মত্তার ন্যায় আসিয়া বলিলেন, হা নিষ্ঠুর! তোমার মনে এই ছিল ? তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়াই কি বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছিলে ? বন্দী একেবারে আড়ষ্ট; জড়বৎ নিশ্চেষ্ট! কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই তাঁর মনে আসিল না। জয়ন্তী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! আমার রাজকন্যার—আমার সোণার প্রতিমার কি হইল! কথা বন্দীর কাণে গেল; বলিলেন, তোমার রাজকন্যা কে ?—আমি তো জানি না। আমি কি করিব ?

আমার রাজকন্যা—আমার সোণার প্রতিমা কে, জান না ?—তবে এস। এই বলিয়া জয়ন্তী হাত ধরিলেন; তবে এস বলিয়া, আকর্ষণ পূর্ব্বক চলিলেন। বন্দীও দ্বিরুক্তি করিলেন না; ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কক্ষান্তরে যাইয়া দেখিলেন, দামিনী ধরাশায়িনী! বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবা মাত্র ঘোর চমকিয়া—এ কি, এ কি! এই তো ? এই তো সেই ফুল! এই তো সেই শিবদত্ত স্বর্গীয় কুসুম! এ কুসুম কে ছিঁড়িল ? কে বৃন্তচ্যুত করিল ?—(উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া)—কই ?—কই ?—আর টি কই ?— যেটি আধ আধ ফোটা ? যেটির বর্দ্ধমানা কোরকের ন্যায় মাত্র দুই একটি দল খুলিয়াছে, যেটির সুরভি পরিমল এ যাবৎ তাদৃশ দূর নিঃসৃত না হইয়াও সত্বগুণে মাধুর্য্যগুণে সকলকে হারি মানাইয়াছে, সেটি কোথা ? তবে দুইটি তুলিয়া লইতে একটি তলায় পড়িল কি ? হায়, যে ফুল শারদা-শীর্ষে শোভিত, তাহা আজ ধূলায় বিলুণ্ঠিত!

হবে না; প্রাণ থাকিতে হইতে দিব না। কৈলাসনাথের বিলাস-উদ্যানের মানস-কুসুম কদাচ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে দিব না। ফলতঃ বন্দী কাহারও ভয় করিলেন না; কাহারও অপেক্ষা করিলেন না, অমনই দুই হাতে তুলিয়া নিজ অঙ্কে লইলেন! মিহির পদ্মিনীর জীবন। লক্ষান্তরে থাকিয়াও যিনি সজীব ও উৎফুল্ল হন; তিনি এক্ষণে মিহিরের একেবারে অঙ্কশায়িনী! মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ কেহ দেখিয়াছ? রত্নাকরসম্ভূত অমৃত কেহ দেখিয়াছ, যাহা নিয়া দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ হয়? যে জন্য চন্দ্র অদ্যাপি প্রতি বর্ষে প্রায় দুই বার করিয়া রাহুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা কেহ দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে এসে দেখ, এই যুবার কাছে সমস্ত!! পদ্মিনীর সমস্ত শরীরে জীবনীশক্তির অল্প অল্প সঞ্চার হইতে লাগিল। এক্ষণে যেরূপ মুখশ্রী, হাত পার যেরূপ সতেজ ভাব, বোধ হয়, পদ্মিনীর আভ্যন্তরিক জ্ঞানটি জন্মিয়াছে। আরও দেখিলাম, বন্দী যখন কর্ণমূলে ফুৎকার করিয়াছিলেন, তখন মোহময়ীর চক্ষের পাতা দুইটি অনবরত কাঁপিয়াছিল! এ কম্প সহজে নয়! নিঃসন্দেহই জ্ঞানদার জ্ঞান জন্মিয়াছে। তবে বাহ্যিক জ্ঞান, বোধ করি, তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ হইতে দিতেছেন না। জ্ঞানদার মনের কথা যে জানে, সে বলিল, তাহাই সত্য। জ্ঞানদা মনে করিতেছেন, আমার তো অদ্যই শেষ দিন! আমার জীবনের সুখসমৃদ্ধির উৎপত্তি-লয় উভয়ই তো আজ! এ স্পর্শমণির সুখস্পর্শের তো অদ্যই সীমান্তদেশ! আহা; এমন সৌভাগ্য কার? স্বামিরত্নের এরূপ প্রভূত যত্ন কয় জন রমণীর ভাগ্যে জুটিয়া থাকে? আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে? প্রভুর অঙ্কে দাসীর মস্তক ন্যস্ত! আমার সুখের সীমান্তদেশ লাভ হইল! এই মুহূর্ত্ত কাল আমার অনন্ত সুখের অনন্ত কাল হইল! আর চাই না—আর না! শেষ এ লোভ সংবরণ করিতে পারিব না! কখনই পারিব না! এই বেলা ধরা দিতে হইয়াছে; আর না—আর চাই না।

কেবল কথার কথা নয়; সত্য সত্যই জ্ঞানদা জাগিয়া উঠিলেন;

জাগিয়া অমনই জড়সড়। লোকে ভয়-লজ্জা-বিমিশ্র এক প্রকার স্বপ্ন-ভঙ্গে যেরূপ চমকিয়া উঠিয়া জড়সড় হয়, তেমনই জড়সড়। এ ভাবেও ক্ষণকাল মাত্র। এমন সময় অনতিদূরে একদা সহস্র সহস্র তোপধ্বনি, এবং তৎসঙ্গে 'জয় শিব হর হর' ধ্বনি সহস্র সহস্র লোকের মুখ হইতে বাহির হইল। যেন প্রলয়কালের সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠিল! কি?—ও কি? রাজকন্যা চীৎকার করিয়া বলিলেন, ওকি শুনা যায়? —বুঝিয়াছি—রাজপুত্র!—রাজপুত্র!—রাজপুত্র! চলিলাম; রক্ষী! বীরবর! সাবধান; রাজপুত্র! সাবধান; রাজপুত্র! চলিলাম। আমার —আমার ক্ষণা—আমার প্রাণের ক্ষণাকে ভুলিও না!—আর—দাসী —আর না। আর বলিলেন না, বিদ্যুদ্‌বৎ বেগে ছুটিয়া পলায়ন করিলেন।

'জয় শিব হর হর' আবার ভীষণ কোলাহল! আবার ভীষণ বজ্রনাদবৎ তোপধ্বনি! দুর্গপ্রাচীরের এক স্থলে জীর্ণ সংস্করণ হইয়াছিল না; একদা সহস্র গোলার আঘাতে ক্ষয়িত দুর্গমূল ভগ্ন হইয়া পতিত হইল; অমনই পথ পরিষ্কার হইল। সেই পথে অগণিত সেনা দুর্গপ্রবেশ করিল। দুর্গস্থ সৈন্যগণ অধিকাংশই নিদ্রাগত ছিল; অপর সমস্ত অসতর্ক। তথাপি হাত বাড়াইয়া যে যাহা পাইল, সে তাহা নিয়াই বিপক্ষসম্মুখীন হইয়া ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কারাগারের রক্ষীরা বল্লম হস্তে ছুটিল। অশ্বারোহী, সাদী, নিসাদী, পদাতি প্রভৃতি উভয় সেনার যখন একত্র সংমিশ্রণ হইল, তখন কে কাহারে কাটিতেছে, কে কাহারে মারিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। যে যাহার সম্মুখে পড়িতেছে, শীকার সম্মুখীন শার্দ্দূলবৎ অমনই তাহার সংহার হইতেছে! শস্ত্রে শস্ত্রে, বাহুতে বাহুতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে ঘোরতর সংগ্রাম! কেহ মৃতদেহ লইয়া কাহারে মারিতেছে! কেহ বা কাহার ঘাড় চাপিয়া ভীষণ দশন প্রহারে তাহাকে সংহার করিতেছে; অপর কেহ' কাহার পা ধরিয়া আছাড়িয়া মারিতেছে। ক্ষণকালমধ্যে ঘোর মহামার পড়িয়া গেল! এমন সময়ে 'জয় হিরণ্যাক্ষের জয়'

আকাশ ভেদ করিয়া সিংহনাদ উঠিল। বারংবার জয়নাদে মেদিনী কাঁপাইল! অরুণাক্ষের সেনা অধিকাংশই নিহত; অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বিজয়ী সেনা ঘোর জয়নাদে মাতিয়া ঘরে ঘরে লুঠ করিতে আরম্ভ করিল!

মহারাজ হিরণ্যাক্ষের ভীষণ সেনাতরঙ্গ দুর্গপ্রবেশ করিয়া প্রলয়ের ঘোর বিপ্লব দেখাইল! স্থানে স্থানে যুদ্ধ হইতেছিল; প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই জয়লাভ হইল। কিন্তু এখনও অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। রাজা অরুণাক্ষ বিপক্ষের সহস্র সহস্র সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এমনই যুদ্ধ করিতেছেন যে, সময়ে সময়ে শত শত সৈন্য একদা ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু কি করা যায়, অনন্ত সাগরের অনন্ত তরঙ্গ! শত জন যাইতেছে, দ্বিশত আসিয়া সে স্থান পূরণ করিতেছে! কার সাধ্য। তথাপি অরুণাক্ষ বিপক্ষমণ্ডলীমধ্যে নক্ষত্র মণ্ডলীমধ্যে ধূমকেতুর ন্যায় জ্বলিতেছেন! গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রোধান্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন! একাকী, কত সাধ্য। এক হস্তে সহস্রাধিক সৈন্য নিপাত হইল; আর শক্তি নাই! সর্ব্বশরীর শরবিদ্ধ হইয়া সজারুর আকার ধরিল! অজস্র শোণিতধারা! ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। হায়! ভূতলে ইন্দ্রপাত! অরু-ণাক্ষ মহাসমরে মহাশয়ন করিলেন!

কেহ মনে করিবেন না, এ শয়নে বীর অরুণাক্ষ কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বরঞ্চ এরূপ মৃত্যু তাঁহার একান্ত বাঞ্ছনীয়! প্রথমতঃ সম্মুখসংগ্রামে অসাধারণ বীরত্বপ্রকাশ! দ্বিতীয়তঃ যে দুর্জ্জয় শত্রু, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়কন্দর জ্বালাইত, সেই বিষদিগ্ধ-হৃদয়ের শল্য পাষণ্ড সুধীবরকে সম্মুখসংগ্রামে স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তাহার শোণিত পান করিয়াছিলেন! তিনি সুধারসসদৃশ শোণিত পান করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গারোহণ করিলেন! যুদ্ধানল নির্ব্বাণ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা হিরণ্যাক্ষ স্বীয় রাজ্য ও ভ্রাতৃরাজ্য হস্তগত করিয়া, একাধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। রাজা অতিশয় নীতিকুশল, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া শ্বাপদরাজ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কূর্ম্মদ্বীপ এক্ষণে স্বর্গীয় দীপে আলোকিত হইল। শান্তির বিশ্রামধাম, সুখের লীলাকানন, সত্যের চতুষ্পাঠী, সাধুর উপাসনা-মণ্ডপ সর্ব্বদা উজ্জ্বলশ্রী ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। নগরের স্থানে স্থানে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়। স্থানে স্থানে অতিথিশালা, জলছত্র। পথপ্রান্তে পান্থনিকেতন; স্থানে স্থানে নানা নামধেয় দীর্ঘিকা। তীরভাগে দেবপ্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির অবধোত সন্ন্যাসী দিগের আশ্রয়স্থান। রাজপথের উভয় পার্শ্বে বনস্পতিগণ শ্রান্ত পথিকদিগের ছায়াদানের জন্য পত্ররূপ বহুছত্র ধারণ করিয়া বহু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন রামরাজ্য আসিয়া এখানে বাস করিতেছে! কি সুখস্থান; কি শান্তরসাস্পদ স্বর্গীয় ভূমি! পুরাতন কূর্ম্মদ্বীপ যেন অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া পুরাতন বাস ত্যাগপূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে! কিন্তু হায়! শান্তিদেবীর অত প্রভাব, সমস্ত রাজ্যের অধিকারিণী হইলেন; কেবল হিরণ্যাক্ষের হৃদয়রাজ্যে স্থান মাত্র পাইলেন না! কি দুঃখের বিষয়! অথবা কি করিয়াই বা পাইবেন? যে স্থানে অবিশ্রান্ত ঝটিকা বহিয়া থাকে, যে স্থানে সর্ব্বদা চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া থাকে, যে স্থানে সহোদর-বিচ্ছেদরূপ সহস্র বৃশ্চিক একদা দংশন করিয়া থাকে, সেই স্থানে কি শান্তির তিলার্দ্ধকাল স্থান হইবার সম্ভাবনা?—কখনই নয়! হায়! এক শোণিত শুক্রে, এক বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত। সেই সহোদরের চিরবিচ্ছেদ! যার কল্পনায়ও জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়, তার প্রত্যক্ষতালাভ! ওঃ—বরং বজ্রপাত সহ্য! সকল অভাবেরই পূরণ হইতে

পারে; কিন্তু সহোদরের অভাব পূর্ণ হইবার স্থান নাই। হাজার শত্রুতা, হাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাক্ না কেন, এরূপ অসময়ের বন্ধু আর কি দ্বিতীয় আছে? রাজা হিরণ্যাক্ষের হৃদয় শতধা হইয়া পড়িয়াছে! সেই প্রতিক্ষত স্থলে কেহ যেন হলাহল যোগ করিয়া রাখিয়াছে! বরং ইহাও সহ্য! ইহা অপেক্ষায়ও সহস্র গুণে একটি নূতন কষ্ট উপস্থিত! অরুণাক্ষের বিধবা পত্নী ও কুমারী-যুগল! সেই অসূর্য্যম্পশ্যা! ওঃ, কি ঘোর শোচনীয় দৃশ্য! সেই অমানুষিক দেবী-ভাব-সম্পন্না, পবিত্রতার আদর্শ, ভক্তির পরাকাষ্ঠা, সৌন্দর্য্যের নিত্যতা! সেই স্থলে দুরদৃষ্টের পূর্ণাধিকার! কার সহ্য? কে দেখিতে পারে? মনুষ্যের তো কথাই নাই, বোধ হয়, এ পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, নরশোণিত-মাংসলোলুপ হিংস্রাগ্রগণ্য শার্দ্দূলেরাও ধ্রুবের ন্যায় ইহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আহা! ঘোর বিপন্না বিধবা কাদম্বিনী যখন শুভ্র বল্কলসদৃশ সামান্য পরিধেয় ধারণপূর্ব্বক শুষ্ক ধূলিধূসরিত অবিন্যস্ত কুন্তলরাশি এলাইয়া বামে দক্ষিণে কুমারী-যুগল লইয়া বসিয়া থাকেন, তখনকার সে অপার্থিব অপূর্ব্ব দৃশ্যের দৃষ্টান্তস্থল কল্পনারও অগোচর!—কিন্তু ঠিক্ ঠিক্; একটি দিনের দৃশ্য মাত্র স্মরণ হইল। যে দিন সমুদ্রমন্থনে মন্মথারি মহেশ্বর হলাহল পান করিয়া নিধন বা বিচেতন হইয়াছিলেন, সেই দিন আলুলায়িত-কেশা, নিরাভরণা লক্ষ্মী সরস্বতী সহ পরমা রমা হরমনোমোহিনীকে এরূপ বসিতে দেখা গিয়াছিল বটে; কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র! হিরণ্যাক্ষ দেখিয়া দেখিয়া জীবন্মৃত! অনুতাপে তাঁহার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল! হায়! স্রষ্টা বিধাতার মানস-উদ্যানের শিরীষ কুসুম, বাড়বানলে ডুবাইয়া রাখিলাম! এমন পবিত্র পুণ্যময়ী প্রতিমা-দিগকেও পাপ, তাপ, শোক-সন্নিপাতে গ্রাস করিল! ইহার সমস্ত হেতুই তো আমি! আমি ধর্ম্মানুষ্ঠিত রত্নবেদিকা পাপশাণিত হল-কর্ষণ দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিলাম! হা ভ্রাতঃ! হা সোদরশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বর্গে বসিয়া দেখ, তোমার ঘোর মূর্খ অগ্রজ জীবন্তে নিরয়গামী হই-

তেছে! অহো প্রেতরাজ! তোমার নিয়মের বৈষম্য হইতেছে, দেখিতেছ না? এস, অবিলম্বে তোমার নিয়ম রক্ষা কর।

মহারাজ হিরণ্যাক্ষ এরূপ বিলাপ পরিতাপ করিয়া প্রায় মাসত্রয় শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। সকলই কাল-বশ্য; কালের মুখে সমস্তই নিঃশেষিত হয়। দিনের সঙ্গে সঙ্গে শোক সন্তাপও দূরীভূত হইতে লাগিল। সংসারে মায়ার হাত কয় জন এড়াইতে পারিয়াছে? মায়া মোহ ধীরে ধীরে আবার সমস্ত সাংসারিক ব্যাপারে হিরণ্যাক্ষকে প্রবৃত্ত করাইতে লাগিল। হিরণ্যাক্ষ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সকল কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। প্রাণপ্রতিম সখা সুধীবরের পরিবারগণকে নিজ পরিবারভুক্ত করিলেন। সুধীবরের পুত্র মিহিরকে পিতৃরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বীয় ভার সমস্তই প্রায় মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিবসের তৃতীয় ভাগ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত, অপর ভাগ ভ্রাতৃপরিবারগণের যত্ন সান্ত্বনায় গত করিতে লাগিলেন।

মিহির পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অল্প দিন মধ্যেই বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। প্রজামণ্ডলী অপরিমিত সুখী; তাহারা রামরাজ্যে বাস করিতেছি বলিয়া নিয়ত যশঃ কীর্ত্তন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে দিন যাপন করিতে লাগিল। কার্য্যে প্রভূত যশঃ, বিপুল অর্থলাভ, ইহা অপেক্ষা প্রভুর আনন্দের বিষয় কি আছে? কিন্তু এ স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব! মিহিরের সেই সর্ব্বোপরি সমুজ্জ্বল মুখশ্রীটি দিন দিন ক্ষয়শীল শশীর ন্যায় নিষ্প্রভ দেখা যাইতেছে! কি আশ্চর্য্য! যাঁহার হস্তে সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য রহিয়াছে, তাঁহারও ঐশ্বর্য্য-লালসার নিবৃত্তি নাই! চরম শয্যায় শয়ন করিয়াও রাজ্যলাভ কল্পনায় অনেকে সুখী। মিহিরের প্রথম যৌবন; সুখ-বিলাসিতার অদ্বিতীয় কাল। ভোগলিপ্সার তৃপ্তিসাধন ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্য থাকিলে সাং-সারিক সমস্ত সুখেরই অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। মিহিরের সর্ব্ববিষয়েই অতুল ঐশ্বর্য্য; তবে কেন সদাকালই এরূপ হর্ষশূন্য বিষণ্ণ ভাব? ইহার কারণ কি কেহ জানে?—জানে বই কি; অন্তর্যামী

জানেন। আবার তাঁহার দয়ায় তদীয় সন্তানগণও অনেকটা জানিয়া লইতে সমর্থ হয়।

সুবুদ্ধি মিহির এক দণ্ডও বিনা কার্য্যে ক্ষেপণ করেন না। তাঁহার বিপুল রাজ্য; সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই কার্য্যে রত। কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্ত নহেন। মিহিরের অন্তঃকরণ দুইটি স্থান লইয়া, তাহার তার-তম্যেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। সেই স্থান অন্য কোথাও নয়; এই অমরাবতীতুল্য রাজধানী, অপরটি অরুণাক্ষের সেই কারাগার। ইন্দ্রের রাজ্য, আর প্রেতরাজ্য। প্রশ্ন হইল, ইহার কোন্‌টি সুখস্থান? মিহির উত্তর করিলেন, সেই কারাগারই ইন্দ্রের রাজ্য। এই সুরম্য হর্ম্ম্যমালায় বেষ্টিত রাজধানীই প্রেতাগার। যে স্থানে শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা ও নিত্য পদার্থের অভাব, সে স্থান প্রেতরাজ্য নয় তো কি? যে স্থানে পদে পদে মৃত্যুসম্ভাবনা প্রত্যক্ষমাণ করিতেছি, অথচ তিলার্দ্ধ কালের জন্যও তাহা স্মৃতিপথে প্রবেশে শক্ত হইতে পারে নাই, সর্ব্বদা সুকণ্ঠ শান্তির সঙ্গীতে শ্রবণযুগল অমৃতরসে ভাসমান, আবার সেই অমিয় স্বর হৃদয়তন্ত্রে মিলিত হইয়া অমরত্ব প্রদানে নিত্যসুখের অধিকারী করিয়াছিল; সেই স্থল মোক্ষ-প্রদ স্বর্গ নয়? যদি তা নয়, তবে আর দ্বিতীয় স্বর্গও নাই। স্বর্গ, সন্নিপাত-বিকারের উপসর্গ-স্বরূপ! অহো! সেই পীযূস-রস-পরিমার্জ্জিত মুখখানি, সেই কুমকুম্-রস-চিত্রিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কপালখানি, সেই ঈষৎ বিজলী-উজ্জ্বলিত অধরখানি, সেই চাঁদ-চুয়ানো উজ্জ্বল কপোল দুটি, সেই পয়ঃপীযূষ তরল সরলতা আঁটানো ক্ষীরোদ গতরখানি, সেই স্নেহছানিত লাবণ্য-লীলায় মিলিত সমস্ত দেহখানি যে স্থানে সর্ব্বদা সজীব চিত্রিত, সেই মানস-প্রতিমার অধিষ্ঠিত স্থানের উপমা এই মর-ভূমে?—ভ্রান্তির কথা। যদি বল, এখানেও তো সে প্রতিমার অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে, তবে এ স্থান স্বর্গ নয় কেন? উত্তর।—সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক সকলই মনের। যেখানে মনের ঐকান্তিক শান্তি ও পবিত্রতা, সেই স্থানই স্বর্গ। মিহিরের কি আর সেই মন আছে! মিহির

এক্ষণে রাজা। মিহির প্রেমিক, প্রেমিকা-মনোমোহনও বটে, আবার যার-পর-নাই কর্ত্তব্যপরায়ণও বটে। এ দুয়ের কেহই তাঁহাকে ছাড়িতেছে না। তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার মন ঘোলায় পড়িয়া ঘুরিতেছে! কোনটিই স্থির হইতেছে না; কি করিয়া আর সে মুখ প্রফুল্ল থাকিবে? তবে মিহিরকে এই ভাবেই যাইতে হইবে কি? না—না, সে কি! মিহিরের কপাল ভাল। আমি ভবিষ্যৎ চক্ষে দেখিতেছি, শীঘ্রই ইহার মীমাংসা হইবে। মিহির! তুমি শান্ত হও। ইহার মধ্যস্থ স্বয়ং ভবিতব্য, অতি বিচক্ষণ!

বঙ্করাজ হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতৃকন্যাদ্বয় বিবাহযোগ্যা জানিয়া, উপযুক্ত পাত্রের জন্য স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন সম্বন্ধে রাণী কাদম্বিনীর কি মত, জানিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কাদম্বিনী স্বয়মাগত রাজাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণামপুরঃসর আসন প্রদান করিলেন এবং রাজ সমীপে দাসীকে দাঁড় করাইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে তিনিও যাইয়া উপবেশন করিলেন। রাজা দাসীকে বলিলেন, তুমি বধূমাতাকে বুঝাইয়া বল, জ্ঞানদা ও ক্ষণদা ইহারা উভয়েই বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা, শুভ কার্য্য শীঘ্রই সম্পাদিত হয়। আমি সেই ইচ্ছানুযায়ী সুপাত্রের সন্ধানজন্য স্থানে স্থানে দূত এবং ঘটকও প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে বধূমাতার মতই সাপেক্ষ। দাসী মহারাজের বক্তব্য সমস্ত রাণীকে বলিল। বলা বাহুল্য, কাদম্বিনী রাজার মুখেই সমুদায় শুনিতে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে কাদম্বিনী বিবেচনার মধ্যে পড়িলেন; ক্ষণদার ব্রতানুষ্ঠান নিশ্চিতরূপে জ্ঞানদার মুখে শুনিতে পাইয়াছেন। কথায় বিশেষ ধরা যায় না; কিন্তু মুখশ্রীতে জ্ঞানদার প্রভৃতিও এ সম্বন্ধে কতকটা সন্দেহ না আসিয়াছিল, এমত নহে। এ দিকে আবার রাজাও পাত্রানুসন্ধান করিতেছেন; প্রমাদের কথা। এক্ষণে কোন বিষয়ই গোপন না করিয়া রাজাকে সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলাই

উচিত, নচেৎ ভবিষ্যতে বড় ভয়ানক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে! আমার দোষেই সমস্ত নষ্ট হইবে, অতএব এই অনুষ্ঠানেই বলা ভাল।

অনন্তর কাদম্বিনী মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া দাসী দ্বারা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কথা রাজগোচর করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন! বলিলেন, ক্ষণদা দেবী-মূর্ত্তি। নতুবা এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা সাধারণ মানবীতে অসম্ভব! রক্ষসম্প্রদায়মধ্যে ক্ষণা-মিহিরের পরিণয়! যাঁহারা সেই গল্পস্বরূপ প্রাচীন প্রবাদ অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিলেন, অনন্তময় ঈশ্বরের ক্ষমতা অনন্ত! ঈশ্বর! তুমি ধন্য; তোমার কার্য্যকলাপও ধন্য!

অনন্তর রাজা অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, রত্নে রত্ন মিলায়। ক্ষণা-মিহিরের পরিণয়-বন্ধন অতি অপূর্ব্ব ঘটমান হইয়াছে! ঈশ্বর ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। এক্ষণে জ্ঞানদা।—ঈশ্বর না করুন, যদি জ্ঞানদারও ঐরূপ মানস-ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিপর্য্যয় ঘটনা হইয়াছে। আমার কোন প্রকারেই মত্ হইবার নয় যে, রক্ষকুল-রাজকন্যা সামান্য মানব-জাতিতে পরিণীতা হইবে। এ সম্বন্ধে বধূ-মাতারই মত বিশেষ সাপেক্ষ। কেন না এ সম্বন্ধীয় গূঢ় কারণের তিনিই সর্ব্বজ্ঞাতা।

কাদম্বিনী দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, জ্ঞানদার অন্তঃকরণ ঠিক্ পরিষ্কাররূপে কিছুই জানিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আমি কি উত্তর করিব?

রাজা বলিলেন, আমার বোধ হয়, জ্ঞানদার মানসবৃত্তি সেরূপ নহে। জ্ঞানদা বুদ্ধিমতী; তাঁহার বিচার-ক্ষমতা আছে। সে যে এরূপ বরে পরিণীতা হইবার যোগ্যা নয়, তাহা বেশ্ বুঝিতে পারে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; বিশেষতঃ বালিকা-অন্তঃকরণ। যদিও কখন মন একটুকু এদিক্ ওদিক্ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তা নাই। বিচার দ্বারা তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে

উপযুক্ত বরে জ্ঞানদার শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কাদম্বিনী বলিলেন, আমার মতামত বাহুল্য। মান, মর্য্যাদা, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই মহারাজের; মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিব। অন্যথা আমি পাপিষ্ঠ হইব। রাজা ভ্রাতৃবধূর সদালাপে পরম প্রীতি লাভ করিলেন; বলিলেন, মা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এক্ষণে কায়মনে কামনা করুন, শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। আমি আর বিলম্ব করিব না। বর অন্বেষণে যে যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, বোধ হয়, তাহারা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম। রাজা এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া সভা প্রতিগমন করিলেন।

রাজা হিরণ্যাক্ষ সভায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, সভাসদগণ সমস্তই সমবেত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করত তদীয় অপেক্ষা করিতেছেন। তখন সাদরসম্ভাষণে প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, তিনিও রীতিমত রাজাসন পরিগ্রহ করিলেন। কিয়ৎ কাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা হইল; পরে বিবাহসম্বন্ধীয় কথা উত্থাপন করিলেন। দূত এবং যোজককর্ত্তাগণ সমস্তই সভায় উপস্থিত ছিলেন; যিনি যে স্থানে যে বর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার গুণব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে, বিবাহে লক্ষ কথা পূর্ণ চাই। কিন্তু স্বার্থপরায়ণ যোজকদিগের অনেকের মুখ হইতেই লক্ষ কথার অধিক বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য যে, বাগ্‌বিক্রয়ব্যবসায়ী অথবা বাগ্‌যুদ্ধবিশারদ ঘটক মহাত্মারা বহুসংখ্যক একত্র হইলে যেরূপ বিতণ্ডার সম্ভাবনা, তাহাতে ত্রুটী থাকিল না। স্থলবিশেষে আরও বিশেষ। রাজবাড়ীর কাজ, আশা আকাশ-জোড়া, স্ব স্ব স্বার্থরক্ষাতে প্রাণপণ! সম্মুখসংগ্রামে এক এক জনের এক এক বার স্বার্থ বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু স্বার্থ অবিনাশী; পরক্ষণেই

আবার তাহারা রক্তবীজের ন্যায় সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতে লাগিল! ভীষণ ব্যাপার! তবে বিধাতার সৃষ্টি, সহজে লয় হইবার নয়; তাই পরিশেষে এক জন নিঃস্বার্থ যোজক সত্যরূপ শস্ত্র দ্বারা সকল স্বার্থের বিনাশ সাধন করিলেন। তিনি যে পাত্র নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন, রাজা, মন্ত্রী, পারিষদ্‌বর্গ সকলেই একবাক্যে তাহাতে মত প্রদান করিলেন। প্রলয়ের ঝড় থামিয়া গেল। একটি কুপিত বায়ুর তাড়নাতেই এক এক দেশ উৎসন্ন যায়, তাহাতে ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর একদা প্রক্রিয়া! প্রকাণ্ড ব্যাপার! অনন্তর রাজা সমস্ত পারিষদ্গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই যখন প্রশংসিত বরে কন্যাদানের মত প্রদান করিলেন, আমারও একান্ত মত বটে, তখন অনর্থ কাল হরণ করা অনাবশ্যক। শুভ কার্য্যে বহু বিঘ্ন। এক্ষণে আপনারা শুভ কার্য্যের শুভ দিন নির্দ্ধারিত করুন, বৈবাহিক ব্যাপারের সমস্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন। মন্ত্রিগণ, পারিষদ্বর্গ, প্রজা, পরিদর্শক সকলেই একবাক্যে পরমাহ্লাদের সহিত বলিলেন, মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; শুভ কার্য্য নির্ব্বাহে আমরা প্রাণপণ করিব, সন্দেহ নাই। রাজা সন্তোষ-বাক্যে বলিলেন, মঙ্গলময় ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন। অনন্তর শুভ দিন অবধারিত হইল। ক্রমাগত দুইটি দিনই উৎকৃষ্ট ঘটনা হইল।

বেলা মধ্যাহ্ন। সভাভঙ্গের আদেশ হইল। রাজা ও অন্যান্য সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি তৎকালোচিত কার্য্যে স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, বিবাহ-সংবাদ বিঘোষিত হইল। দেশবাসী বাল, বৃদ্ধ, বনিতা সাধারণতঃ সকলকারই বিপুল আমোদ। ধনী, দরিদ্র, বণিক্, ব্যবসায়ী সকলই উৎসাহিত। 'খাবে দাবে,' নৃত্য গীত দেখিবে শুনিবে। কাঙ্গালিরা অন্ন বস্ত্র পাইবে। আড়ম্বর,

বাদ্যকর, মালাকর প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের কারিকরগণ আপন আপন কারুকার্য্যের আশাতীত পুরস্কার পাইবে। ময়রা, গয়লার তো কথাই নাই; তাহারা দুয়ারে হাতী বাঁধিয়া বসিয়াছে। ব্যবসায়ী মাত্রেরই গুরু আশা। রাজা কল্পতরু হইবেন। দীক্ষা, শিক্ষা উভয়বিধ গুরু, এবং পুরোহিতগণ, ইহাঁরা ছোট খাট ন'ন; কেহ কেহ রাবণের মামা হইয়া বসিলেন। "আশা বৈতরণী নদী।" রাজবাটীর বিবাহ, পাড়ার মেয়েমহলে বড় ধুম পড়িয়া গেল। বস্ত্রাভরণের পারিপাট্যে সকলেরই প্রাণপণ। যাহাদিগের ধন আছে, তাহারা আপন আপন প্রিয়তমের নিকট একেবারে দানসাগরের তালিকা দিয়া বসিল। দরিদ্রাদিগের নূতন করিবার শক্তি নাই; অগত্যা সেই সাবেক পদ্ধতির আভরণগুলির নূতন সংস্কার করাইতে উদ্‌যোগী হইলেন। কাহারও অন্ততঃ বাসন-বাটির বিনিময়; কাহারও বা ঠাকুরঘরে চুরি হইতেও ক্রুটী থাকিল না। ভক্ত প্রেমিক পতি উপাধি-লব্ধ যুবকেরা ভক্তবৎসলাদিগের মনস্তুষ্টি-সাধনজন্য, "মন্ত্রম্বা সাধয়েৎ, শরীরম্বা পাতয়েৎ" এমত বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কেহ ভাবিলেন, এমন দিন আর কবে হবে? স্বামী স্ত্রী একই শরীর; অতএব "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" ইত্যাদি। বিবাহোপলক্ষে প্রত্যেকের বাটীতেই দু'দশ জন কুটুম্ব বান্ধব উপস্থিত হইবেন; তাঁহাদিগের আহার ব্যবহারের বন্দোবস্ত অনেকে অগ্রেই ঠিক্ করিয়া রাখিতেছেন। মেয়েরা আপন আপন গুণপ্রকাশ-জন্য নানাবিধ খাদ্য জলপানীয়, কৃত্রিম, অকৃত্রিম দ্রব্যাদিতে প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কামিনীদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না! মনের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহাদিগের অবয়বের যেন নূতন গঠন হইতে লাগিল! অহো! পরের আনন্দই ধরে ধরায় না, ঘরের আনন্দ বুঝি ধরা-ধামেও ধরিতেছে না। চল, একবার ঘরের আনন্দ দেখা যাক্।

ভাগ্য ভাল, আর বেশী দূর যাইতে হইল না; এই যে, জ্ঞানদা সুন্দরী সোণার খাটে সোণামুখ করিয়া বসিয়াছেন। দর্শকের আশা পূর্ণ হইল। আন্দাজের বাহির কি? সত্য সত্যই জ্ঞানদা সুন্দরীর

অঙ্গে আমোদ ধরিতেছে না। অন্তর হইতে আনন্দরস রসমুণ্ডীর ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বাহিরে সর্ব্বশরীরের উপর দিয়া আমোদের ঢেউ ঢল ঢল করিয়া খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে! সুর-নদী জলে ফুলে টল টল করিতেছে! হৈমন্তিক শস্যক্ষেত্র ফলে ফুলে পরিপূর্ণ! শারদীয় বিমল আকাশ নক্ষত্রভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! অধরে হাসি টিপিটিপি, ঠিক্ ভাসিতেছে না; হিমপীড়িত জোনাকীর ন্যায় নিবিয়া নিবিয়া অল্প অল্প আলো দিতেছে! ওঃ—অত আমোদ? বড় ভয় হইতেছে; সহিবে কি? পাছে ক্ষেপিতে না হয়! ভাই! কিছু বুঝি না। বড়মানুষের চরিত্র, বড় সোজা কথা নয়! এই দেখিলাম, পূর্ণিমার চাঁদ হাতে ছুড়িয়া পড়িল; পরক্ষণেই আবার সে চাঁদ বাতাসের ফাঁদে বসিয়া আকাশে উঠিল। কি অদ্ভুত কাণ্ড! সে দিন দেখিলাম, বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে শুনিয়া, জ্ঞানদা একেবারে জ্ঞানহারা! ঘরের কবাট আঁটিয়া দুই দিবস শয়ানাই ছিলেন; আজ আবার সে কবাট খোলাসা! পূর্ব্বাচলের কবাট খোলাসা! তামসীকে তাড়াইয়া সুপ্রসন্না উষা দেবী হাসি হাসি ভাবে আবির্ভূতা! এ কেমন ভাব? এ যে আকাশের কাণা মেঘ! এই জল আসিল; এই আবার রৌদ্রে সে জল শুকাইল! চাতকের গলা না ভিজিতেই আবার পিপাসার টান পড়িল! এ কেমন ভাব? যদি বল, জ্ঞানদা সে দুই দিন ঘরে লুকাইয়া নির্জ্জনে আমোদ করিয়াছিলেন, কি শোক করিয়াছিলেন, নিশ্চয়তা কি? ঘরের বাহির হইলে মুখশ্রীতে কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছিলে? ছাই পারিয়াছিলাম। সে আর এক নূতন মূর্ত্তি! যেন অল্প অল্প শোক, অল্প অল্প আনন্দ, গাঢ় চিন্তার মিলিয়া এক অষ্টধাতুর মূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল! ভাই! আমি দেখিয়া দেখিয়া নাকাল হইয়াছি, এ ভাবে তোমার কি পছন্দ হয়? উত্তর:—হয় বই কি। তুমি দিক্ হারাইয়া সব হারাইয়াছ। আমি ঠিক্ বুঝিয়াছি, জ্ঞানদার এ ভাব অন্য কিছু নয়। সেয়ানা মেয়েদের বিবাহের বেলা সকলকেই একবার অমনই ঘোলায়

পড়িতে হয়! নবোঢ়ার নূতন আনন্দ; আবার নববধ্বাগমনের আশঙ্কা-জনিত শোক; নূতন সংসর্গ; নূতন ঘরকন্না, পরত গাঢ় চিন্তা, এ সমস্ত একাধারে একদা উপস্থিত হইয়া সকলকেই ওরূপ অবস্থায় পাতিত করে। জ্ঞানদা সেয়ানা, আইবড় বুড়ী বলিলেও হয়; সুতরাং উহাকে ঘোলায় পড়িতে হইয়াছে! অপর এক জন বলিল, তোমরা সকলেই ক্ষেপিয়াছ! বাস্তবিক জ্ঞানদার মনের ভাব আমি পাইয়াছি। শ্বেত মক্ষিকা আমায় বলিল,জ্ঞানদা দুই দিন নির্জ্জনে চিন্তাকে লইয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছেন;জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে যে ভাবে চলিতে হইবে,তাহার একটি নির্ঘণ্টের সহিত তালিকা লিখিয়া হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। অন্য কিছু নয়? সে যাহা হউক,গতানুশোচনা অনাবশ্যক। এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থা দেখ। জ্ঞানদার আমোদের একটি নূতন কথা পাইয়াছি, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। সে দিন মার কাছে বলিল, অগ্রে ক্ষণদার বিবাহ হইবে, নচেৎ আমি বিবাহ করিব না। অনেক পীড়াপীড়ির পর তাহাই স্থির হইয়াছে; ক্ষণার বিবাহ পূর্ব্বদিন হইবে। এ কথার ভাব কি? উত্তর হইল।— এ কথার ভাব স্বভাবের কার্য্য নয়, পাছে আমাদিগকেও ভাবে পড়িতে হইবে। চল, এক্ষণে পলাই। আর ক্ষণদারে একবার দেখিলাম না? আহা! জন্মদুঃখিনী; কেবল অশ্রুপাত করিয়া বিজয়ার প্রতিমার ন্যায় ভাসমান! যখন মেয়েটি ঢল ঢল করিয়া এক জনের পানে চায়, সে কেন পাষাণী রাক্ষসী হউক না, তখনই তার হৃদয় দয়ায় গলিয়া যায়! আহা! সেই সজল চক্ষু! যেন বিধাতার হৃদয়ের পোষা দুইটি খঞ্জন পাখী! যখনই দেখি, তখনই ইচ্ছা হয়, সেই সুচারু পবিত্রতামাখা, মুখখানি বুক চিরিয়া বুকের ভিতর রাখি অথবা নয়নে পূরিয়া নয়নে নয়নে রাখি। আজি তাঁর সুখের প্রথম সোপানে পদার্পণ! চল যাই, দেখিয়া সুখী হইব! দুঃখীর সুখদুঃখের ভাগী হওয়াই সুখ!

এই যে বিধাতার কারুকার্য্যের আদর্শ চারুবদনা ক্ষণদা! দেখ—

দেখ, মনে চক্ষে মিলাইয়া দেখ। যদি কোথাও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই মুখখানি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ;—অঙ্গনিচয়ের গঠন মনে মনে গঠন করিয়া রাখ;—সততার সমষ্টি প্রকৃতিটিকে স্মরণ-সূত্রে গাঁথিয়া রাখ; কবি হইতে পারিবে। কবিদিগের প্রধান সম্পত্তি ফল, ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি সমস্তই এ অবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে। চন্দ্র, মেঘ, পাখী, শাখী কোনটিরই অভাব নাই; খুঁজিয়া দেখ, সকলই পাইবে। ক্ষণদা খিড়কীর দ্বার কতক খুলিয়া মাত্র মুখখানি বাহির করিয়া বসিয়াছেন। যদি বাগানে কেহ থাকে, তবে সে দিনের বেলা রাত্রির মত চাঁদ দেখিল! দর্শকেরাও তৎসঙ্গে দেখিয়া সুখী হইল! ক্ষণদা আজ সুখের ভাবনা ভাবিতে বসিলেন। কিন্তু হায়! জন্মদুঃখিনীর সুখ কোথায়? তাঁহাকে এক ভাবিতে আর এক বিষম ভাবনায় গ্রাস করিল! তিনি মনে করিতেছেন, দিদি এ কথা বলিলেন কেন? অগ্রে ক্ষণার বিবাহ না হইলে আমি বিবাহ করিব না। দিদি বুদ্ধিমতী জ্ঞানবতী জ্যেষ্ঠা হইয়া এমন রীতি-বিপর্য্যয় কথা বলিলেন কেন? তবে দিদির কি কোন প্রকার মতির বিপর্য্যয়ও ঘটিল? আমি কিছু দিন হইতে যখনই দেখি, যেন ঘোর চিন্তায় তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! আবার শুনিলাম, দুই দিন ধরিয়া বড় আমোদ চলিতেছে। তিনি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন? এ বিবাহ কি তাঁর আমোদের? তবে আমি যে পত্রখানি পাইয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম কি দিদির মনের কথা নয়? মনের কথা হইলে কি করিয়া অন্য বরে বিবাহ করিবেন? আমার এমন দিদি কেমন হইলেন? অত লিখিলেন, অত পড়িলেন, বিধি ব্যবস্থা কত শিখিলেন, সেই শিক্ষার ফল কি এই ফলিল? না,—দিদি কোন বিবাহই করিবেন না? কেবল আমাকে শান্ত রাখিবার জন্য কৃত্রিম আমোদ করিতেছেন? যাই, দিদির কাছে যাই। তাহা হইলে আমিও বিবাহ করিব না; আমি মরিব।

ক্ষণদার মন চল চল হইয়াছে, উঠিয়া চলিবেন, এমন সময়ে

জ্ঞানদা উপস্থিত হইলেন। ক্ষণদার আশার ফল ফলিল। কিন্তু কেন যে একটুকু লজ্জা হইল, বুঝা গেল না; তিনি নিম্নমুখী হইয়া থাকিলেন। জ্ঞানদা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষ বলিলেন, ক্ষণা! ক্ষেপিয়াছ কি?

ক্ষণা সেই ভাবে থাকিয়া অতি ধীরে বলিলেন, কিসে বুঝিলে?

জ্ঞানদা। আমি কতক্ষণ আসিয়াছি?

ক্ষণা। তা তো জানি।

জ্ঞানদা। তবে ও ভাবে কেন?

ক্ষণা। তা জানি না।

জ্ঞানদা। তবে ক্ষেপিয়াছ নয় তো কি?

ক্ষণা। অসম্ভব নয়।

জ্ঞানদা। অসম্ভব নয় কেন?

ক্ষণা। তুমি ক্ষেপাইতেছ।

জ্ঞানদা। আশ্চর্য্য! আমি কি করিয়া ক্ষেপাইতেছি?

ক্ষণা। তোমার অত আমোদ কেন!

জ্ঞানদা। সে কি গো?—স্ত্রীজাতির এমন আমোদের দিন আর আছে?

ক্ষণা। (ইতস্ততঃ করিয়া) তোমার—আমার—

জ্ঞানদার হৃদয় চমকিল; সাবধানে বলিলেন, কেন, ভগিনি! এরূপ বলিতেছ? সহসা—এমন সুখের দিনে তোমার মুখশ্রীটি অত মলিন কেন?

ক্ষণা। (ধীরে ধীরে) সত্য বলিবে?

জ্ঞানদা। কেনই না বলিব? কোন দিন মিথ্যা বলিয়াছি?

ক্ষণা। সত্য?

জ্ঞানদা। তুমি পাগল—

ক্ষণদা সজল চক্ষে ধীরে ধীরে হাতখানি নিয়া জ্ঞানদার পার উপর রাখিলেন। কাতরবচনে বলিলেন, দিদি! আমার দিব্য—সত্য বলিবে।

তুমি কি এই বরে বিবাহ করিবে? জ্যেঠা মহাশয় যে বর স্থির করিয়াছেন?

হঠাৎ চাঁদের গায় কালিমা ঢাকিয়া পড়িল! জ্ঞানদার মুখখানি নিরতিশয় শ্রীহীন হইল! কিন্তু যেমনই মেঘ, আবার তেমনই বাতাস! দেখিতে দেখিতে মেঘ উড়িয়া গেল। জ্ঞানদার অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি; কটাক্ষে ফিরে ঘূরে। সে ভাব নিমেষে ঢাকিয়া ফেলিলেন। তখন হাসিয়া বলিলেন, সে কি গো? এ বরে বিবাহ করিব না—তো যম বর করিব? ভগিনি! তুমি বুঝিতেছ না, রক্ষজাতীয়া রাজকন্যার এ বর ভিন্ন অন্য বরে বিবাহ হইতে পারে না। কেন, আমি এ বরে বিবাহ করিলে কি তুমি সুখী নও?

ক্ষণা। যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে আমি পরম সুখী।

জ্ঞানদা বুঝিলেন, তাঁহার মনের ভাব যে প্রকারেই হউক, ক্ষণদা কতক জানিতে পারিয়াছে। ভয়ানক উদ্বিগ্না হইলেন! ভাবিলেন, ঈশ্বর যা করেন। সত্য-মিথ্যায় যে ভাবেই হউক, ইহাকে শান্ত করিতে হইবে। আমি তো অকূলে ঝাঁপ দিয়াছিই দিয়াছি। যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে, পশ্চাৎ করিব। অনন্তর প্রকাশ্যে বলিলেন, ভগিনি! অধর্ম্মের আশঙ্কা করিতেছ কেন? আমি বিধর্ম্মী নহি। আমার বোধ হয়,—তোমাকে কেহ ক্ষেপাইতেছে।

ক্ষণদা মনে মনে কহিলেন, দিদি বলিলেন, আমি বিধর্ম্মী নহি। আমিও তো চিরদিন জানি। তবে সে পত্রখানা কি? আমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম? কার্য্যে তো তাহাই ঘটিয়াছে! সেই একবার মাত্র সেই অবস্থায় দেখিয়া কোথায় যে রাখিলাম, কত খুঁজিলাম, পাইলাম কই? দিদি আরও বলিলেন, আমাকে কেহ ক্ষেপাইতেছে, তাহাও আশ্চর্য্য নয়। জয়ন্তীর সে নারুদে-স্বভাবটুকু বিলক্ষণ আছে, পরে পরে ভেজিয়ে দিয়ে আমোদ করা! সেই পত্রখানির লেখাটি দেখিয়া তখনই একটুকু সন্দেহ হইয়াছিল, সে ঠিক্ দিদির হাতের লেখা নয়। তখন একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম;

কি করিব! এক্ষণে কাজে কাজে দিদির কথাই তো বলবৎ দাঁড়াইতেছে! ইহাই সম্ভবপর! নতুবা আমার এমন দিদি কি কখনও সেরূপ হইতে পারেন?—কখনই নয়। ছি ছি, আমি না বুঝিয়া পাপের কার্য্য করিয়াছি! যাহা হউক, দিদি আমার দয়াময়ী,যাহা বলি, তাহাই করিবেন। তখন প্রকাশ্যে বলিলেন, দিদি! অনেক কথা বলিয়াছি, ক্ষমা করিবে। আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিবে তো?

জ্ঞানদা। বলিব।

ক্ষণা। তুমি এ কথা বলিলে কেন? অগ্রে ক্ষণার বিবাহ না হইলে আমি বিবাহ করিব না?

জ্ঞানদা। (সহাস্যে) ও অন্য কিছু নয়। অগ্রে আমার বিবাহ হইলেই পরাধীনী হইলাম, তবে আর মন খুলিয়া তোমার বিবাহে আমোদ করিতে পারিব না; নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে। আমার এমন সুখের দিন কি আর হইবে?

কথাটি সরলার মনে ধরিল। ভাবিলেন, দিদি তেমনই স্নেহ করেন বটে। সরলার মনের গরল সকল উড়িয়া গেল। তখন ঈষৎ হাসিয়া অতি মৃদুভাবে বলিলেন, দিদি! আমি কি করিব?

জ্ঞানদা। তুমি আমায় সুখী কর।

ক্ষণা। আমি কি দিয়া সুখী করিব? আমার কি আছে? আমি তো ভালবাসা দিতেও জানি না!

জ্ঞানদা। তোমার কিছুই নাই?

ক্ষণা। আমার যা আছে, তা তোমাকে কি করিয়া দিব?

জ্ঞানদা। তোমার এমন কি আছে যে আমায় দিতে পার না?

ক্ষণা। আমার ইহজগতে দিদি আছে; তা আমি কাহাকেও দিতে পারিব না। আমার জীবনের একই সম্পত্তি।

জ্ঞানদার শোকাশ্রু আনন্দাশ্রু একদা আসিয়া নয়ন ডুবাইয়া ফেলিল! তখন ঈষৎ আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, ভগিনি! তোমার সম্পত্তি দিদি, আমার সম্পত্তি কি?

ক্ষণা। তোমার সম্পত্তির মধ্যে তো দেখি এই কাণা কড়িটি।

জ্ঞানদা। কাণার ভিতরে যে সোণা, তা জান? আর কড়ি কপর্দ্দকই যে কমলার প্রধান সম্পত্তি। আমি তোমাকে পাইয়া কমলার সদৃশী সম্পত্তিশালিনী! আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে? ভগিনি! বল, আমার এ সম্পত্তির অধিকারী অন্য কেহ হইতে পারিবে না তো?

ক্ষণা ঈষৎ হাসিয়া লজ্জাবনতমুখী হইলেন।

তা আমি ছাড়িব না; আমার কাণা কড়িটি সর্ব্বদা বক্ষে দোলাইয়া রাখিব। এই বলিয়া জ্ঞানদা ক্ষণদারে ক্রোড়ে তুলিলেন। এক হাতে কবরী, অপর হাতে চিবুক লইয়া জোরে মুখখানি স্বভাব স্থলে আনিলেন। লজ্জা চক্ষে; ক্ষণদার চক্ষু বোজাই থাকিল। অধরে ঈষৎ হাসি; ফুটিতেছে না। পদ্মপল্লবসদৃশ নয়নপল্লবে জ্ঞানদার গোলাপদলসদৃশ ওষ্ঠাধর দুইখানি যাইয়া বসিল! মনে করিলেন, এ আনন্দময়ী মূর্ত্তিটি সচ্চিদানন্দের নিজ হাতের গড়া! এ মুখের কাছে শোক-তাপ, অগ্নির মুখে তৃণবৎ। আমার দুর্ভাবনা কেন? প্রাণেশ্বর—আর কথা বাহির হইল না; বক্ষঃস্থল শতধা হইয়া পড়িল!

ক্ষণদা চমকিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন! তাঁহার কপোলে কয় বিন্দু কবোষ্ণ বারি পতিত হইয়াছিল; অমনই চক্ষু চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি!—ও কি, দিদি? তোমার চক্ষে জল কেন?

জ্ঞানদা এবার লুকাইতে পারিলেন না; ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন! ক্ষণদা নির্ব্বাক্! তাঁহার ঢলঢলে চক্ষু জলভরে আরও ঢলঢল করিতে লাগিল! মুহূর্ত্ত গত; জ্ঞানদা চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া দেখিলেন, ক্ষণদার কপোলের উপর দিয়া মুক্তা ছড়াইয়া পড়িতেছে! তখন চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, ও কি গো? তুই আবার আমায় খেতে বসিলি? অই দেখ্, মা আসিতেছেন। ক্ষণদা ব্যস্ত-হস্তে চক্ষু মুছিলেন; আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। মাকে দেখিয়া দুই ভগিনীতে দাঁড়াইলেন।

কাদম্বিনী গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, কি গো মা! তোমরা

এত বেলা এখানে কি করিতেছ? দাসী আসিয়াছিল না?

জ্ঞানদা। না, মা! কই, কেহই তো আসে নাই। কেন, মা! প্রয়োজন আছে?

কাদম্বিনী। আছে বই কি। পাঁড়ার ভদ্রমহিলা সমস্ত আসিয়াছেন; তোমাদের অপেক্ষায় অনেক সময় বসিয়া রহিয়াছেন, চল।

জ্ঞানদা উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণদাও উঠিল। মাতা অগ্রগামিনী, পশ্চাৎ কন্যাদ্বয়, গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানদা ও ক্ষণদা নমস্যাদিগকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। মহিলাগণ 'চিরায়ুষ্মতী হও' বলিয়া শিরঃস্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। যেমনই রূপ, তেমনই গুণ, তেমনই নম্র ব্যবহার দেখিয়া পরম সুখী হইলেন। অনন্তর কাদম্বিনী যথারীতি মঙ্গলাচারকারিণীদিগকে মর্য্যাদাপ্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। প্রতিবেশিনীরা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদ্য বিবাহের দিন। সমারোহসম্বন্ধে লিপি বাহুল্য। রাজা নিঃসন্তান। ভ্রাতৃতনয়াই পুত্রকন্যা-স্থানীয়। স্বীয় সন্তান হইতে স্নেহে, মমতায় কিঞ্চিন্মাত্র বৈষম্য নহে। প্রত্যুত সৌন্দর্য্যে গুণময় স্বভাবমাধুর্য্যে ততোঽধিক। ভাবী উত্তরাধিকারিণীও এই একমাত্র কন্যা। বিবাহোৎসব জীবনে এই শেষ। ব্যয় ব্যসনে রাজা একেবারে মুক্তহস্ত হইয়া বসিলেন। অবারিত দ্বার। ইচ্ছা অশন, ইচ্ছা বসন, ইচ্ছা দর্শন যে যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই বিনা আয়াসে পূর্ণ হইতেছে। দীনহীনেরা কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয়লাভ; এ বার দেশের দৈন্য চিরবিদায় হইতে বসিয়াছে। গ্রাম, পল্লী, নগর উৎসবপূর্ণ; গীত, নাট্য, বাদ্যোদ্যম অহোরাত্র চলিতেছে। কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত; কোন বিষয়েরই অভাব নাই। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া

আসিল। বিবিধ প্রকার অলোকসামান্য আলোক-মালায় দেশ-সাধারণ আলোকিত হইতে লাগিল। রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে শুভ লগ্ন; সভা সংস্থাপন হইল। দিগ্দেশীয় রাজন্যবর্গ সমবেত। আচার্য্য, কুলাচার্য্য ও অন্যবিধ নিমন্ত্রিত সামাজিকবর্গ সমস্ত সভাতলে সমাগত হইয়া কালোচিত মধুরালাপ করিতে লাগিলেন। শুভ ক্ষণের ক্ষণ-পূর্ব্বেই বর উদ্বাহোচিত পটমণ্ডপে উপনীত হইয়া যথারীতি বিচিত্রা-সনে উপবেশন করিলেন। কন্যাদাতা ও পুরোহিতগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পবিত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাময়িক কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এখানে অন্দরমহলে সুকুমারী ক্ষণদা নববস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইতেছেন। জ্ঞানদা সুন্দরী স্বয়ং সাজাইবার ভার নিয়াছেন; প্রাণ ভরিয়া প্রাণের ভগিনীকে সাজাইতে বসিলেন। নক্ষত্রখচিত নৈশগগনরূপা নীলা-ম্বরী; ইন্দুসন্দীপ্ত কহিনূর দামিনী-সূত্রে গ্রথিত; যে অঙ্গে যাহা মানায়, সমস্তই পরাইলেন। জ্ঞানদা সারদা-প্রতিমা সজ্জিত করিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন! পদ্মের উপর স্থলপদ্ম বসিল! এ পুষ্প-স্তবকটি মিহিরের পূজায় প্রদত্ত হইতে চলিল! বরসমীপে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইলে, রক্ষরাজ বেদবিহিত মন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। উদ্বাহোচিত কার্য্য সমাধানান্তে সভাসদ্গণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আচার্য্য মহাশয় বরকন্যায় মঙ্গল-ভবনে প্রেরণ করিলেন। জ্ঞানদা আমোদের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুপত্নী, আচার্য্যপত্নী ও প্রতি-বেশিনী কয়টি সধবা কুলকামিনীকে লইয়া বরন, মঙ্গলাচরণ ও যথারীতি স্ত্রী-আচার সম্পাদন করিলেন। অনন্তর বাসর-ব্যাপার। বাসর-গৃহ, ইন্দ্রের বাসর। চাঁদের বাজার মিলিয়াছে! কুসুমনিচয় চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে! বেণু, বীণা-তন্ত্রীচয়ে স্বর সঙ্কুল করিয়া অপ্সরাগণ অবসর চাহিয়া রহিয়াছে! চতুর্দ্দিকে কমল বিকীর্ণ, মধ্যভাগে নবদম্পতি। আশ্চর্য্য! কমলবনে সস্ত্রীক কুমুদিনীনায়ক! আরও আশ্চর্য্য! চন্দ্রোদয়ে নলিনীকুল প্রফুল্লিতা, কুমুদিনী সঙ্কু-চিতা! অথবা আমাদেরই ভুল; নায়ক যে মিহির! দলে দলে

সুকুমার-শিরীষ-কুসুমা কামিনীকুসুম ফুটিতে লাগিল! এ বাগানে সুগন্ধ কুন্দমালিকা জ্ঞানদার অভাব! কামিনীগণমধ্যে বরের গুরু লঘু সকল প্রকার সম্পর্কীয়েরাই সমাগতা। কিন্তু আজ সকলেই এক উপাধি ধারণ করিয়াছেন। গান,, গল্প, হাসিতে আসর তোলপাড় হইয়া যাইতেছে! নৃত্যকারিণিগণ নীল, পীত, লোহিত, গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙ্গের উড়নি উড়িয়া কন্দর্পের বিজয়-নিশানের অভিনয় করিতেছে! কেহ গীতগোবিন্দ গায়ন দ্বারা লজ্জাকে লজ্জাপরায়ণা করিয়া পলায়নের পথ দেখাইতেছে! কেহ বা অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া, ভ্রমর-গুঞ্জনে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বিলাসিতা দ্বারা লালসার পশার বাড়াইতেছে! বাসর বাসবের বাসন্তিক পার্ব্বণের আসর হইল! অদ্য এ স্থান ইচ্ছা-বিলাসিতার সমাধিমন্দির! ইচ্ছামত জীবনের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লইতেছে। কেহ কেহ রুচিমত বরের নাসাকর্ণের আহারাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কোন মহিলা বরের পূজ্যবর পিতা মাতাকে রাম রাম স্মরণীয় বস্তু দ্বারা পরিতোষ-ভোজন করাইতে বসিল; দক্ষিণার ব্যবস্থা পশ্চাতে হইতে থাকিল। কেহ বা একেবারে গয়ায় পিণ্ডদানের প্রস্তাব করিল। কোন মহিলা বরের মাতৃস্থানীয়াদিগকে শারদীয়া নবমীপূজার শাড়ী পরাইতে বসিল। স্বভাব-সলজ্জ শান্তহৃদয়া ক্ষণদা আজ নববধূ; অবগুণ্ঠনে কলাবধূর আকার ধারণ করিয়াছেন! এক বউমা ঠাকুরমার পদ লইয়া কেশরীর ন্যায় কৈশোরসম্পন্না হরিণীকে আক্রমণ করিল! নবোঢ়া সভয়-কম্পিত; লজ্জায় জড়সড়; নিরাশ্রয়া,—যে ডাল ধরে, সেই ডালই ভাঙে! এ যে ডাকাতের দল! যার পানে চায়, সেই চোক্ রাঙ্গায়! কিন্তু অদৃষ্ট ভাল; পরিশেষে যাহা প্রার্থনাতীত, সেই ইহপরকালের আশ্রয় স্বামীর অঙ্কদেশ প্রাপ্ত হইলেন! শাপে বর হইল!

যতই আমোদ হউক না কেন, কিন্তু বরটির মুখে কোন প্রকার আমোদেরই চিহ্ন নাই; তিনি যেন কাহারে হত্যা করিয়া বধমন্দিরে বাস করিতেছেন! কারণ কি? যে আমোদ জরাগ্রস্তকে যুবা করে,

ধোঁড়াকে ঘোড়া করে, সে আমোদ কি প্রমাদস্বরূপ হইল? ইহার হেতু কেহ জান? কে জানে?—এক অন্তর্যামী জানেন, আর ইনি জানেন। আর কেহ জানে তো সে জ্ঞানদা।

ক্রমে যামিনী শেষ যামে পদার্পণ করিল। শিরোভূষণ ইন্দুও প্রিয়তমার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না; একত্রে চলিতে লাগিলেন। তারা-গণ সপত্নীর পতি-অনুকূলতা ও পতির পক্ষপাতিতা দর্শন করিয়া শিশির-পাতচ্ছলে অশ্রুপাত করিতে লাগিল! বৃক্ষরাজি সুধাকিরণে স্নাত হইতেছিল, আশু-অভাব-সম্ভাবনায় পল্লবপাতচ্ছলে তাহারাও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল! সকলই দুঃখিত; কেবল চক্রবাকমিথুন 'দূর হ'ল, পাপ গেল' ইত্যাদি চীৎকারস্বরে তিরস্কার করিতে লাগিল! বাসরবিলাসিনীরাও যামিনীর অনুগামিনী হইলেন। যামিনী-বল্লভের অনুকূলতাদর্শনে কামিনীগণ আপন আপন হৃদয়-বল্লভের অনুকূলতালিপ্সু হইয়া সবেগে চলিলেন। ক্ষণদা মিহিরের অঙ্কে শয়িত। উভয়েই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

সমস্ত নিদ্রিত, জ্ঞানদা জাগ্রৎ কেন? ও কি, জ্ঞানদা? তোমার চক্ষে হাসি একবার ভাসিতেছে, একবার ডুবিতেছে কেন? ও কি?—আবার রাত্রিশেষে কি খুঁজিতেছ?—জ্ঞানদা মাকে খুঁজিতেছেন। গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মাতা কাদম্বিনী একখানি কুশাসনে শয়িত ও নিদ্রিত। পাষাণী প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল! আপাদ-মস্তক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল! যখন চক্ষু ডুবিয়া আসিল, তখন আর তিষ্ঠিলেন না; সাবধানে মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন; তারা ছুটিয়া গৃহপরিবর্ত্তন করিল! গৃহান্তরে শশাঙ্কবদনা ষষ্ঠী দেবী কুমার কার্ত্তিকেয়ের অঙ্কাশ্রয় করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; জ্ঞানদা স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। এক বার, দু বার, দশ বার করিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, আর দেখিব না; দেখিলে চক্ষু লোভসংবরণ করিতে পারিবে না। তখন ঊর্দ্ধে চাহিয়া যুগ্মকরে বলিলেন, বিধাত! আর দ্বিতীয় ভিক্ষা নাই; তোমার ধন, তোমারই

জন্ত, তোমার কাছেই ভিক্ষা করিতেছি, এই দম্পতি তোমার সৃষ্ট-পদার্থমধ্যে প্রধান সম্পত্তি; তুমি স্বয়ং রক্ষা করিও। অন্য রক্ষকের প্রতি ভারার্পণ করিও না; স্বয়ং রক্ষা করিও। আর—আর না;—আর জন্মান্তরে।—

জ্ঞানদা আর তিষ্ঠিলেন না; অঞ্চল হইতে একখানি লিখন লইয়া অতি সাবধানে নিদ্রিত ভগিনী ও ভগিনীপতির—(ভগিনীপতি বলিতে বক্ষ বিদীর্ণ হইল! ভাবিলেন, আমি পাপিনী! আমি দেবতার অবমাননা করিলাম!)—উপাধানের নীচে রাখিলেন। ফিরিয়া—ফিরিয়া না, আবার ফিরিয়া কয় বার দেখিলেন। পাখী শেষ যামের ডাক ডাকিল। জ্ঞানদা বিদ্যুদ্বৎ ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। অদ্য জ্ঞানদার শুভ বিবাহের দিন। প্রত্যূষে স্ত্রী-আচার-ব্যবস্থা আছে। মহিলাগণ আসিয়া যথাস্থানে মিলিত হইলেন। এ আচারে জ্ঞানদার প্রয়োজন। জ্ঞানদার আনয়নজন্য কয়টি প্রতিবেশিনী গমন করিল। শয়নকক্ষ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, জ্ঞানদা শয্যায় নাই। কোন বয়স্যা বলিল, ইনি সেয়ানা; নিজেই উদ্‌যোগী হইয়া সকালবেলার কাজ সারিতে গিয়াছেন। চল, ঘাটে যাই!

অনন্তর তাঁহারা অন্দরঘাটে চলিলেন। তথায় পঁহুছিয়া দেখি-লেন, সেখানেও নহেন। তৎকাল-উপযোগী সমস্ত স্থান সন্ধান করিলেন; উদ্দেশ্য বিফল হইল। ফিরিয়া চলিলেন, পুনর্ব্বার গৃহে উপস্থিত হইয়া, উপর,নীচে, কক্ষ্যায় কক্ষ্যায় খুঁজিলেন; পাইলেন না। পরে খিড়কীর বাগান, অন্তঃপুরপ্রান্তে দুর্গ-প্রাচীরের অপর পার্শ্বে আম্রকানন, অন্তঃপুর-রক্ষয়িত্রী মহাদেবীর সকানন মন্দির, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন; কোথাও নাই। পুরস্থ সমস্ত একত্রিত হইল। ভয়ানক হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। রাণী কাদম্বিনীর পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। অমনি বেগে ছুটিয়া, আহা! আমার জ্ঞানী—আমার জ্ঞানী বেঁচে নাই!—কখনই নাই, বলিয়া,রাণী

ধরাশায়িনী হইলেন! আছাড়ে অঙ্গনিচয় বিচূর্ণ হইতে লাগিল! আর জ্ঞানদা! কই আমার জ্ঞানদা! কই আমার বুকের ধন জ্ঞানদা! কই আমার অনাথার অবলম্বন জ্ঞানদা!—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর চীৎকার ফুটিল না; মূর্চ্ছায় বিবশা হইলেন! দাসীরা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনেক শুশ্রূষার পর রাণীর চেতনা জন্মিল। আবার হাহাকার করিয়া উঠিলেন! জ্ঞানদা! হায়, এখন তো আর জ্ঞানদা বলিতে আমার মুখে বাধে না! এখন তো আর কেহ বাধা দিতেছে না? আমার এখন সে লজ্জা কোথায়? আমার সে লজ্জা কে ভাঙ্গিল? ওরে জ্ঞানি! তুই তো আমার লজ্জা ভাঙ্গিয়াছিলি? আমি মুখ ফুটে ডাকি না বলিয়া কত কাঁদিয়াছিলি, না? আজ তো আমি মুখ ফুটিয়া ডাকিতেছি; আজ তো আমি বুক চিরিয়া চীৎকারস্বরে ডাকিতেছি; কই?—উত্তর দাও কই? তুমি কি রাগ করিয়াছ? তুমি তো কোন দিন বড় কথাটিও বল নাই? এখন কি তোমার রাগের সময়? এখন কি আমার সে দিন আছে? অনাথা মার উপর রাগ? আমি কার পানে চাহিব? জ্ঞানদা সুন্দরি! আহা, আমি তো অমনই করিয়া আর ডাকি নাই? একবার উত্তর দাও!—একবার অনাথা মাকে ভাল করিয়া উত্তর দাও! আমি যাই, জন্মের মত একবার শুনিয়া যাই! মা গো! আমার তো মা নাই? আমার তো বাবা নাই? আমার তো ভাই বন্ধু কেহ নাই? আমার তো তোমরা দুটি। আর বলিতে পারিলেন না। তোমরা দুটি বলিয়া রাণী তীরবৎ দাঁড়াইলেন। সকল দিক্ চাহিয়া চাহিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া আবার চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, কই? ওরে কই? সকলকে দেখিতেছি, আমার ক্ষণা কই? আমার জোড়াভাঙ্গা সোণার সারিকা! আমার পিঞ্জরের শ্যামা পাখী! আমার মানসপটের লক্ষ্মী সরস্বতী! হৃদয়-আদর্শের সীতা সাবিত্রী! আমার অন্তর-আকাশের ধ্রুব তারা! আমার আশা-সরোবরের যুগল পদ্ম! কই? ওরে কে আছিস্?—দেখ্, আমার ক্ষণাকে দেখ্! আমার ক্ষণাও

বেঁচে নাই!—কখনই নাই!—ক্ষণা দিদি ছাড়া কখনই নাই! ওরে জ্ঞানি! তুই কি ক্ষণারেও নিলি? যাও, দুই ভগিনীতে মিলিয়া যাও; আমিও আসিতেছি! এই বলিয়া কাদম্বিনী সেই দাঁড়ানো অবস্থাতেই পতিত হইলেন! দাসী হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারিলেন, নচেৎ এ বজ্রকঠিন শানে মস্তক বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তথাপি অনেক স্থল বিদারিত হইল! একেবারে অজ্ঞান! সকলে ধরাধরি করিয়া নিয়া শয্যায় রাখিলেন এবং নানা প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এ কি—এ কি? এই কি ক্ষণদা বৃন্তস্খলিত স্বর্ণচাঁপা? জীবিত আছে? এ কুসুমকোমলার কোমল দেহে জীবন আছে?—আছে; এখনও আছে। এই যে পদ্মিনীর শিরঃ গ্রীবা মিহিরের উরুভাগে ন্যস্ত; অল্প অল্প শ্বাস পড়িতেছে! আহা, এই যে মিহিরও রাহুগ্রস্ত মিহিরের ন্যায় মসীময় হইয়া মৃণালভ্রষ্ট বিগতপ্রাণা নলিনীকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছেন! মিহির! তুমি সুবুদ্ধি; এ রোদনে ফল কি? সধৈর্য্যে দেখ; ছাড়িও না—জীবন থাকিতে ছাড়িও না। ছাড়িবার ধন নহে! ধনেশ্বরের ধনাগারে এ ধন দুষ্প্রাপ্য! সরিৎপতির রত্ন-ভাণ্ডারে এ রত্নের অভাব! এ সম্পত্তি সুরপতির কোষাগারের অলক্ষ্য! এ রত্নের আদর্শ গোলোকে! এ রত্নের আদর্শ কৈলাসধামে! বাঁচাও; প্রাণ দিয়া ক্ষণার প্রাণ রাখ; ক্ষণা দেব-দুর্লভ রত্ন; তুমি দরিদ্রসন্তান! বড় বিষম ভাগ্যের কথা! সাবধান—শত সাবধান; সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রক্ষা ক'রো। ক্ষণা দিদির জন্য সব পারে;—বিষ খাইতে পারে, অনলে ঝাঁপ দিতে পারে, গলায় ফাঁসি দিতে পারে; তাই সাবধান—শত সাবধান!

হায়! আমরা কারে সাবধান করিতেছি? যাঁর নিজেরই অস্তিত্বের অভাব, তাঁর আবার ভরসা? তিনি নিজেই ক্ষয়িতমূল রসালতরুবৎ! কোমল অথচ দৃঢ়, একটি শ্যামালতায় মাত্র জড়া-

ইয়া স্থির দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে সেই আশ্রয়দায়িনী আশালতাই উন্মূলিতা কি অসিলতায় সমূলচ্ছেদিতা; কে আর তরুবরে রক্ষা করিবে? যিনি নিজেই জীবন দিতে বসিয়াছেন, তাঁর হাতে আবার অন্য জীবনের ভার?—ভ্রান্তি!—জ্বরবিকারের ভ্রান্তি! মিহির নিজেই জীবন্মৃত; তদ্দ্বারা কি হইতে পারে? এক্ষণে তোমরা যত্নবান্ হও! ঐ দেখ,—আহা, ঐ দেখ; ক্ষণা চক্ষু উন্মীলন করিল! চক্ষুর সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক লক্ষণ! এই কি সেই চক্ষু? সেই স্থূল-নিবিড়-নীল-তারা-বক্ষ-শোভিত সজলেন্দীবর চক্ষু কি এই?—এ কি, এ কি!—এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদের দৃষ্টি! চক্ষে অভ্র চকিতেছে! তাড়িত ক্ষরিতেছে! ঐ যে উঠিল,—ধরো! ঐ যে তীরবৎ দাঁড়াইল,—ধরো! আবার সেই ভাবে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না! সে বার মস্তকে লাগিয়াছিল! সীমন্তে সিন্দূরবৎ এখনও রুধির দেখা যাই-তেছে! আহা! সোণার কমল, সোণার মৃণাল, দলে দলে ছিন্ন হইয়া যাইবে! ধরো—সবলে ধরো! আহা, কুসুমকোমলা শোকোন্মাদিনী; রণোন্মাদিনী মহিষমর্দ্দিনীর বল ধারণ করিয়াছে; ধরো! বাতবিকারের বল, তাড়িতের বল, কোন বলই শোকবিকারের বলসদৃশ নহে; ধরো!

কথা শুনিল; সকলেই যাইয়া ক্ষণাকে ধরিল! দুই জন দাসী ক্ষণার দুই প্রকোষ্ঠ ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণার মুখে কথা নাই, চক্ষে নিমেষ নাই, কেবল নাসায় প্রবল শ্বাস অধরদল কাঁপাইয়া চলিল! ক্ষণপরে চক্ষুও চতুর্দ্দিকে ঘূরিতে লাগিল! ঘূরিয়া ঘূরিয়া আবার স্থির হইল। এতক্ষণের পর কথা বাহির হইল; বলিলেন, তোমরা আমায় ধরিয়াছ কেন? আমার কি হইয়াছে? আমি কি সেই আমি না?—এ কোথায় আমি?—এ যমপুরী নয়?—ও কি?—এর উত্তর কি চক্ষের জল? তোমাদের চক্ষে জল কেন? তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে কেন? নাসা ফুলাইয়া ফুলাইয়া শ্বাস ফেলিতেছ কেন? ভয় করিতেছে? আমারও তো ভয় করিতেছে! আমার দিদি কোথা?

আমার ভস্ম করিতেছে; আমার দিদি কোথা? আমার দিদিকে ডাকিয়া দাও,—শীঘ্র দাও;—কই, দিলে না?—এখনও দিলে না? বুঝিয়াছি, দুষ্ট! সব বুঝিয়াছি। তোরা রাক্ষস, আমার দিদিকে খাইয়াছিস্—আমার দিদিকে উদরে পূরিয়া রাখিয়াছিস্! দে,—আমার দিদিকে দে; নচেৎ এখনই উদর চিরিয়া লইব। আমার মাকে খাইয়াছিস্, আমার বাবাকে খাইয়াছিস্, আমার কে আছে?—সব খাইয়াছিস্। আমার মার মত, আমার ভাইয়ের মত আমার দিদিকেও খাইলি? তবে আমায় রাখিলি কেন? আমায় খাইলে কি উদর পূর্ণ হয় না? না হয়, আমার দিদিকে দে;—দে;—এখনই দে। তোরা আমায় খাইলি না? তবে তোদের আমি খাইব;—নিশ্চয় খাইব।

জ্ঞানদার জয়ন্তী। জ্ঞানদার প্রিয়সখী জয়ন্তী ধরাশায়িনী; শোকবিহ্বলা; ধূলিধূসরিতা! কিন্তু ক্ষণদার কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জয়ন্তী দেখিলেন, সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! জ্ঞানদা তো গিয়াছে, ক্ষণদাও যায়,—উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কয় দিন থাকিবে? আহা, কার পানে চাহিব? আর তো চাহিবার বস্তু নাই, আর তো দেখিবার ধন নাই? এই সব যায়!—জয়ন্তী বুদ্ধিমতী; বুঝিতে পারিলেন, বিপদে ধৈর্য্যই একমাত্র বন্ধু। তখন শোক সংবরণ করিয়া সধৈর্য্যে ক্ষণার সম্মুখস্থা হইলেন। বলিলেন, ক্ষণদা! ভগিনি! কি বলিতেছ? পাগল হইয়াছ? ছি ছি, একেবারে লজ্জা, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব খেতে বসিলে?—কি করিতেছ?

"কে ও?—জয়ন্তী! জয়ন্তী দিদি! আমার দিদি কোথা?—আমার দিদিকে কোথা রাখিয়া আসিলে? তুমি তো দিদির সখী? তুমি তো দিদির অঙ্গের ছায়া? তুমি তো দিদি ছাড়া এক দণ্ডও থাক না? তবে কই, তোমাকে দেখিতেছি, দিদিকে দেখি না কেন? তবে কি দিদি আমার নাই?—তবে কি দিদি আমার ছাড়িয়া গিয়াছেন?—না,—কখনই না। দিদি কি সব ভুলিয়াছেন? দিদি কি আমার ভুলিবার মানুষ? দিদি ছাড়া যে আমার জগতে কেহ নাই, দিদি

কি তা পাসরিয়াছেন? দিদি যে ক্ষণার প্রাণ, ক্ষণাও যে দিদির প্রাণ, তা কি দিদি বিস্মৃত হইয়াছেন? দিদি যে ক্ষণার মার কাজ করিয়াছেন, দিদি যে ক্ষণার বাবার কাজ করিয়াছেন, দিদি যে ক্ষণার ভাইয়ের কাজ করিয়াছেন, দিদি যে ক্ষণার সখীর কাজ করিয়াছেন, তা কি তাঁর মনে নাই? দিদি যে ক্ষণাকে মাতৃহীনা, পিতৃহীনা, ভ্রাতৃহীনা হইতে দেন নাই, দিদি যে ক্ষণাকে মুখে মুখে খাইয়ে বাঁচাইয়াছেন, দিদি যে ক্ষণার জন্য একটি দিন মাতৃক্রোড়ে স্থান পান নাই, দিদি যে ক্ষণার জন্য একটি দিন মাতৃস্তন্য পান করিতে পান নাই, দিদি কি তা ভুলিয়াছেন? দিদি! মনে পড়ে কি, তুমি মার কাছে গেলেই আমি তোমায় মারিতাম; তুমি হাসিয়া ফেলিতে?—এক দিন তজ্জন্য মা আমাকে মারিয়াছিলেন, তুমি সেজন্য রাগ করিয়া মার কাছে দুই দিন গিয়াছিলে না? মা যত্ন করিলে বলিয়াছিলে, তুমি রাক্ষসী মা; ক্ষণারে আর মারিলে আমি মরিব! মা কাঁদিয়া তোমার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন, মনে পড়ে কি? সেই শিশুকালের ক্ষণা, সেই শিশুকালের দিদি; তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছ?—কখনই না। দিদি! তুমি এস;—আজ তোমার শুভ বিবাহ। কাল তুমি আমার বিবাহ দিয়া আমোদ করিয়াছ, আজ আমি তোমার বিবাহ দিয়া জীবনের সার্থকতা, জন্মের সফলতা, নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিব! আমার এ আশায় বজ্রক্ষেপ করিও না! আমার চিরসাধে বাদ সাধিও না। কই?—আসিলে কই? দিদি! তবে আমি মরিতেছি, দেখো—দেখো—দেখো। বলিতে বলিতে ক্ষণদা পুনর্ব্বার মূর্চ্ছায় পতিতা হইলেন! দাসীরা ধরাধরি করিয়া পালঙ্কে তুলিল ও প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিল!

অনেক যত্নের পর ক্ষণদার মূর্চ্ছাপনোদন হইল। চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলন করিলেন। অতি ধীরে চাহিয়া চাহিয়া অতি ধীরে বলিলেন, আমার দিদি কই?—এই তো দিদি আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন? এই তো তিনি কত রকম কত কথা বলিলেন? এই তো

আমার হাতে একখানি লিখন প্রদান করিলেন? তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিলাম?—না না;—এই তো।—(তখন হাতের মুট খুলিয়া)—এই তো সেই লিখন? এই তো দিদির হাতের লেখা? দিদি দেবতা; দিদি এইখানেই আছেন; দিদি যান নাই। স্বপ্নের কতক সত্য, কতক অসত্য কখনই নহে। দেখ্—তোরা দেখ্!—ক্ষণদা আবার ধাঁ করিয়া উঠিলেন। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, চতুষ্পার্শ্বে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন। পরে লিখনখানি একবার মস্তকে, একবার ললাটতলে, এক বার বক্ষঃস্থলে আনিয়া রাখিতে লাগিলেন। আর—বিধাতা! হতাশ করিও না; আশা পূর্ণ করিও!—পত্রের কথা শ্রবণে অনেকে আসিয়া যোগ দিল। কেহ বলিল, ইনি পাঠ করুন, কেহ বলিল, উনি পাঠ করুন। ক্ষণা কাহাকেই দিলেন না; নিজেই পাঠ করিতে বসিলেন—সধৈর্য্যে বুকে পাষাণ ধরিয়া পাঠ করিতে বসিলেন।

পত্র।

"প্রাণাধিকা ক্ষণদা!

তোমার দিদি আজ তোমার কাছে কয়টি ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। সাবধান, দেখিও,যেন ভিখারিণী ভিক্ষায় বিমুখ না হয়। ভিক্ষার্থী বিমুখ হওয়া গুরু পাপ। নতুবা রামসীমন্তিনী জানকী দেব-দেবর শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভুয়োভূয়ঃ নিষেধ ত্যাগ করিয়া গণ্ডী অতিক্রমপূর্ব্বক ভিক্ষা দিতে যান কেন? সাধুবাক্য-লঙ্ঘন, গণ্ডী-অতিক্রমণ যে কোন প্রকার বিপদের কারণ, জানকী তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ত্রিপাদ-ভূমিদান যে বিপদের কারণ, দৈত্যেশ্বর বলি ও তাঁহার পত্নী ঠিক বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তদপেক্ষাও ভিক্ষুক-বিমুখে যে শত গুণে বিপদ গুরুতর, তাহা তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতেন; তাই ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। উভয়সঙ্কটে এইরূপই ব্যবস্থা। এ তো সাধারণ ভিক্ষু-কের কথা; কিন্তু তোমার ন্যায় মেয়ের কাছে, তোমার দিদির ন্যায়

ভিখারিণীর ভিক্ষায় বঞ্চনা? এ বড় ভয়ঙ্কর কথা! তাই বলি, সাবধান; দেখিও, ভিখারিণী জীবনের ভিক্ষায় বঞ্চিত না হয়। যে কয়টি ভিক্ষা, নিয়ে দৃষ্টি কর।—

প্রথমতঃ, তোমার জীবন।

দ্বিতীয়তঃ, মিহিরের জীবন।

তৃতীয়তঃ, আমার চরমে পরম-লাভ।

ভগিনি!

তোমার জীবনেই তোমার আমার জীবনসর্ব্বস্ব ন্যস্ত। তোমার জীবনে মিহিরের জীবন। আমার ঐহিক, পারলৌকিক উভয় জীবনই তোমাতে গচ্ছিত। তোমার এক জীবন, বহু জীবনের সমষ্টি। এমন অতুল্য অমূল্য জীবনের প্রতি নিমেষ কালের জন্য অযত্নপ্রদর্শন না হয়। অযত্নে ভগিনীহত্যা, স্বামিহত্যা, আত্মহত্যা! এ অক্ষয়—অমোঘ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি সীতা সাবিত্রীর স্থানীয়, তোমাকে কলঙ্কিনী না হইতে হয়। ইহাই আমার প্রথম ভিক্ষা।

মিহির তোমাতে জীবন, যৌবন, মন সমস্তই অর্পণ করিয়াছেন। আবার তদ্বিনিময়ে তুমিও তাঁহাতে সমস্ত অর্পণ করিয়াছ। পরস্পর মালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই উভয়ের জীবন বদল করিয়া বহন করিতেছ। তোমার বিনাশে, মিহিরের বিনাশ। মিহিরের জীবন তোমাতে গচ্ছিত। তাই বলি, ভগিনি! এমন অতুল্য অমূল্য সেই গচ্ছিত ধনে হারাইও না। ইহাই আমার দ্বিতীয় ভিক্ষা।

আমার চরমে পরম-লাভ। তোমাদিগের দাম্পত্যই আমার চরমের পরম-সম্পত্তি! আমি অজ্ঞান, সদসদ্বিবেচনাবিহীন! যাগ, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা জানি না, জানিতে মনও হয় না। আমার চিরবিশ্বাস—তোমাতে প্রেমস্থাপন, তোমাতে শ্রদ্ধাসংরক্ষণ; তোমাতে বিশ্বাস-সন্নিবেশনই আমার স্বর্গ! তোমার লালন পালন, তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিপোষণ, তোমার শোক, দুঃখ, ভয়াপনোদনই আমার অপবর্গ! তাহা হইয়াছে; আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে! আমি অদ্য যাহা দেখিলাম,

নয়ন মন পূরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাই আমার চরমের পরম-লাভ। চন্দ্রের কোলে রোহিণী! লক্ষান্তরে পদ্মিনী দেব দিবাকরের অঙ্ক-শায়িনী! দেখিলাম—যাহা দেখিবার দেখিলাম—আমার সুখের সীমান্ত-দেশ দেখিলাম! আমি এক্ষণে পূর্ণকাম। আমার আর কামনা কি! ভগিনি! এক্ষণে চলিলাম! তোমার কাছে চিরবিদায় হইলাম! কেন হইলাম?—তবে শুন; আজ মন খুলিয়া বলিব—আজ বুক চিরিয়া অন্তরের কথা বাহির করিয়া বলিব! আজ চতুর্ব্বর্গের ফল আমার হাতের মুটে! কারে ভয়? তবে শুন; তোমার যিনি প্রাণেশ্বর, আমারও তিনি প্রাণেশ্বর! কিন্তু ইহজন্মে নহে; জন্মান্তরে দুই ভগিনীতে মিলিয়া প্রাণেশ্বরের পদসেবা করিব। তুমি পরিণীত বরে পাণিদান করিবে না, তোমার এ প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে? সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণের কাল জন্মান্তর; সেই জন্মান্তরে, তৎপরজন্মজন্মান্তরে—অনন্ত কাল এই অনন্ত গুণময় স্বামিপাদপদ্ম পূজা করিয়া অনন্ত সুখ লাভ করিব! কিন্তু ইহজন্মে নহে। তোমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া পরিণয়-সুখ ভোগ করিব? তাহা হইলে আর ধর্ম্ম কি? তাহা হইলে আর তোমায় ভালবাসিলাম কি? তাহা হইলে আমি রাক্ষসী নয় তো কি? তোমার দিদির কি সেই কাজ? তোমার দিদি হইতে যে পারিয়াছে,তদ্দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট?—কখনই নয়। আর কার সাধ্য? তোমায় ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবে, কার সাধ্য! তোমার প্রতিজ্ঞায় বিস্মৃতি?—তোমার ধারণাকে জয় করিবে, এমনই বিস্মৃতি?—সহস্র জনের সহস্র বিস্মৃতি একত্রিত হইলেও নহে। তুমি নিশ্চয় জীবন বিসর্জ্জন করিতে। ধর্ম্মবিরোধে কাহারও অনুরোধ লইতে না। লইলেও, তোমার পাষাণী দিদি লইতে দিত না। সুতরাং মৃত্যু! আমি তোমার মৃত্যু বসিয়া দেখিতাম? মুহূর্ত্তকাল?—পাপহৃদয়ে?—পাপজীবনে? ছি ছি,জ্ঞানী ক্ষণার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; কখনই নয়! জ্ঞানীর ভালবাসা আছে, দয়া আছে, মমতা আছে, ধর্ম্ম আছে! যদি তাহাই না থাকিবে; তবে জ্ঞানী আজ আত্মবিসর্জ্জন দিয়া চলিল কেন? কেহ মনে করিও না, আত্মত্যাগজন্য যশোলিপ্সু হইয়া জ্ঞানী চলিল।

কখনই না। জ্ঞানীর আত্মত্যাগ কোথায়? জ্ঞানী ভয়ানক স্বার্থপরায়ণা! জ্ঞানীর আত্মত্যাগ নহে; জ্ঞানী আত্মরক্ষায়, স্বার্থরক্ষায়ই চলিল! কেহ কি জানে না যে, জ্ঞানীর আত্মা ক্ষণদাতে প্রদত্ত হইয়াছে? ক্ষণদার রক্ষায় জ্ঞানীর আত্মরক্ষা নয়? কেহ না বুঝিলে, তিনি পাষণ্ড!! জ্ঞানী আত্মরক্ষায়ই চলিল। জ্ঞানী যুবতী, কালোচিত লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না? তবে নারীজন্ম ধারণ করিয়াছিল কেন? নারীদিগের সাধ্বীনাম হইয়াছিল কেন? বালবৈধব্যারা কি করিয়া সহ্য করে?—হায়, কি বলিলাম,—কি কুশব্দ করিলাম, বিধবা? পাপরসনে! শতধা বিভক্ত হও! বিধাত! পাপিনীরে পাপে উদ্ধার কর! আর বলিব না; আমি ভাগ্যবতী সধবা! আমা অপেক্ষা শতগুণে গুণময়ী ভার্য্যা পতিবক্ষে রাখিয়া চলিলাম। কেনই ভাগ্যবতী না হইব? ক্ষণদা, ভগিনি! চলিলাম; যাহা যাহা বলিলাম, ভুলিও না। বিদায়কালে আর একটি ভিক্ষা;—ধর্ম্ম চাহিয়া বলিতেছি, তুমিও ধর্ম্ম চাহিয়া কার্য্য করিও; কখনই ভিন্নরূপ করিও না। আমি চলিলাম, এজন্য তুমি যার-পর-নাই কাতর ও শোকাকুল হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইবে না, ইহাই আমার কায়মনের ভিক্ষা। আমি নিশ্চয় জানি, তোমার চক্ষের জলই আমার স্বর্গপথ-অবরোধের কারণ! তোমার রোদন, তোমার শোকবেগ, তোমার অবিবেকই আমার নিরয়গমনের একমাত্র হেতু! তাই বলি—জন্মের মত বলি, আমার শেষের ভিক্ষায় বিমুখ করিও না! দিদির সর্ব্বনাশ করিও না! আমি সকল শোক—সকল কষ্ট তোমার মুখপানে চাহিয়া, তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া পাসরিয়াছি! তুমি কি এ হতভাগিনী——না, না।—আমি হতভাগিনী হইব কেন? তুমি কি দিদিকে মনে রাখিয়া এ শোক পাসরিবে না? তাহা হইলে তুমি——আর—আর ভগিনি! আমার মাকে—তোমার আমার অনাথা মাকে দেখিও! মা যেন আত্মঘাতিনী না হন, দেখিও! মাকে কি ভাবে রাখিয়া——মা যেন জলে কি অনলে ঝাঁপ না দেন, দেখিও! মার তুমিই থাকিলে;—ইহপরকালে

তুমিই থাকিলে!—তাই দেখিও।—ওঃ—আর না!—আর মিহির!—আর না—আর—পারি না—চলিলাম!

জ্ঞানদা।"

পত্র পাঠ শেষ হইল; জীবনেরও বুঝি শেষ হইল। ক্ষণদা দিদি বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন! ক্ষণদাকে এ বার ভীষণ মূর্চ্ছায় আক্রমণ করিল! জ্যৈষ্ঠের ঝড়; চ্যুতলতিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল! কি আশ্চর্য্য, কমলে কাঠিন্য? চাঁদে বিকট ভাব? ক্ষণদার হস্ত দৃঢ়মুষ্টি ধারণ করিল! অধরের কিয়দংশ দশন-নিষ্পেষণে ক্ষত ও রুধির-সিক্ত হইল! মাধবীলতা, বিদ্যুল্লতার বল ধারণ করিল! মৃণাল-বাহু, মত্ত-করিকরের ন্যায় চালিত হইতে লাগিল! কে ধরিয়া রাখিবে? বহু শুশ্রূষার পর অঙ্গনিচয় শিথিল হইয়া পড়িল! হায়! নবনীত-দেহে কি জীবন আছে?—আছে—আছে। ঐ যে সায়াহ্নের কুমুদের ন্যায় অল্প অল্প দল খুলিতেছে! শুশ্রূষা কর,—প্রাণপণে পরিচর্য্যা কর!

বহু পরিচর্য্যা, বহু মুষ্টিযোগ প্রয়োগের পর ক্ষণদা উঠিয়া বসিলেন। আবার—আবার—আবার দিদি!—আবার দিদি!—বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়, আমার এমন দিদি!—কল্পনার অতীত আমার দিদি! এরূপ স্বর্গীয় সুদুর্লভ ভাব মানবীতে? এমন অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ স্ত্রী-জাতিতে? রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মা জানকী বলিয়াছিলেন, আমি যখন যেখানে যে ভাবে থাকি না কেন, যদি শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলে আর কোন প্রকার শোক দুঃখই আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে না! আর্য্যপুত্রের কুশল সংবাদে আমি পরম সুখে থাকিব! হায়! সেই এক কথা, আর এই এক কথা! আহা, কস্মিন্ কালেও আর এমন মূল্যবান্ কথার অবতারণা হয় নাই! কিন্তু মা জানকীর কথা শুনিয়াছিলাম;

এ দেখিলাম, ততোঽধিক দেখিলাম! হায়! এরূপ আত্মত্যাগ, এরূপ স্নেহের পরাকাষ্ঠা, এমন মহামহিম মূর্ত্তির আলেখ্য বিধাতার লক্ষ্যে থাকিতে পারে; অন্যে অসম্ভব! হায়, সেই দিদি আমার—সেই দিদি আমার কাছে ভিখারিণী?—রাজরাজেশ্বরী দিদি আমার, আমার কাছে কাঙ্গালিনী? সেই দিদির যাচ্ঞা—সেই দিদির অনুরোধ আমা হইতে রক্ষা হইতেছে না?—এই পাপিনী হইতে দিদির সামান্য কথাটি রক্ষা হইতেছে না? যে ব্যক্তি মান দিল, প্রাণ দিল, ঐশ্বর্য্য দিল, সংসারের সার স্বামিরত্ন বিলাইল, তাঁর সামান্য কথাটি রক্ষা হইতেছে না? পাপ-চক্ষে তথাপি জল?—পাপ-কণ্ঠে তথাপি রোদন?—থামিল না?—কিছুতেই থামিল না?—দিদির স্বর্গের পথ-অবরোধকারীর দমন করিতে পারিলাম না? তবে দেখ্—তবে দেখ্, পারি কি না পারি। আমি বিষ খাইব, আমি অনলে প্রবেশ করিব, আমি অকূলে ঝাঁপ দিব! এই ঝাঁপ দিলাম!—বলিয়া ক্ষণদা প্রকৃতই ঝম্পপ্রদান করিলেন! সকলে হাহাকার করিয়া ধরিল!

দূর হইতে, কই?—আমার ক্ষণা কই?—আমার মা কই?—আমার বুক্-জুড়ানো ধন কই?—আমার কোলের পুতুল অতুল-নিধি কই? দেখা!—একবার দেখা! তবে কি আমার ক্ষণাও নাই?—ক্ষণাও কি রাগ করিয়াছে? ক্ষণাও কি জ্ঞানীর ন্যায় অনাথা মার উপর রাগ করিয়াছে? কেন?—ক্ষণাকে ডাকিতে এক দিনও তো লজ্জা কি ভয় করি নাই? ক্ষণাকে তো জেদ করিয়াও কত উচ্চ ডাক ডাকিয়াছি? সে কেন?—তবে কি সে দিদির পক্ষপাতী?—অনাথা মার প্রতিপক্ষে দিদির পক্ষপাতী? যাই, এখনই দেখিব! অনাথার অত দৌরাত্ম্য? যাই!—বলিয়া কাদম্বিনী উন্মত্তার ন্যায় ক্ষণার গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

ও কে?—ও কে?—ক্ষণা তীরবৎ দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কে? ও কে?—মা? আমার মা আসিয়াছ?—মা!—

মা! আমার দিদি?—আমার দিদি?—আ—মা—র—দি—দি?—আর কথা বাহির হইল না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইল! প্রতিমা ঢলিতেছিল; অমনই কাদম্বিনী বহুলতায় জড়াইয়া ধরিলেন! ক্রোড়ে তুলিয়া বারংবার মুখচুম্বন করত বলিতে লাগিলেন, এই তো আমার শোক-পাসরা ধন!—এই তো আমার নিত্যপদার্থের গঠিত বক্ষের সুখ-প্রতিমা! মরিতে পারিলাম না!—এ ধন ফেলিয়া মরিতে পারিলাম না! জ্ঞানী! তোর সঙ্গে যাইতে বুঝি পারিলাম না? ক্ষণাকে কারে দিয়া যাইব? এ ধন কার কাছে রাখিয়া যাইব? জ্ঞানী! তুই পারিলি, কিন্তু আমি পারিতেছি না কেন? আমি মা হইলাম কেন? তোরা কেন আমার মা হইলি না? তাহা হইলে তো আমাকে আর এ বিপদে পড়িতে হইত না! দারুণ বিধি! জন্মজন্মান্তরেও যেন এ হতভাগিনী পাপিনীকে মা হইতে না হয়!

গুরুপত্নী অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, বৎসে কাদম্বিনি! মাত! ক্ষান্ত হও! তোমাকে এরূপ দেখিলে ক্ষণদাও বাঁচিবে না! এক্ষণে ক্ষণদার জীবন যাহাতে রক্ষা হয়, তাহাই দেখা উচিত। যাহা যায়, কখনই আর ফিরিয়া পায় না! যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহার আর খণ্ডন নাই! তুমি যদি ইহার সাক্ষাতেও যাইতে পার, তোমার সৌভাগ্য! শোকে শোককে ডাকিয়া লয়। তাই বলি, আর শোক করিও না! যাহাতে উপকারের লেশ মাত্রও নাই, ক্ষতির একশেষ, সর্ব্বনাশ বলিলেও হয়, এরূপ কার্য্য বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতীদিগের কর্ত্তব্য নহে। আর শুন, রাজা একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন! রাজার অভাব হইলে রাজ্য ছারখার হইবে! এক্ষণে রাজার জীবনরক্ষার প্রতি সকলকেই যত্নবান্ ও যত্নবতী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজার এ শোকের কারণ তুমি; এ শোক নিবারণের উপায়ও তুমি! রাজা তোমার শোকেই বিশেষ শোকাকুল! রাজার আজ কি না মনে পড়িতেছে?—তুমি আজ অনাথা! রাজার ইহাই শোকের বিশেষ কারণ! তিনি আপনাকে আপনি যার-পর-নাই অপরাধী বলিয়াই

আর্ত্তনাদ করিতেছেন! অতএব চল, তোমাকে যদি কিঞ্চিৎ শান্ত দেখেন, তাহা হইলেই রাজা অনেকটা প্রবোধিত হইবেন।

রাণী ইষ্টদেবীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন, মাত! আমি তো সকল দিক্ই হারাইয়া বসিলাম! আমার উপায় কি হইবে? আমার ক্ষণাও কি ছাড়িয়া যাইবে? ক্ষণাকে কার কাছে রাখিয়া যাই? ইষ্টদেবী বলিলেন, মাত! তুমি কিঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন কর, তাহা হইলেই সকল দিক্ সংরক্ষণ হইবে। এই যে ক্ষণদাও শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ভগিনি ক্ষণদে! স্থির হও। যাহা ঘটনীয়, তাহাই ঘটিয়াছে। অবশ্যম্ভাবীর অন্যথা নাই। তুমি বুদ্ধিমতী; শিশু হইয়াও দয়ায়, ধর্ম্মে, রীতি চরিত্রে প্রবীণার ন্যায় হইয়াছ। তোমার মার উপায় তুমি ভিন্ন আর নাই। এক্ষণে প্রধান ধর্ম্মই তোমার মার জীবন-রক্ষা। তোমার জীবনেই মার জীবন! তোমার মুখখানির শান্ত ভাবেই ইহার রক্ষা। নচেৎ তোমাকে মাতৃহত্যার পাপে পরিলিপ্ত হইতে হইবে। তাই সাবধান হইয়া মার শোকাপ-নোদনের চেষ্টা দেখ।

ক্ষণদা গদগদস্বরে বলিলেন, দেবি! আমি যে মার পানে চাহিতেই পারিতেছি না?—মাকে মনে করিলেই যে আমার সকল উছলিয়া উঠে! মা গো!—(মার পদ গ্রহণ করিয়া)—মা গো! তোমার পায় পড়িয়াছি; আমি আর কাঁদিব না। কেন কাঁদিব? দিদি তো তোমার কাছেই আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন? এক্ষণে তুমি যদি শোক কর, তুমি যদি কাঁদ, তাহা হইলে আমি মরিব! কাদম্বিনী ক্ষণার মুখখানি ধরিয়া বলিলেন, না মা! তুমি আমার বুকে শান্ত হইয়া থাকিলে আমি কাঁদিব না। বলিলেন বটে, কিন্তু এ বার দোঁহে মিলিয়া আরও বেশী পরিমাণে কাঁদিতে লাগিলেন! ইষ্টদেবী বলিলেন, বৎসে কাদম্বিনি! তোমায় বলিলাম কি?—রাজা কি ভাবে আছেন, একবার জানিয়া লওয়া উচিত নয়? কাদম্বিনী চকিত হইয়া বলি-লেন, মাত! আমার অপরাধ হইয়াছে; চলুন। ক্ষণদা! মা!

তুমিও চল না? ক্ষণা বলিলেন, চলুন, আমি যাইব। অনন্তর সকলে একত্র হইয়া রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন।

রাজা উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া ছুটিয়া এক বার কতক দূর অগ্রসর হইতেছেন, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সহচরগণ, পারিষদ্‌বর্গ নানাবাক্য, নানাপ্রকার কৌশল দ্বারা রাজাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন প্রকারেই ফল দর্শিতেছে না! রাজা নিঃসন্তান; অপত্যস্নেহ কিরূপ, জানিতেন না; অচলতনয়ার ন্যায় ভ্রাতৃতনয়া লাভ করিয়া অধুনা সেই অচল-স্নেহের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সংসার অসার নৈরাশ্য-শ্মশানবৎ মনে করিতেন; কন্যারত্নের আবির্ভাবে, তাহা অনন্ত সুখাশ্রম হৈমবত রাজ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল! আবার সেই শ্মশান!—সেই নৈমিষারণ্য-অন্তর্হিতা সীতার সমাধিস্থল! রাজ-পারিষদ্‌গণের প্রতি শোকব্যঞ্জক উদ্ধতস্বরে বলিলেন, তোমরা আমায় কি প্রবোধ দিতেছ? তোমরা এ দিক ও দিক্ চাহিয়া কিছু দেখিতেছ না? আমার কি আছে?—আমি কল্পিত সুখেও বঞ্চিত! আমার পক্ষে ক্ষণিকমাত্র সুখস্বপনেরও অস্তিত্ব থাকিল না! পরসুখে সুখী হইতেও আমি অনধিকারী! আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ, আমার মত দুরদৃষ্ট জগতে আর কি সৃষ্ট হইয়াছে? এক্ষণে শোকপ্রশমন বাক্যে বিরত হও। কায়মনে আমার মৃত্যুকামনা কর। হায়, আমি কি কুলাধম, কুলগ্লানি! কি করিয়া লোকে মুখ দেখাইব? এ বিষমুখ, এ কালমুখ আর কি জনসমাজে বাহির করিতে পারিব? হায়, আমার ঘরে যে কালাগ্নি জ্বলিতেছে; আমি পাপাত্মাই জ্বালাইয়াছি! এর কি নির্ব্বাণ আছে? আমাকে পরকালেও এ কালাগ্নির জ্বালা অস্থিতে অস্থিতে বহন করিতে হইবে! হায়, আমি নিষ্ঠুর,—যম হইতেও নিষ্ঠুর! আমি সহোদরঘাতী, আমি মাতৃঘাতী! সাক্ষাৎ সাবিত্রী বধূ কাদম্বিনী; আহা, মার সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশই তো আমা হইতে হইল! সতী সত্যবতীর নিঃশ্বাসে মৃত্তিকাও তো দগ্ধ হইবে! সতী বৈদেহীর শোকাশ্রু!—বড়বানল! দহ্যমান প্রেতাগারে কি করিয়া

লক্ষ্মী থাকিবেন? আর জ্ঞানদা মা আমার লক্ষ্মী! মা আমার সতী অরুন্ধতী! মা আমার ধর্ম্মের আদর্শমূর্ত্তি! আমি কেন মার অভিপ্রায়-মত কার্য্য করিলাম না? আমার দোষেই তো এ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? আমি জানিয়া কেন মাকে ধর্ম্মচ্যুতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? আমি কেন ঐশ্বর্য্যাভিমানে ভিন্ন বর আনয়ন করিলাম? আমার কি সেই মা?—মা আমার আদ্যা সতী, আদ্যা প্রকৃতির অংশরূপিণী ছায়া! কি করিয়া দেব দিবাকরের ইতরে কর দান করিবেন? মা—জ্ঞানদা! তুমি এস; আমি তোমার সন্তান। আমি তোমার অনভিমত কার্য্য আর করিব না; আমি ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া তোমার ধর্ম্মপথে কণ্টক হইব না। মা! এস, আমার কলঙ্কে উদ্ধার কর; আমার আত্মঘাত্ মৃত্যু নিবারণ কর; আমার পরকাল রক্ষা কর। মা! এস—এস, নচেৎ উর্দ্ধে থাকিয়া দেখ, তোমার হতভাগ্য জ্যেষ্ঠ-তাত কিরূপে আত্মঘাতে জীবন বিসর্জ্জন করে! আর সহ্য হয় না!—বলিয়া বক্ষে ললাটে দারুণ করাঘাত করিয়া রাজা মূর্চ্ছায় পতিত হইলেন!!

ক্রমে তিন চারি দিন গত হইল। রাজা ও রাজপরিবারগণ নানা-প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন! যে উৎসবময়ী নগরী হইতে অমিয়-কণ্ঠ অপ্সরাগণের সঙ্গীত-লহরী প্রবাহিত হইত, এক্ষণে সে স্থান হইতে ভীষণ শ্মশানপুরীর ন্যায় অহর্নিশ শোকময় বিলাপধ্বনি বাহির হইতে লাগিল! জলপথে, স্থলপথে যত সন্ধানকারী প্রেরিত হইয়াছিল, ক্রমে সমস্তই অকৃতকার্য্য মৃতপ্রায় ফিরিয়া আসিল! কোথায় পাইবে? জ্ঞানদা কি জীবিত আছেন? দেবী প্রতিমা অকূলে বিসর্জ্জিত অথবা অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছেন! দেবতার ধন দেবতারা লইয়াছেন! যাহা যায়, আর কি ফিরিয়া পায়? এক্ষণে পৌরজনের জীবনরক্ষায় যত্নবান্ হও। ক্ষণা, মিহির, কাদম্বিনী ইঁহারা বিগতপ্রাণ না হন, তাহারই চেষ্টা দেখ। কার্য্যত তাহাই হইল। কি রাজা, কি মন্ত্রী, কি

পুরবাসিনী, কি প্রতিবেশিনী সর্ব্বদা প্রাণপণে তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দিন দিন করিয়া মাস গত হইল। এক মাস দু মাস করিয়া বারো মাসে বৎসর পূর্ণ হইল। ক্রমে বৎসর গত হইতেও চলিল। কাল কাহারও বশ্য নহে; কালের অবারিত স্রোত সমান গতি চলিতেছে। এই বিগত-কালমধ্যে কত ভাঙ্গিল, কত গড়িল; কিন্তু কাল সেই কালই থাকিল! কালের ভাঙা গড়া কিছুই ঘটিল না! কাল নিত্য পদার্থ; কালের মুখে সকলই লয় পায়, কাল কাহারও মুখে লয় পাইবার নহে! শোক তাপ যে অলক্ষ্য আকারশূন্য, তাহাও ঐ অক্ষয়-করাল-মুখে বিনাশ-প্রাপ্ত! পৌরজনগণ অনেকেই প্রবোধিত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ একেবারেই শোক তাপের হাতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন! রাণী কাদম্বিনী বৎসরমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকগমন করিলেন! রাজা হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতৃবধূ কাদম্বিনীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য মাতৃকার্য্যের ন্যায় সমাধান করিলেন। শোক-মোহে রাজা ক্রমশঃ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইতে লাগিলেন! রাজা বিচক্ষণ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে আর অধিক দিন ইহজগতে থাকিতে হইবে না; শেষের দিন নিকটস্থ হইয়া আসিতেছে! মনে করিলেন, সকলই শেষ হইল; এক্ষণ জীবনে মাত্র দুটি কার্য্য।—একটি রাজ্যের ব্যবস্থা, অপরটি পরমাত্মায় আত্ম-সংযোগ। মনে মনে স্থির করিয়া স্বদেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদ করিলেন। আহুত বান্ধবগণের একদা সমবেতজন্য বিলম্ব হইতে লাগিল। এ দিকে রাজা অকস্মাৎ উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন! অশুভ সংবাদ কাহাকেও বলিতে হয় না; অতি অল্পকালেই যেন আপনা হইতে সে দিগন্তব্যাপী

হইয়া পড়ে। বান্ধবগণ এ সংবাদে আর অপেক্ষা করিলেন না; অতি ব্যস্তে সমস্তই আসিয়া একদা সমবেত হইলেন। রাজা মধ্যগত থাকিয়া প্রত্যেককে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, আমি যে নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, আপনারাও কেহ দয়াপরবশ,কেহ বাৎসল্যরস-বশবর্ত্তী, কেহ স্নেহের পাত্র স্নেহলাভার্থী হইয়া যে জন্য আগমন করিয়াছেন, আমি তৎসম্বন্ধীয় কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। আমার আর অধিক কথা বলিবার শক্তি নাই, এক্ষণে শ্রবণ করুন।

বহু শতাব্দী হইতে আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণ এই কূর্ম্মদ্বীপের একাধিপত্য লাভ করিয়া যথোচিত সম্মানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। শতাধিক পুরুষমধ্যে এ বংশে কাহাকেই নিঃসন্তান হইতে হয় নাই; কিন্তু এই হতভাগ্য হইতে সেই ধারাবাহী বংশ-স্রোতের অবরোধ ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে! আমি নিঃসন্তান! পরিশেষে দুইটি ভ্রাতৃকন্যা মাত্র অবলম্বন ছিল; কর্ম্মদোষে তাহারও একটি হারা হইয়াছি! অপরটি বালিকা; প্রিয় সুহৃৎ সুধীবরের পুত্র মিহিরের সহিত তাহার পরিণয় নিবদ্ধ হইয়াছে। মিহির অতি সুবুদ্ধি ও সুপাত্র! আমি চলিয়াছি—আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে আমার ইচ্ছা, এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই সুহৃৎপুত্র জামাতা মিহিরকে অর্পণ করিয়া যাইব। মহোদয়েরা পরম বান্ধব ও বিচক্ষণ। মহাশয়দিগের সাক্ষাতেই মিহিরকে আমার স্থানীয় করিয়া যাইব মানসে আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল মহোদয়গণেরই অনুমতির সাপেক্ষ। সভাসদ্গণ অকপটে একবাক্যে বলিলেন, মহারাজ! উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন। মিহির এ পদের সর্ব্বতোভাবে যোগ্য পাত্র। মিহির দ্বারা রাজমর্য্যাদা যে সম্পূর্ণ রক্ষা হইবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। আমরা পরমাহ্লাদের সহিত এ সম্বন্ধে মত প্রদান করিলাম। রাজা বলিলেন, ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করন। আমার আর একটি প্রার্থনা,—মিহির বালক; বালকের

প্রতি গুরু ভার ন্যস্ত! আমার ন্যায় মিহিরের উপর যেন মহোদয়গণের স্নেহ-দৃষ্টি থাকে। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—বলিয়া সভাসদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করিলেন। রাজা ইতিপূর্ব্বেই মিহিরের জন্য অনেক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দূতসহ মিহির রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্নেহবাক্যে বলিলেন, বৎস! সভাস্থ মহোদয়গণ সমস্তই তোমার নমস্য; যথারীতি নমস্কার কর। মিহির প্রত্যেককে বিনীতভাবে নমস্কার করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণ দ্বারা প্রত্যেককে পরিতৃপ্ত করিলেন। সভা স্থির ভাব অবলম্বন করিলে, রাজা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, বৎস মিহির! আমি যাহা বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি যাইতেছি; ইহজগতে আর অধিক দিন আমাকে বাস করিতে হইবে না। সময় আগত; বলিবার এই সময়। এই মহাত্মা-গণসমক্ষে বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণাধিক! প্রাণাধিকা ক্ষণদার যেরূপ অধিকারী হইয়াছ, অদ্য হইতে সেইরূপ আমার সমস্ত বিষয়েরই তুমি অধিকারী হইলে। মিহির ঊর্দ্ধে চাহিয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন; পরে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। সভাস্থ সমস্ত, যুবরাজ মিহিরের জয়—বলিয়া আনন্দধ্বনি করিল। রাজা বলিলেন, বৎস! যেমন তোমাকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিলাম, এক্ষণে তুমি আমার স্থানীয়; তেমনই কয়টি উপদেশ-বাক্যেরও তোমায় অধিকারী করিয়া যাইতেছি। তুমি বুদ্ধিমান্; ভরসা করি, ভুলিবে না।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। যথা—

"যৌবনং ধনসম্পত্তী প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং॥"

যৌবন।

যৌবন কাল স্রষ্টা বিধাতার একপ্রকার নূতন সৃষ্টি! মানবজীবনের

নূতন সংস্করণের নূতন কালবিশেষ। এ সময়ের সমস্ত নূতন! যেমন বসন্তকালে তরু, গুল্ম, তৃণ, তটিনী, তড়াগ প্রভৃতির নূতন অবয়ব, নূতন শ্রী, নূতন গঠন লক্ষ্য হয়, জীবসাধারণেরও তেমনই বটে। বিশেষতঃ মনুষ্যাবয়বের অভিনবত্ব ঐরূপ স্পষ্টই প্রতীয়মান! যেহেতু সচরাচর ইহাই বিশেষ লক্ষ্যস্থানীয়! এই কালে শরীর সর্ব্ব-প্রকারে উন্নত ও আয়তনে বৃহৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে! অবয়বের দৈর্ঘ্য ও স্থূলত্বের সঙ্গে সঙ্গে কি বাহ্যিক কি আভ্যন্তরিক, সমস্ত পদার্থেরই যেন আকার উন্নত, ও বিশালতায় পরিপূর্ণ হয়। এ সময়ে আশা, লিপ্সা, হিংসা, জিঘাংসা, ঈর্ষা, জিগীষা প্রভৃতি ষড়নায়িকা অতিশয় উত্তেজিতা হইয়া উঠে। স্থূলবুদ্ধি অবলাজাতি, ভর্ত্তাদিগের রুচিভেদে তাহাদিগেরও রুচিভেদ ও তত্তদ্‌গুণবিশিষ্টা হয়। প্রাবৃটের মেঘ অতিশয় প্রখর; ঘন-মানোন্মাদিনী দামিনীও তদ্রূপ প্রখরা বটে। আশাদি ষড়নায়িকা অতিশয় পতিসোহাগিনী; আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অধিনায়কগণও প্রণয়িনী পত্নীগণের হৃদয়ের যত্নের আদর্শ বস্তু! সুতরাং পরস্পরের তেজে পরস্পরই উত্তেজিত হইয়া সমধিক স্থূলত্ব ও গুরুত্ব লাভ করে। আশ্রয়ের গুণেই আশ্রিতের বৃদ্ধি! ইন্দ্রিয় কি অতীন্দ্রিয়গণও এ সময়ে ইন্দ্রত্বের অধিক প্রভুত্বপরিলুব্ধ হইয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করে। বাল্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! পক্ষান্তরবৎ পরিবর্ত্তন! অথবা জোয়ার ভাটার পরিবর্ত্তন! এই নদী শুষ্কময়ী সৈকতের ক্রোড়ে লুক্কায়িত, আবার দেখিতে দেখিতে টল টল করিয়া তীরকে আলিঙ্গন করিতেছে! যে কণ্ঠ আজ মধুকণ্ঠসদৃশ সম্বচ্ছ, সুললিত ও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, কাল সেই কণ্ঠই হতুম বিহঙ্গমবিশেষের বিকৃত কণ্ঠের ন্যায় অতিশয় স্থূল ও শ্রুতির অপ্রীতি-কর! আশ্চর্য্য! সমস্তই সেই সেই; অথচ সেই কি এই—স্বপ্নবৎ ভ্রমাত্মক! সেই দর্শনেন্দ্রিয়? এক্ষণে অনঙ্গদৃষ্টি; কেবল বিলাস-সামগ্রী পরিদর্শনে সতৃষ্ণ! সেই শ্রবণেন্দ্রিয়? কেবল বিলাস-সঙ্গীত, বিলাস-মন্ত্রণা, বিলাস-সন্দর্ভ শ্রবণ-লিপ্সু! সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়? এক্ষণে

কেবল বিলাসকর পরিমল আঘ্রাণেই ব্যগ্র! সেই রসনেন্দ্রিয়? এক্ষণে বিলাসপ্রদ মাদকবিশেষের রসাস্বাদনেই উন্মত্ত। সেই ত্বগিন্দ্রিয়? এক্ষণে কুশুমরস, চন্দনরস ইত্যাদি বিলাস-প্রলেপন ও অভিলষিত বিলাস-বিভ্রম-লালসাঙ্গিনীর সুকোমল সুখস্পর্শ সেবনেই প্রলোভিত! এ সময়ের প্রকৃতি দেবীও নবীনা বারবিলাসিনী অপদেবী অপ্সরার ন্যায় নূতন রুচিপরায়ণা হন। ভ্রমর যেমন মকরন্দ-সন্ধানে ত্রিসন্ধ্যা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে, এ সময়ে অতীন্দ্রিয় মনও তেমনই স্থানে স্থানে বিলাস-মধুর-রসানুসন্ধান করিয়া অষ্টপ্রহর ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যৌবন কাল প্রায় সমস্তেরই পুষ্টিবর্দ্ধক ও স্থূলপ্রদ। যিনি অনায়াসে সূচীরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম, বায়ুর ন্যায় কি বক্র কি সরল, সকল প্রকার পথই অতিক্রম করিতে শক্তিসম্পন্না, এক্ষণে সেই কুশাগ্র-সদৃশী সূক্ষ্মশরীরা বুদ্ধিও অতিশয় স্থূলত্ব লাভ করিয়া গণ্ডকসদৃশ সরলগতিবিশিষ্টা হন; এবং চিরপ্রসিদ্ধ স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অনুগামিনী হইয়া থাকেন। চির কালই দৃষ্ট হয়, যখন যিনি প্রবল হন, প্রায় সমস্তই তখন তাঁহার অনুগমন, অনুকরণ, অনুরাগেচ্ছু হইয়া থাকে। নিরীহদিগের কোন দিনই উপায় নাই। যৌবনে সকলই স্থূলতা, সকলই বর্দ্ধিষ্ণুতা লাভ করে; কেবল নিরীহা-তিশয় ধৈর্য্য, সহিষ্ণু, বিবেক, শম, দম ইহারা আপন আপন দরিদ্রা কামিনীর ন্যায় নিরীহ-সহধর্ম্মিণী দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মমতা, নিবৃত্তি প্রভৃতির সহ একান্ত দমিত ও ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি, ইহাদিগের অস্তিত্বেরই অভাব বলিতে হইবে!

বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত বিশ্বরাজ্যে পাপ পুণ্য নামধেয় দুইটি পথ পড়িয়া রহিয়াছে। মনুষ্যদিগের সদ্গতি, অসদ্গতির জন্যই এই পন্থাদ্বয়ের অবতারণা। যিনি যে পথ-গমনেচ্ছু হন, অবাধে তিনি সেই পথে গমন করিতে পারেন। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে সচরাচর অসন্মার্গই বহু লোকের লক্ষ্যস্থানীয় বটে। এই পথটি অতিশয় প্রশস্ত এবং বহু জন মানবের সুখগন্তব্য। পরস্পর বহু সহযোগিতা,

প্রতিযোগিতা লাভ হইয়া থাকে। কাল, দেশ, পাত্রানুসারে আপাত-মধুরই সাধারণের সুখাস্বাদিত ও অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। পরিণাম লক্ষ্য করিতে কয় জন সক্ষম হয়? অপরিণামদর্শী পতঙ্গম প্রিয়দর্শন প্রদীপশিখাকে যেমন আলিঙ্গন করে, পান্থগণও তেমনই আশু উজ্জ্বল অসন্মার্গ অবলম্বনে নিরয়ভোজী পৈশাচিক কালপুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বিকারাভিভূত রোগীর পরিণাম সঞ্জীবনামৃত ঔষধের প্রতি বিষবৎ জ্ঞান; প্রকৃত বিষবৎ অম্ল, ক্ষার প্রভৃতির উপরই প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা! এমন কি, ইহাই জীবনরক্ষার একমাত্র হেতু বিবেচনায় তদাস্বাদনে উন্মত্ত হয়! অসন্মার্গগামীরাও ঠিক্ তদ্রূপ বটে। পুণ্যমার্গ অতিশয় বক্র ও কৃচ্ছ্রগম্য! ইহার সীমান্তদেশ সুদূর-পরাহত! সুতরাং এ পথের পথিক সঙ্খ্যায় অতি অল্পই বটে। যাঁহারা অনশনে শক্ত, আতপ হুতাশনে নানুতপ্ত, তাঁহারাই এ পথের পথিক হইতে পারিতেছেন! যাঁহারা বনস্পতি প্রভৃতির ছায়াতলে নিয়ত আতিথ্যগ্রহণে সুখী, বিলাসাতিশয়-ভোগ-বাসনায় বীতরাগ, চরমে পরম-পদানুরাগী, তাঁহারাই এই দুর্গম বক্র পথগমনেচ্ছু হইতেছেন! এ পথ যৌবনসমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত নহে। যে পথে শিবিকার অভাব, রথচক্রের চিত্র নাই এবং রঞ্জনময় বসন্তরঙ্গের ধ্বজা অনুড্ডায়মান, অশ্বতরীর ক্ষুরাঙ্কিত চিহ্ন নাই, উভয় পার্শ্বে দৃশ্য, শ্রাব্য, ভক্ষ্য, পানীয় প্রভৃতির পণ্যবীথিকা নাই, অট্টালিকাশ্রেণী নাই, এবং তাহার গবাক্ষদর্পণে হরিণাক্ষীগণের প্রতিবিম্ব ফলিত নাই সে পথ যৌবনপদাভিষিক্তগণের পক্ষে ঘোরদর্শন অন্তিম পথস্বরূপ! যদিও ভ্রমক্রমে ক্বচিৎ কেহ এ পথে পদার্পণ করিতে যান, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার পাছে সহস্র প্রতিবন্ধক যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া দণ্ডায়মান হয়! বিশেষতঃ কামাদি মন্ত্রিগণের মহামন্ত্র! যাহা মনীষিগণেরও অতিক্রমে ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, যুবকেরা কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে? সুতরাং সেই ক্ষণেই যুবকদিগের অগ্রের পদ পশ্চাৎ ফিরিয়া কালোচিত সাধুবিগর্হিত

পথে চালিত হয়। সে গতির প্রতিরোধ করা অতীব দুঃসাধ্য! অতএব যৌবনকাল মানবমণ্ডলীর নবজীবনের উদ্ভাবন-কালই বটে।

ধন।

ধনের একটি নাম অর্থ। এই অর্থের সামর্থ্য ও মাহাত্ম্য অতীব চমৎকার! ইহার গতিবিধি অতীব বিচিত্র! কখন্ কোথায় স্থিতি, কখন্ কোথায় গতি, কখন্ কোথায় মতি, তাহার স্থিরতা নাই! অর্থ এক প্রকার স্বেচ্ছাচারী। ইহার কাছে জাতিভেদ নাই, পাত্রাপাত্র-ভেদ নাই, কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই, মান, অভিমান, ঘৃণা কিছুমাত্র নাই। কি সৎ কার্য্য, কি অসৎ কার্য্য, সকল কার্য্যেই মতিগতি তুল্য। কি পুণ্যাত্মা, কি অস্পৃশ্য পৈশাচিক পাপাত্মা সমস্তেরই আতিথ্যগ্রহণে সমুৎসুক! কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, সকলকে সমজ্ঞান ও সকলের প্রতি সম-দয়াবান্। আবার প্রাচীন গল্পে শুনা যায়, এক প্রকার ধাতুগঠিত পাত্রবিশেষে অবস্থিত থাকিয়া পুরীষপূর্ণ কূপজলেও কখন কখন ভাসিয়া বেড়াইতে কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন। ইহার প্রভাব অতুল্য! অদ্য কাহাকে ইন্দ্রালয়সদৃশ সুরম্য হর্ম্ম্যতলে অবস্থিত দেখিতেছি, কল্য আবার তাঁহাকেই কৌপীনধারী, মরুক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অথবা বাপীতটে তরুমূলে শয়িত থাকিতে দেখা যাইতেছে! অর্থ অনেকেরই লয়-কর্ত্তা; কিন্তু অর্থকে কেহই লয় করিতে সমর্থ নহেন। এক জনের ত্যাজ্য, অপর জনের শিরোধার্য্য। স্খলিত নক্ষত্রের গৃহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র! ইহার গতিবিধি সদসৎ উভয় পথেই সমান। অর্থ সাতিশয় চঞ্চলপ্রকৃতি; এক স্থলে থাকিতে ভালবাসে না। দুইটি দিন অবরুদ্ধ থাকিলে, মৃতকল্প অথবা সদ্যঃপিঞ্জরবাসী বিহঙ্গমের ন্যায় অষ্টপ্রহর বহির্গমনে সচেষ্ট দেখা যায়। অর্থ সর্ব্বদা হাতে হাতে বাজিয়া বাজিয়া নৃত্য করিতে ভালবাসে। কেবল কৃপণের কাছে কতক দমিত দেখা যায়! আর দরিদ্রকে বড় ভয় করিয়া থাকে। দরিদ্র দেখিলে কোথায় পালাইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। অর্থ কার্য্য-

ক্ষেত্রে কখন অনর্থের মূল, কখন পরমার্থের উজ্জ্বল সোপান! অর্থ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষদ্বয়ের ন্যায় সর্ব্বদা দুইটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে! অথবা জগন্মাতা শ্যামা মার বরাভয় ও সপরশুভীতি, এই উভয় হস্তের ন্যায় দুইটি মূর্ত্তি! যখন দীন দরিদ্র ও অশেষবিধ দুঃখীর দুঃখমোচনজন্য প্রত্যুপকারপরিলুব্ধের বিরোধী হইয়া নিঃস্বার্থ পরোপকারে আত্মার্পণ করে, তখন অর্থ বরাভয়মূর্ত্তি, শান্তির আদর্শ! যখন বিবিধ প্রকার মাদকসংবর্দ্ধনে, নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তিসাধনে, চৌর দস্যুর লোভ-পরিপোষণে ও ক্ষোভ-বিনাশনে আত্মার্পণ করে, তখনই ভীমদর্শন পরশুযুক্ত ভীতিহস্ত! অগ্নির যেমন জীবন-পোষণ ও বিনাশন উভয় শক্তিই সমদৃশ্য, অর্থও ঠিক্ তেমনই উভয়-শক্তিসম্পন্ন! কিন্তু এই অর্থ আবার সংসারে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু! অর্থাভাব-সংসারীর সমস্তই অসারপ্রদ অপার বিষাদ-সমুদ্র! কিন্তু অর্থের আদান প্রদান বুঝিয়া করিতে পারিলে, উহা সহোদরতুল্য সহায় ও উপকারী হয়! আবার তদ্‌বিপরীতে কুটিল কালকূটধারী খলাগ্রগণ্য সর্প অপেক্ষাও অপকারী! কাল, দেশ, পাত্র এই তিনের প্রভাবেই অর্থের সদসদ্‌গতি বুঝা যায়। কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াবিশেষে অর্থ স্বর্গের নৈসর্গিক ফলদাতা; পক্ষান্তরে আবার নিরয়গমনের বৈদ্যুতিক চলনযন্ত্রবিশেষ! কি ইন্দ্রিয়গণ, কি কামাদি ষড়রিপু, অর্থ ইহার সমস্তেরই সমধিক উত্তেজনাকারী বস্তু! অতএব অর্থ অথবা ধন, অতীব ভয়ঙ্কর পদার্থ!

প্রভুত্ব।

প্রভুত্ব অথবা কর্ত্তৃত্ব একই কথা। যিনি একপরিবারমধ্যে পাঁচ জনের উপর কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত, সে পরিবারে তিনিই প্রভু। প্রভুত্ব বড় গুরুতর কথা! এই ক্ষুদ্র পরিবারের অভিভাবক হইয়াও অনেকে যথোচিতরূপে প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন কি না, সন্দেহ। সন্তান, ভ্রাতৃসন্তান, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী ইত্যাদি; এরূপ স্থলেও অনেকে পক্ষপাতশূন্য ও নিরপেক্ষ হইতে পারিতেছেন না!

তাহাতে রাজা! যিনি সহস্র সহস্র লোকের প্রভু! যাঁর হস্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন মরণের ভার ন্যস্ত; সেই সংখ্যাতীত প্রজা আবার স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী, ভিন্ন ভিন্ন রুচিপরায়ণ, এমন স্থলে নিরপেক্ষ প্রভুত্ব কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা রাজাধিরাজ মহাত্মা রামচন্দ্র প্রভৃতিই জানিয়া গিয়াছেন। আমরা নামে রাজা মাত্র, পাশবাচারীবিশেষ। প্রকৃত রাজবাচ্য ও প্রভুবাচ্যের পূর্ণাধিকারী উল্লিখিত মহাত্মারাই ছিলেন। ফলতঃ প্রভুর ধর্ম্মে প্রজার ধর্ম্ম। প্রভুত্ব-ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে রাজ্য বিনষ্ট হয়, ঐশ্বর্য্যের বিলয় হয়, ধর্ম্মের অধঃপতন হয়। অতএব দিনপতির ন্যায় প্রজাপতির নিষ্কলঙ্ক ও নিরপেক্ষ হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু বড় দুরূহ ব্যাপার!

শরীর মাত্রই ত্রিগুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ স্বত্ব, রজ, তম গুণত্রয়ে গঠিত। সকল শরীর সমগুণসম্পন্ন নহে। তপস্যা-প্রভাবে শরীরবিশেষে গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য লাভ মাত্র। স্থূল কোন শরীরই ত্রিগুণ ছাড়া নহে। শরীরানুযায়ী প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতিও ত্রিগুণময়ী বলিতে হইবে। আবার প্রকৃতির পরিচালক অতীন্দ্রিয় মন। প্রভুত্বও মানস বৃত্তি। কার্য্যতঃ ঐ ত্রিগুণছাড়া দৈহিক কোন পদার্থই নহে; সমস্তই ত্রিগুণাশ্রিত। জগতীয় যাবতীয় কার্য্য অপেক্ষায়ই প্রভুত্ব শ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই মহামহিম ব্যাপারে স্বত্ব গুণেরই পূর্ণতা, অপর গুণদ্বয়ের পর্য্যায়-ক্রমে অল্পতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঘটনার অবারিত স্রোতে ঐরূপ প্রয়োজনের অনেক স্থলে বৈষম্য সংঘটিত হয়! যে স্থলে যে বিষয়ের অনাবশ্যক,সেই স্থলে সেই বিষয়ের অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, যে স্থলে প্রভুত্ব, সেই স্থলেই তমগুণের পূর্ণায়ত্ত। তাহার স্থূল কারণ এই, ঘটনাক্রমে প্রভুত্ব অধিকাংশ স্থলেই যৌবন-কালে সংঘটিত হইয়া থাকে। যৌবন আবার সহচরগণ-ছাড়া মুহূর্ত্ত-কালও নহেন। সুতরাং যে স্থলে ইন্দ্রিয়গণের অধ্যক্ষতা, সেই স্থলেই তমগুণের আধিক্যতা; যথা—অনলে অনিলের সহায়তা! এক

প্রকার যৌগিক রোগবিশেষ। উভয়ই উভয়ের পোষকতায় বাধ্য!

প্রভুত্ব অতুলনীয় পদার্থ। এই পদার্থ দ্বারা জগতের যাবতীয় অপদার্থের নিরাকরণ করিতে হইবে। যেমন দুগ্ধ দ্বারা শর্করা-রসের বিকৃত অংশ বিদূরিত করা হয়, নির্ম্মলী দ্বারা দূষিত বারির দোষ শোধিত করা হয়, অগ্নি ও বস্তুবিশেষের দ্বারা নিকৃষ্ট-ধাতুবিমিশ্র সুবর্ণের পরিশুদ্ধতা করিতে হয়,তেমনই ঐ প্রভুত্বদ্বারা রাজ্যের অপরিশুদ্ধতা দূরীকরণপূর্ব্বক পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে সেই পরম পদার্থই যদি সঙ্গদোষে দূষিত হইলেন, রক্ষক ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন, তবে আর গত্যন্তর—উপায়ান্তর কোথা?

প্রভুত্ব আর স্বাধীনতা একই পদার্থ। ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতিকে যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত করা, ঐ প্রভুত্ব কি স্বাধীনতার একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ঐ পদার্থেরই স্বভাব ধর্ম্ম। এ স্থলে কেবল যৌবনই দোষী, এমত নহে। যৌবন যেমন প্রভুত্বকে চায়, প্রভুত্বও যৌবনকে পাইতে তেমনই বিশেষ ইচ্ছা করেন। অতএব প্রভুত্ব অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ!

অবিবেকতা।

অবিবেকতার বিষয় বর্ণন করা বাহুল্য। যে স্থলে বিবেকের অভাব, সে স্থলে সমস্তেরই অভাব। বিবেক সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রভু; বিবেক সকলের চালক। হয়, হস্তী, রথ, জলযান, ব্যোমযান প্রভৃতি এক জন চালক কর্ত্তৃক চালিত হয়। বিবেক সেই চালকেরও চালক! বিবেক ভিন্ন কাহারও চলিবার শক্তি নাই। বিবেক সকল কার্য্যে, সকল স্থলে, সকল সময়ে আবশ্যক; সুতরাং বিবেককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। বিবেকের অভাব সর্ব্বনাশপ্রদ; অর্থাৎ অবিবেকতা!

বৎস! এক্ষণে শ্রবণ কর। যে চারিটির বিষয় সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করি-

লাম, কালক্রমে ঘটনানুরোধে উক্ত চারিটিই তোমাকে আশ্রয় করিতেছে। আমার বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল রাজ্য সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিতেছি; সুতরাং তুমি বহুল অর্থের, বহুল রাজ্যের অধিকারিত্বে ও প্রভুত্বে নিয়োজিত হইলে। এক্ষণে তোমার প্রথম-যৌবন, এবং তৎসঙ্গে অবিবেকতা। তুমি অতি সুবুদ্ধি, সন্দেহ নাই। কিন্তু সহস্র বুদ্ধিমান্ হইলেও বালসুলভ অবিবেকতা কালধর্ম্মে, বয়োধর্ম্মে আনিয়া দাঁড় করিবে; তাহার একেবারে প্রতিরোধ কেহই জন্মাইতে সক্ষম নহেন। কালের স্বভাব কালে জন্মাইবে, তৎপ্রতি ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণ হাত আছে কি না, সন্দেহ। তবে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; সাধ্যাসাধ্য সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা-প্রসূত! কাজেই এ সন্দেহ আমাদিগের মূঢ়তা ভিন্ন নহে। কেন না, তাঁহার সামান্য অংশীভূত শক্তিমান্ ব্যক্তির নিকটেও দেখা যায়, তৎকর্তৃক কালের বৈপরীত্যে অনেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ সম্পূর্ণভাবে না হউক, বুদ্ধিমানেরা যে, বিবেক-শক্তি দ্বারা অনেক অনিবার্য্য বিপদ-স্রোতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন, এরূপ অনেক স্থলে প্রত্যক্ষানুভূত হইয়া থাকে। মত্ত মাতঙ্গগণ স্ববলে প্রকাণ্ড মহীরুহগণকে অনায়াসে ভূমিশায়ী করিয়া ফেলে; আবার সেই মহাবলপরাক্রান্ত, অতি ক্ষুদ্রবল মাহুতগণের মাত্র সবিবেক বুদ্ধি-শক্তির প্রভাবেই কটাক্ষে দমিত হয়! জলযান ভীষণ অকূল-তরঙ্গে পতিত হয়; নাবিকগণ শুদ্ধ সবিবেক ও বুদ্ধি-শক্তির পরিচালনাতেই সেই তরঙ্গাকুল তরণী অনায়াসে আনিয়া কূল-সংলগ্ন করে! বুদ্ধিমান্ বিষয়ী ব্যক্তিরাও কেবল ঐ শক্তিপ্রভাবে বিবিধ সঙ্কটময় সংসাররূপ মহাসাগরে কূল-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তুমি বুদ্ধিমান্; তাই ভরসা করি, যদিও বয়োধর্ম্মে সেই বালসুলভ চপলতা তোমাতে অনুষ্ঠিত থাকিল, কিন্তু তোমার মহীয়সী ধীশক্তি-সমীপে সে কখনই শিরোত্তোলন করিতে শক্তিমান্ হইবে না; অনায়াসেই তাহার সম্পূর্ণ অস্তিত্বের অভাব জন্মাইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। দেখিও বৎস! আমি যাহা বলিতেছি, বিস্মৃত হইও না।

যখন মত্ত-কুঞ্জররূপ যৌবন সদলে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তখন মাহুতরূপ বিবেককে ধৈর্য্যরূপ অঙ্কুশ প্রদান করিও। এই অঙ্কুশধারী বিবেক কটাক্ষে সমস্ত দমিত রাখিতে সমর্থ হইবে! কার্য্যক্ষেত্রে বিবেকরূপ হলকর্ষণ করতঃ ধর্ম্মবীজ বপন করিলে কখনই কুশস্য ফলে না; উত্তম শস্যই ফলিবে। জীবনে কি অর্থ, কি মান, মর্য্যাদা, যশ, সকল উপায় অপেক্ষা ধর্ম্মোপায় শ্রেষ্ঠ কার্য্য! দৈহিক, মানসিক, বৈষয়িক সমস্ত পদার্থের বিনিময়ে ধর্ম্মের উপায় আবশ্যক। যেহেতু সমুদায়ই নশ্বর, ধ্বংশপ্রাগ্‌বিশিষ্ট। কেবল ধর্ম্ম অবিনাশী—সকল সময়ের বন্ধু। পাপ পুণ্য দুইটি কথার কথা নহে! ইহার প্রতি-কৃতি হিংসা আর অহিংসা। হিংসাই পাপ, অহিংসাই পুণ্য বলিয়া জানিবে। নিঃস্বার্থ পরোপকার মহাপুণ্য; পরপীড়ন আবার তেমনই পাপের পরাকাষ্ঠা! পরকে আপনার ন্যায় বিশ্বাস ও স্নেহ করিবে। মনুষ্যজীবন কখনও অকৃতজ্ঞ নহে; সেই স্নেহ বিশ্বাসের বিনিময়ে দ্বিগুণতর লাভ হইবে। দীন দুঃখীর উপর দয়া রাখিবে। ন্যায়পর-তার সহিত সাধারণের প্রতিই স্নেহ, দয়া, বিশ্বাস স্থাপন করিবে। স্বভাবকে বিনয়-মধুর ব্যবহারে দীক্ষিত করিবে। সর্ব্বদা চিত্তকে পরহিতে নিযুক্ত রাখিবে। বিনা কার্য্যে সময় ব্যয়িত করিবে না; সময় বড় দুর্লভ বস্তু। এই কার্য্য আজ নহে, কাল করিব; এই একটি দিন যে আয়ুসঙ্খ্যা হইতে কর্ত্তন হয়, কেহ একবার ভ্রমেও মনে করেন না। কেহ বলেন, এ বৎসরটা বড়ই দুর্ব্বৎসর; ইহা গত হইলেই বাঁচি। হায়, হায়! কি মূঢ়তা! সময় অমূল্য রত্নের এমনই অপব্যয়? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বীয় কার্য্যকলাপই দূষিত; সময় কখনই দূষিত নয়। ঈশ্বরের দিন কোন দিনই মন্দ নহে। কেবল সময়বাদী, অদৃষ্টবাদীরাই স্বীয় গৌরবরক্ষার জন্য ঐরূপ বলিয়া প্রবোধিত হন, এবং অন্যকে প্রবোধিত করেন। তুমি এরূপ সময়ের অপব্যয় কদাচ করিবে না। যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তদ্দণ্ডেই নির্ব্বাহ করিবে, ঔদাস্য করিবে না। অলসতা মানবজীবনের একটি

প্রধান রিপু! অলসতা বিবিধ প্রকার রোগনিচয়ের বীজস্বরূপ! চেষ্টা-শূন্য দেহ জড়ত্ব লাভ করে। রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরহস্তে ন্যস্ত হয়। পরিবারমণ্ডলী পরপীড়নে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অলসতাকে রাজ্যেও স্থান দান করিবে না। স্ত্রীজাতির প্রতি সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবে। অবলাজাতি অতিশয় সরলপ্রকৃতি। যে, যে ভাবে চালাইবে, তাহারা সেই ভাবেই চলিবে। স্ত্রীজাতি স্বয়ং নহে, স্বয়ং দোষীও নহে; কেবল নায়কের দোষে গুণে দোষ-গুণ-সম্পন্না হয়। অধিকাংশ নায়কেরাই স্ত্রীদিগকে একটি বিলাসলীলার প্রধান সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন! স্ত্রীদিগের প্রধান অলঙ্কারই লজ্জা! নায়কগণ অবলাদিগকে সেই লজ্জা সজ্জা ত্যাগ করাইয়া কতকগুলি বিলাসকর ধাতুঘটিত সজ্জায় সর্ব্বদা সজ্জিত করেন; কখনও বা কুসুম-সজ্জায় ভূষিত করিয়া থাকেন। ইচ্ছানুরূপ অশন, ইচ্ছানুরূপ বসন প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের এরূপ একটি অপবাদ চিরপ্রসিদ্ধ যে, উহারা অতিশয় সজ্জা ও ভোজনপ্রয়াসী; অশীতি বর্ষেও সজ্জায় বিমুখ নহে! সত্য বটে, কিন্তু সকল স্ত্রীলোক নহে। উল্লিখিত নায়কগণের মতানুসরণকারিণীরাই কুশিক্ষাপরত ঐরূপ রুচিপরায়ণা হইয়া থাকে। তবে কালমাহাত্ম্যে এই শ্রেণীরই সঙ্খ্যা অতিরিক্ত; এইজন্যই ঐ অপবাদটি স্ত্রীজাতিসাধারণের প্রতি যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতি ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহ হয় না; সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই স্ত্রীজাতির উপর নির্ভর করে। এই নিমিত্ত স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকে। অতএব সরলা স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বদা সুশিক্ষা-দানে শিক্ষিত করা পুরুষদিগের অতীব কর্ত্তব্য। উহা পুরুষদিগের ধর্ম্মবিশেষ। রাজত্ববিষয়ে বিশেষ কি বলিব? রাজাধিরাজ রামচন্দ্র প্রভৃতির কার্য্যকলাপের অনুকরণে সক্ষম হইতে পারিলেই যথেষ্ট। উহা রাজধর্ম্মের আদর্শস্থল। তুমি নিয়ত তদনুকরণে যত্নবান্ থাকিবে। বৎস! আর বলিবার শক্তি নাই; আমার জীবনী শক্তির ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যাহা যাহা বলিলাম, স্মরণ রাখিও। তোমার

জন্য এই দানপত্র সাক্ষর করিয়া রাখিয়াছি, সকলের সমক্ষে গ্রহণ কর।

মিহির সর্ব্বসমক্ষে সাদরে দানপত্র গ্রহণ করিলেন। গ্রহণনান্তর তাঁহার কয় বার অশ্রুপাত হইল! এমন সুখের সময় অশ্রুপাত কেন? কেহ মনে করিল, আনন্দাশ্রু; কেহ ভাবিল, এই দানপত্র রাজার অচিরাৎ বিচ্ছেদের চিহ্ন ও পরিচায়ক। কিন্তু মিহিরের মনের ভাব মিহিরই জানেন; আর ঈশ্বর জানেন।

পরদিবস মিহির যথারীতি রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকের দুই দিবস পরে মহারাজ হিরণ্যাক্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন! অরুণাক্ষের মহিষী রাণী কাদম্বিনী ইতিপূর্ব্বেই সকল শোক, সকল তাপের হস্তে নিস্কৃতি লাভ করিয়া শিবলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন। এক্ষণে আর শোক তাপ কার? সমস্ত নির্ব্বাণ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মিহিরের রাজত্ব এক বৎসর অতীত করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে উত্তীর্ণ হইল। কার্য্যদক্ষতায় এই সঙ্কীর্ণকালমধ্যে রাজ্য দ্বিগুণতর উন্নতি লাভ করিল। মিহির সর্ব্বতোভাবে রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া, বিপুল কীর্ত্তি, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু ভাগ্যের বিপ্লব সকল শরীরকে আশ্রয় করে। এই জাজ্বল্যমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় রাজত্বকালে অকস্মাৎ মিহিরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল! সে যশোলিপ্সা, সে ঐশ্বর্য্য-তৃষ্ণা, সে বিপুল বলবিক্রম সমস্তই শিথিল হইয়া আসিল! ঔদাস্যের পূর্ণাধিকার; কর্ম্মাধ্যক্ষগণের যথেচ্ছাচারও কিছু কিছু আরম্ভ হইল। বড় ঘরের কথা কয় দিন লুক্কায়িত থাকে? রাজার এরূপ শোচনীয় অবস্থা আজ কাল করিয়া কয়টি দিন মধ্যেই রাজ্যময় হইয়া পড়িল! ক্রমে রামরাজ্যে অশান্তিকর নানাবিধ বিদ্রোহিতার আবির্ভাব হইতে লাগিল! শক্তিবাহন নামে এক ব্যক্তি রাজা

হিরণ্যাক্ষের নৈকট্য জ্ঞাতি; কালক্রমে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠেন। এক্ষণে সময় পাইয়া তিনিই রাজ্যমধ্যে বিষম বিপ্লব আরম্ভ করিলেন। সামান্য ভাবে নহে! ছলে, কৌশলে এবং বলে এ যাবৎ রাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছেন। সময়ের মহিমায় কতিপয় রাজপারিষদও যাইয়া তৎসঙ্গে যোগদান করিলেন! ঘরের শত্রু, বড় ভয়ানক কথা! মিহির প্রকৃত রাজ্যাধিকারী নহেন, শাস্ত্রসম্মত রাজ্যের সঙ্গে মিহিরের কোন প্রকার সম্বন্ধ ও সংশ্রবই নাই এই প্রবোধনে বিদ্রোহিগণ রাজ্য হইতে প্রায় একচতুর্থাংশ প্রজা হাত করিয়া লইতে পারিলেন। দিন দিনই দস্যুর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

একদা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মিহির প্রাসাদশিখরে একাকী বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা তথায় উপস্থিত হইলেন। মিহির ভক্তিভাবে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাত! কোন্ প্রয়োজনে আগমন করিয়াছেন? আপনার আকারগত শ্রী অতিশয় হীনত্ব-প্রাপ্ত! আমার বড় ভয় হইতেছে; কারণ কি, আজ্ঞা করুন। মিহিরের মাতা জয়াবতী সাতিশয় দুঃখিতা ও সমধিক বিরক্তচিত্তা; ভাল মন্দ কোন উত্তর করিলেন না। মিহির সংশয়াপন্ন হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, মাত! কারণ কি, আজ্ঞা করুন। আমার কোন অপরাধ হইয়াছে, না—অন্য কেহ অপরাধ করিয়াছে? জয়াবতী এ বার উত্তর করিলেন; বলিলেন, অন্যে অপরাধ করিবে, সাধ্য কি?

মিহির। তবে আমিই অপরাধী?

জয়াবতী। তুমি যার-পর-নাই অপরাধী।

মিহির। মাত! আত্মদোষদর্শনে বিচক্ষণেরাও অন্ধ! আমি আপনার বালক; কি করিয়াছি, আজ্ঞা করুন।

জয়াবতী। তুমি সর্ব্বনাশ করিতেছ!

মিহির। (সবিস্ময়ে) সে কি! আমি কি করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছি?

জয়াবতী। তুমি আমাকে গ্রাহ্য কর না, কাহাকেও গ্রাহ্য কর না; তুমি স্বেচ্ছাচারীর কাজ করিতেছ!

মিহির। (সজলনয়নে) আমি অত নিকৃষ্ট? আমি আপনাকে গ্রাহ্য করি না?

জয়াবতী। কেবল আমাকে গ্রাহ্য কর না—এজন্য আমি তত দুঃখিত নহি; যেহেতু এ অভাগিনী তোমার গর্ভধারিণী নয়। তুমিও গর্ভজাত নও; কেনই গ্রাহ্য করিবে? কিন্তু মনে করিলে পালিত পুত্রের মা হইতে দিনের যত্নেও সুসম্পন্ন হইতে পারে। সে যাহা হউক, যে মহারাজ হিরণ্যাক্ষ দয়া করিয়া তোমাকে রাজ্য দান করিয়াছেন। সেই স্বর্গীয় মহারাজকে কি গ্রাহ্য করিতেছ? দেখ দেখি, রাজ্যের কি দশা ঘটিয়াছে?

মাতার প্রখর তিরস্কার মিহিরের হৃদয়ে বাজিল! যন্ত্রনাপ্রায় বাজিল! কিন্তু প্রকাশ করিলেন না; মনের কথা মনেই লয় করিলেন। ভাবিলেন, করুণাময় ঈশ্বর কাহাকেই দয়ায় বঞ্চিত করেন না। মেঘাবৃত আকাশে দুই একটি নক্ষত্রের প্রকাশ—আশ্চর্য্য দর্শন!

জয়াবতী। কি, বৎস! আমার কথাগুলি কর্ণগোচর হইল?

মিহির। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) সকলই শুনিলাম।

জয়াবতী। সে কি, বৎস! এ কি হাসির কথা? ইহার কি উত্তর দিতে নাই?

মিহির। মার কথায় সহসা উত্তর দিতে নাই।

জয়াবতী। আমি কি তোমার সেরূপ মা?

মিহির। মাত! দাসকে ক্ষমা করুন। আমি এক-পক্ষ-পরে আপনার সমস্ত কথার সদুত্তর করিব; আপনি সুখী হইবেন। এক্ষণে সন্ধ্যোপাসনার কাল উপস্থিত।

জয়াবতী। এ কথা সত্য? ভুলিবে না তো? আমি দিন গণিতে থাকিলাম।

মিহির। প্রাণান্তেও ভুলিব না। আপনি স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরচিন্তা করুন।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তবে আমি চলিলাম; সাবধান কোন কথা বিস্মৃত হইও না। এই বলিয়া জয়াবতী স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

মাতা জয়াবতী গমন করিলে মিহির প্রায় অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন। নানাবিধ চিন্তার পর মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, রাজকার্য্যে আর ঔদাস্য করিব না; অধিক দিন করিতে হইবেকও না। প্রভাত হইতে প্রাণপণে বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। মা যখন বিরক্ত হইয়াছেন, রাজ্যের সমস্তই বিরূপ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমার ঔদাস্যে, আমারই অপারকতায় রাজ্যে সর্ব্বনাশের ফলোৎপাদন হইয়াছে! এ অপবাদ এ ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার দূরীকরণ করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ ইহপরলোকে, কোন লোকেই নিষ্কৃতি লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

কেবল মুখে বলিলেন না, কার্য্যত তদনুযায়ীই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্য প্রভাতে প্রভাতীয় মিহিরের ন্যায়ই মিহির উজ্জ্বলপ্রভায় সভা প্রভাসিত করিলেন। এরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন যে, দৈনিক কার্য্য মুহূর্ত্তে সম্পাদিত হইতেছে; পাক্ষিক কার্য্য দিনমানে নির্ব্বাহ হইতেছে! রাজ্য থর-কম্পিত! প্রভুর প্রাখর্য্যে সুদক্ষ কার্য্যকারিগণও শতগুণে প্রখরত্ব লাভ করিলেন। ক্রমে বিদ্রোহীর প্রতি বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল! সে জ্বালাবলীতে বিদ্রোহী জনে দগ্ধ হইতে লাগিল! এক পক্ষ পূর্ণ না হইতেই ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃকরায়ত্ত হইল। অধিকন্তু বিদ্রোহিগণ সদলে ধৃত হইয়া বন্দী হইল। মিহিরের প্রতিজ্ঞা সফল হইল। আবার কূর্ম্মদ্বীপে আনন্দবাজার মিলিল!

পক্ষান্তদিবসে মিহির ধীরে ধীরে মাতৃসমীপে গমন করিলেন। জয়াবতী আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলেন, মিহিরকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিলেন; সহর্ষে বলিলেন, আজ কি পক্ষান্ত? মিহির প্রণামপুরঃসর বলিলেন, হাঁ, মা! অদ্য পক্ষান্ত।

জয়াবতী। পশ্চাতে উত্তরদানে সুখী করিবে, তজ্জন্য আসিয়াছ?

মিহির। তজ্জন্যও বটে, মার পাদপদ্ম দর্শনজন্যও বটে।

জয়াবতী। তোমার কার্য্যেই তো উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; আর প্রয়োজন কি? স্মরণ রাখিও, ঔদাস্যে সকল কার্য্য নষ্ট হয়। রাজ্যের জন্য লোকে মান দেয়, প্রাণ দেয়, সর্ব্বস্ব দেয়; তথাপি রাজ্যলিপ্সা ত্যাগ করে না। স্বর্গীয় দেবতারাও এ লিপ্সা ত্যাগ করিতে পারেন না; তাহাতে অন্যবিধ সামান্য লোকের কথা কি! বিশেষতঃ তোমার পক্ষে ——

মিহির কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিয়া পরে কহিলেন, সত্য বলিতেছেন। রাজ্য অতি দুর্লভ পদার্থ! সে যাহা হউক, এক্ষণে অনুমতি হইলে উত্তর দান করিতে ইচ্ছা করি।

জয়াবতী। তোমার ইচ্ছা হইলে বলিতে পার।

মিহির। শ্রবণ করুন,—আমার ঔদাস্যেই রাজ্যে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ও চরণপ্রসাদাৎ আবার সে বিঘ্ন সম্যক্‌রূপ তিরোহিত হইয়াছে; এক্ষণে রাজ্য নিষ্কণ্টক। কিন্তু মা! মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ চঞ্চল, কখন কোন্ অবস্থায় পরিণত হয়, বলা যায় না; বিশেষতঃ আমার পক্ষে। একবার কুটিল রোগ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে একেবারে নির্দোষভাবে যায় কি না, সন্দেহ। আমার ঔদাস্য ঘটনার পুনরাশঙ্কা বেশ্ আছে; তাই চরণে নিবেদন করিতেছি, পুর্ব্বেও সতর্ক হওয়া ভাল। আপনি সে দিন যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই হউক।

জয়াবতী। সে দিন কি অভিপ্রায় করিয়াছিলাম, স্মরণ হয় না।

মিহির। আপনি দ্বিতীয় পুত্র রাখুন; আমা দ্বারা রাজ্যরক্ষার সম্ভাবনা নাই। আমি সেই দিনই এ উত্তর স্থির করিয়াছি, প্রকাশ করিয়াছিলাম না। রাজ্যের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার মূলীভূত কারণই আমি। এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় সে অপবাদ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি কায়মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, মনের সুখে ধর্ম্ম

চাহিয়া একান্ত বলিতেছি, পিতার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, যাহাতে আমি উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য হইতে সে সকলে আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ববান্ হইলাম। আমার ভাবী ভ্রাতা সমস্তের অধিকারী হইবেন। মাত! মনে করিবেন না, আমি কপট বাক্যে আপনাকে প্রতারণা করিতেছি। আপনার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, উল্লিখিত সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকারই থাকিল না। এক্ষণে আপনি অতি শীঘ্র পুত্র আনয়ন করুন। আমি কনিষ্ঠকে দেখিয়া পরম সুখী হইব।

জয়াবতী সমস্ত শ্রবণ করিয়া মৃতকল্পা হইলেন! হিতে বিপরীত ঘটিল! এ কথায় যে অত দূর সর্ব্বনাশ ঘটিবে,জয়াবতী স্বপ্নেও জানেন নাই। ভয়প্রদর্শনে পুত্র শাসিত ও শিক্ষিত হইবেন, ইহাই প্রকৃত মনের ভাব। এক্ষণে দেখিলেন,সকল সর্ব্বনাশের মূল কারণই ঐ কথা! তখন গলদশ্রু হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি অজ্ঞান অবলা জাতি, তাহাতে তোমার মা, আমাকে ক্ষমা কর।

মিহির। (মাতৃপদ গ্রহণ করিয়া) মাত! আমাকে কেন অপরাধী করিতেছেন? আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিবেন? কুপুত্র বলিয়া একটি চিরপ্রসিদ্ধ কথা প্রচার আছে; আমি আপনার সেই কুপুত্র। আমাকে আর অপরাধী করিবেন না। আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, আপনার কষ্ট-নিবারণ ভিন্ন আর কোন প্রকার উদ্দেশ্যই আমার নাই। আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জীবনান্তেও তাহা বিপর্য্যয়স্ত হইবার নহে। অতএব সময় থাকিতে কার্য্য দেখুন; এ বিষয় প্রকাশ হইলে আপনার অনিষ্টের সম্ভাবনা।

আমার আর ইষ্টানিষ্টের আশঙ্কা কি? এই মাত্র বলিয়া জয়াবতী রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। মাতার প্রস্থানের পর মিহিরও যথাস্থানে গমন করিলেন। অদ্য হইতে পিতৃরাজ্যে অবসর-প্রাপ্ত হইয়া মিহির শ্বশুরপ্রদত্ত রাজ্যের যথানিয়মে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রাজ্য এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কণ্টক; কোন উপদ্রবই

নাই; বিদ্রোহিগণ কারারুদ্ধ। শান্তিদেবী প্রতিগৃহে বিরাজমানা; কিন্তু মিহিরের শান্তি নাই! যত দিন তাঁহার মানসব্রতের উদ্‌যাপন না হইবে, তত দিনই তাঁহাকে অশান্তির ছায়াতলে বাস করিতে হইতেছে! এক্ষণে কত দিনে সেই শুভ দিনের অভ্যুদয় হইবে, তৎপ্রতীক্ষাতেই তিনি কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

তপস্যা বিফলে যায় না; শুভ দিন আগত। ব্রতানুষ্ঠান ও উদ্‌যাপনের সময় উপস্থিত। বহু দিন পরে মিহিরের শান্তিবিরহিত মুখচ্ছবি অদ্য শারদীয় মিহিরের উজ্জ্বল আভা ধারণ করিল! আজ যেন কোন একটি নূতন উন্নতির বীজ তদীয় হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত হইতেছে! ভাবিফল স্বর্গ কি অপবর্গ, কে বলিবে? যুবরাজ মিহির সভামণ্ডপে রাজাসনে অধ্যাসীন। মুক্তস্বরে বলিলেন, মন্ত্রিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। আমার বহু দিনের সাধ, আমি একটি মহাসভার অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে সে শুভ দিন উপস্থিত। কল্যই সভা সংস্থাপন হয়, এরূপ মানস করিয়াছি। আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। সভাসম্বন্ধে যাহা প্রয়োজনীয়, অদ্যই তৎসমুদয় সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। অক্ষুন্নভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহাই আমার বক্তব্য। সভাস্থ সমস্ত মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া, অভিবাদন করিলেন। সভাভঙ্গ হইল। আগত দিবসের মহানুষ্ঠানজন্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্রতী হইয়া চলিলেন। দিবামধ্যে সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন হইল। দেশে দেশে, ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। কোন বিষয়েরই অপেক্ষা থাকিল না।

রাত্রি প্রভাত হইল। পুরস্থ সমস্ত প্রত্যুষেই প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রিতগণের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। ব্যক্তিবিশেষে মর্য্যাদাবিশেষ, পর্য্যায়োচিত বাসস্থান প্রাপ্ত

হইলেন। আহূত, অনাহূত যাবতীয়ের যথাকালে মহাসমারোহের সহিত ভোজনব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। পরন্তু অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময়ে সভা সন্নিবেশিত হইল। লোকারণ্য! প্রথমতঃ শিষ্টাচারে ক্ষণকাল গত হইল। অনন্তর যুবরাজ মিহির স্বয়ং বক্তা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমি সর্ব্বাংশে কুশলী, এবং আমাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি। যেহেতু একদা এরূপ মহৎসঙ্গ-লাভ, ভাগ্যবিশেষের কার্য্য! এরূপ যোজনার সর্ব্বময় ঈশ্বরই যোজক! অন্যবিধ ব্যক্তিতে অসম্ভব। অতএব মঙ্গলময় ঈশ্বর সকল কার্য্যে, সকল সময়ে ধন্যবাদার্হ! এক্ষণে এই মহানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আমি যথোচিত নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি; কেবল মহোদয়গণের অনুমতিসাপেক্ষ। সভ্যগণ একবাক্যে সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। মিহির বলিলেন, আমার প্রথম বক্তব্য,—রাজা কে? রাজার কার্য্য কি? উত্তর।—যিনি সকলের প্রভু ধর্ম্মাধিকারী, তিনিই রাজা। সধর্ম্মে রাজ্যরক্ষাই রাজার কার্য্য। জগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মরক্ষাতে সমস্তেরই রক্ষা। রাজার ধর্ম্মে প্রজার ধর্ম্ম। রাজার পাপেই প্রজা পাপী, রাজ্য পাপময়। রাজার পুণ্যে দেশ পুণ্যময়। রাজকার্য্য অতীব দুষ্কর ব্যাপার! রাজা বিচারপতি; কোন একটি বিচার করিলেন। জনশ্রুতিপরম্পরায় কেহ বলিল, বিচার উত্তম হইয়াছে। কেহ বলিল, অতি অন্যায় বিচার হইয়াছে, দেশ উৎসন্ন যাইবে। মানবচরিত্র ঠিক্ একরূপ নহে! কালমাহাত্ম্যে সর্ব্ববাদিসম্মত বিচার অসম্ভব। মহোদয়গণ! অধুনা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ক্ষুদ্র হস্তে একটি গুরুতর বিচারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। মাদৃশ জীবনে এরূপ গুরুতর ব্যাপার আর কখনও ন্যস্ত হয় নাই; অদ্য সেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার দিন। মহোদয়গণকে আগমনজন্য যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহারও উদ্দেশ্য এই মাত্র। এক্ষণে অনুমতি হইলে বিচার্য্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারি। সভাসদ্ রাজন্যগণ, অন্যবিধ সভ্যমণ্ডলী ঐকমত্যে মত প্রদান করিলেন।

মিহির রক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন, বন্দিগণকে যথাস্থানে উপস্থিত কর। রক্ষী তৎক্ষণাৎ আদেশানুরূপ কার্য্য করিল। বন্দিগণ যথারীতি শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সভা নীরব; নিস্পন্দ! যেন কৃতান্তের বিচারালয়ের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে! শিশুরা পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যপানে সাবধান হইতেছে;—আশ্চর্য্য দৃশ্য!

মিহির প্রথমতঃ প্রজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে?—কোন্ দেশবাসী?

প্রজাগণ করযোড়ে নিবেদন করিল, আমরা প্রজা।

মিহির। কাহার প্রজা?

প্রজা। মহারাজের প্রজা।

মিহির। তোমরা বিদ্রোহী?

সকলে। (নীরব)

মিহির। তোমরা প্রজা হইয়া বিদ্রোহীর কার্য্য কেন করিলে? এরূপ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন কেন?

এ বার উত্তর হইল, আমরা ঘোর মূর্খ; প্রতারকের বাক্যে ভুলিয়া দুষ্কার্য্য করিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, মহারাজ এ রাজ্যের প্রকৃত ধর্ম্মাধিকারী নহেন; যথাশাস্ত্র এই শক্তিবাহনই স্বর্গীয় মহারাজ হিরণ্যাক্ষের উত্তরাধিকারী। আমরা এই ধর্ম্মবিশ্বাসে ইহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছি।

মিহির ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরে সভাপালের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সভাপাল বুঝিয়া প্রজাদিগকে স্থানান্তরিত করিল এবং সেই স্থলে বিরোধী পারিষদগণকে আনয়নপূর্ব্বক যথারীতি দাঁড় করাইল।

মিহির। আপনারা মহারাজ হিরণ্যাক্ষের বৈতনিক কর্ম্মকারক ছিলেন না?

পারিষদ। ছিলাম।

মিহির। মহারাজের স্বর্গারোহণের পরেও বেতনগ্রাহী ছিলেন?

পারিষদ। ছিলাম।

মিহির। দস্যুদিগের সঙ্গে যোগদান করিলেন কেন ?

পারিষদ। পেটের দায় !

মিহির। রাজধানীতে উদর-পোষণ হইত না ?

পারিষদ। হইত বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের আশঙ্কা। বিষয়কার্য্যে যেরূপ অনিবার্য্য ঔদাস্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল ; এই বিশ্বাসেই এ কার্য্য করিয়াছি।

মিহির। ইহা কি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য ?

পারিষদ। জঠরজ্বালা অনিবার্য্য !

বিশ্বাসঘাতকতার ফলও অনিবার্য্য ! এই বলিয়া মিহির পুনর্ব্বার সভাপালের পানে চাহিলেন। সভাপাল পূর্ব্বরূপ ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিল। দস্যুর সর্দ্দার শক্তিবাহনকে আনয়ন করিল।

মিহির। বারম্বার অপরাধীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেরও নির্নিমেষ চক্ষু ; নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত রোধ করিয়া রহিয়াছে। প্রায় মুহূর্ত্ত গতে মিহির অতি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রাজবিদ্রোহী ?

শক্তিবাহন। আমি রাজবিদ্রোহী নহি।

মিহির। সত্য বলিবেন, এই শান্তিময় রাজ্যে এরূপ বিপ্লব কে জন্মাইল ?

শক্তি। আমি জন্মাইয়াছি।

মিহির। তবে বিদ্রোহী নই বলিতেছেন কেন ?

শক্তি। শাস্ত্রবিধানানুসারে আমি রাজ্যাধিকারী।

মিহির। এ রাজ্য কার ?

শক্তি। মহারাজ হিরণ্যাক্ষের।

মিহির। যিনি রাজা, তিনি সমস্ত সম্পত্তির দানবিক্রয়ের ক্ষমতা-প্রাপ্ত ?

শক্তি। প্রাপ্ত।

মিহির। মহারাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনি উপস্থিত ছিলেন ?

শক্তি। ছিলাম।

মিহির। মহারাজ তখন সমস্ত সম্পত্তি কাহাকেও দান করিয়াছিলেন ?

শক্তি। আপনাকে দান করিয়াছিলেন।

মিহির। তবে আপত্তি কেন ?

শক্তি। দান অসিদ্ধ। আসন্নকালে তাঁহার জ্ঞানাভাব ছিল।

মিহির। তখন কোন দান-পত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ?

শক্তি। জানি না।

মিহির বিনাবাক্যে একখানি দান-পত্র বাহির করিলেন। বলিলেন, মহোদয়গণ! আপনারা এ দান-পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত আছেন ?

সভ্যগণ। জ্ঞাত আছি। দান-পত্রে আমরা সাক্ষর করিয়াছি।

মিহির। (বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া) মহাশয়! সভ্যগণ যাহা বলিলেন, শ্রুত হইলেন ? ইঁহারা মিথ্যাবাদী ?

শক্তি। না।

মিহির। দানপত্র অলীক ?

শক্তি। অলীক কি না, আমি জানি না।

মিহির। না জানিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ, অন্যায় কি না ?

শক্তি। অন্যায়।

মিহির। তবে আপনি অপরাধী ?

শক্তি। অপরাধী।

মিহির। অপরাধীর দণ্ড বিধিসঙ্গত ?

শক্তি। সঙ্গত।

মিহির। রাজদ্রোহীর দণ্ড কি ?

শক্তি। আমি বিচারক নহি। কিন্তু ধর্ম্মবিচারে প্রাণদণ্ড; অন্যথা ধর্ম্মের অধঃপতন।

মিহির নীরব! প্রাণীমাত্র নীরব! কিয়ৎক্ষণ পরে—আপনার কোন প্রার্থনা আছে?

শক্তি। প্রার্থনা কখনও করি নাই; কিন্তু আজ প্রার্থনা আছে।

মিহির। প্রার্থনা কি?

শক্তি। দণ্ডাজ্ঞা সত্বরই সাধিত হয়।

আবার নীরব! আবার গম্ভীর ভাব! নির্বাত নিষ্কম্প সাগরবৎ গম্ভীর ভাব! যুগ-প্রলয়ের পরক্ষণ! মিহির স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া বলিলেন, রাজন্যগণ! সভাসদ্গণ! সমস্তই জ্ঞাত হইলেন; এক্ষণে ইঁহাদিগের অপরাধের সত্যাসত্য বিবেচনা করুন।

দর্শকবৃন্দ, শ্রোতৃবর্গ সকলেই একবাক্যে বলিলেন, অপরাধ স্পষ্টই প্রমাণিত হইল। রাজদ্রোহী! ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ দ্বিতীয় আর কি আছে?

মিহির অনেক সময় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন! সহস্র সহস্র চক্ষু তাঁহার মুখ পানে একদৃষ্টি হইয়া থাকিল। অনন্তর তিনি প্রজাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রজাগণ! তোমরা অপরাধী;—রাজায় প্রজায় কি সম্বন্ধ, পরিজ্ঞাত নও বলিয়াই অপরাধী। বস্তুতঃ রাজায় প্রজায় পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ। অথবা রাজধর্ম্মে প্রজা পুত্রাদিক পালনীয়। তাহার উদাহরণ কোশ রাজ্য! তোমরা অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাতপাপ; বিশেষতঃ তোমরা স্বয়ং দোষী নও, সঙ্গদোষে দোষী। ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজধর্ম্মে আমি কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত; সুতরাং জ্ঞাতসারে কি প্রকারে তাহার ব্যতিক্রম করিব? তোমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর। তিনি তোমাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিলেন।

আকাশতল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, অকস্মাৎ তাহাতে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল!

মিহির পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহোদয়গণ! শ্রবণ করুন। এই শক্তিবাহন; ইনিই মুখ্য অপরাধী! ইঁহার অপরাধ অতি গুরু-

তর; দণ্ডও গুরুতর! এক্ষণে ধর্ম্মসভা সাক্ষী থাকিলেন। আমি সর্ব্ব-সাক্ষীভূত ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া বন্দীর প্রতি দণ্ডবিধান করিতেছি; আমার অধিকৃত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমুদায় সম্পত্তিতে এই বন্দী সম্পূর্ণ স্বত্ববান্ হইলেন। অদ্য হইতে ইনি মহারাজ হিরণ্যাক্ষের স্থানীয়। তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ইনিই বটে। কেহই ভিন্ন-জ্ঞান করিবেন না; করিলে অধর্ম্মে পতিত হইবেন। এই দানপত্র গ্রহণ করুন—বলিয়া মিহির স্বীয়-কৃত দানপত্র বন্দীর হস্তে প্রদান করিলেন। বন্দী একেবারে চিত্রিত! সকলই প্রায় চিত্রিত! কেবল বৈষম্য ইহার স্বেদ-প্লাবনে একেবারে অবগাহিত! পরক্ষণেই একদা সহস্র সহস্র কণ্ঠের চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল;—কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার! কি অদ্ভুত কাণ্ড! কি অভূতপূর্ব্ব দান! কি অশ্রুতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ! কি অদৃষ্টপূর্ব্ব মহামহিম ব্যাপার! ধন্য! দেশ ধন্য! জগৎ ধন্য! হায়! এক শুনিয়াছি মহাত্মা ভরতের আত্মত্যাগ! কিন্তু ইহা তদপেক্ষাও প্রশংসনীয়। যেহেতু ভরতের কলঙ্ক-আশঙ্কা ছিল; ইহাঁর তো কোন প্রকারই আশঙ্কা নাই! ইনি দেবতা। ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের পূর্ণাবতার! অদ্য আমরাও সর্ব্বাংশে ধন্য হইলাম!

আকাশের মেঘ কাটিয়া গেল! মেঘকাটা চাঁদ বড়ই উজ্জ্বল! এক্ষণে চাঁদের আলো, নক্ষত্রের আলো, যশের আলো, ধর্ম্মের আলো সকল একত্রে মিহিরের আলোতে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব দিনের অবতারণা হইল! এমন দিন হয় নাই, হবে না! এ দিন চিরদিন প্রদীপ্ত থাকিবে!

বন্দী কাঁদিয়া ফেলিলেন! বলিলেন, মহারাজ! আমরা ঘোর মূর্খ, ঘোর পাপিষ্ঠ; আপনকার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আপনি দেবতা; আপনি অমরশ্রেষ্ঠ! আমি রাজ্য লাভের যোগ্য নহি। আমি আপনকার সেবকের যোগ্য। আমাকে ক্ষমা করুন; আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করুন।

মিহির সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া শক্তিবাহনকে গাঢ়

আলিঙ্গন করিলেন; এবং সেই সময়েই তাঁহাকে রত্নময় সিংহাসনে অধিবেশন করাইলেন। সভায় জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হইল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা অতীত। মিহির প্রতিদিন বেলার শেষভাগে অন্তঃপু: আসিয়া ক্ষণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আজ আসিলেন না কেন সজ্জিত জলপানীয় সেই ভাবেই পড়িয়া থাকিল। ক্ষণা পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা, একান্ত চিন্তাকুলা! ক্ষণেক ধ্যান, ক্ষণেক অনুসন্ধান। বিধাতা অনুকূল হইলেন। চিন্তার নিধি—উপাস্য দেবতা আবির্ভূত হইলেন; মিহির সমাগত। ক্ষণা সহর্ষে দাঁড়াইয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। মিহির পালঙ্কের অনতিদূরে একখানি সামান্য আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণা ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টি চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, নাথ! বলিতে ভয় হয়, আজ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন?

মিহির। অদ্য আমার পালঙ্কে বসিবার অধিকার নাই।

ক্ষণা। (শশব্যস্তে) আসন ভ্রষ্ট?—সে কি, নাথ! তবে মাও কি আমাদের মায়া——আর বলিতে পারিলেন না; আক্ষেপ আসিয়া কণ্ঠ অধিকার করিল!

মিহির। না, প্রিয়ে! তা নয়;—মা ভাল আছেন। মার কোন প্রকার অসুখ নাই; তুমি স্থির হও।

ক্ষণ-বিশ্রামের পর ক্ষণা চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া বলিলেন, তবে পালঙ্কে বসিবার অধিকার নাই কেন?

মিহির। আমরা দরিদ্র-সন্তান।

ক্ষণা। আপনি দরিদ্র-সন্তান কিসে জানিলেন?

মিহির। সে বাহুল্য কথা। তবে সংক্ষেপে বলি;—স্বর্গীয় গুরু-

দেবের মুখে শুনিয়াছি। আমার প্রকৃত পরিচয়ের জন্য তাঁহার পদে পতিত হইয়া বিস্তর কাঁদিয়াছিলাম। গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া গণনা দ্বারা বলিয়াছিলেন, আমি ভারতবাসী ব্রাহ্মণসন্তান। পিতা আয়ুঃগণনায় ভুলিয়া আমাকে পাত্তুতে পূরিয়া নদীস্রোতে নিক্ষেপ করেন। এই পর্য্যন্ত বলিলেন, আর প্রাণান্তেও বলিলেন না। তাই বলি, ব্রাহ্মণ দরিদ্রসন্তান না?

ক্ষণা। (ক্ষণেক চিন্তার পর) এক্ষণে আপনি রাজা?

মিহির। (অতি বিমর্ষে) রাজ্য—কার—

ক্ষণা। নাথ! আমরা সহজবুদ্ধি অবলা! কার্য্যকারণে মন অতিশয় ব্যতিব্যস্ত! কি বলিব, স্থির বুঝিতেছি না। সহজে বলিয়া দাসীকে নিশ্চিন্তা করুন।

মিহির। প্রিয়ে! অপ্রয়োজন; শুনিলে তোমার কষ্ট হইবে। আর না হয়, অদ্য ক্ষান্ত থাক; সময়ান্তরে বলিব।

ক্ষণা। সময়ান্তর? নাথ! সময়ান্তরে দাসীর অন্তর সজীব থাকিবে?

মিহির। প্রমাদের কথা! না বলিলেও দোষ, বলিলে ততোঽধিক দোষ।

ক্ষণা। বর্ত্তমানে অব্যক্ত বেদনা বড়ই অসহ্য! ভবিষ্যৎ ভাগ্যে যে থাকে, ঘটিবে!

মিহির। নিতান্তই ছাড়িবে না? তবে শ্রবণ কর;—অদ্য আমি রাজ্যচ্যুত! তুমি কোথায় পাটরাণী; কোথায় পথের কাঙ্গালিনী!

ক্ষণা ধীরে ধীরে বলিলেন, কে আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিল?

মিহির। আমাকে আমিই করিয়াছি, অন্য কাহার সাধ্য?

ক্ষণা। আপনি রাজ্য ত্যাগ করিলেন কেন?

মিহির। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, রাজত্ব আমায় ভাল লাগে না;. ভিক্ষাই আমাদের সুখকর!

ক্ষণা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মিহির। প্রিয়ে! পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, তুমি দুঃখিত হইবে।

ক্ষণা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, নাথ! আপনি বারংবার বলিতেছেন, আমি অসুখী হইব! আমি কি সুখ-দুঃখ পাইতে জানি না? সীতা যখন রামসঙ্গে বনবাসিনী ছিলেন, তখন রাণী অপেক্ষা যে অনন্ত গুণে সুখিনী ছিলেন, তা আমি জানি। আমার মৌনভাবের সে কারণ নহে। আপনি কেবল দরিদ্রসন্তান বলিয়াই রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন,—না, অন্য কারণও আছে? এই সংশয়ে আমার চিত্ত দোলায়মান হইতেছিল; এখনও হইতেছে!

মিহির। যদি বলিলাম, তবে সকলই বলিতেছি। প্রিয়ে! একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি? এ রাজ্য কার—

নাথ! আর বলিতে হইবে না! ক্ষণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, নাথ! আর বলিতে হইবে না। হা, আমার দিদি কোথা! হা, আমার দিদি! হা, আমার মার মত দিদি! হা, আমার মা—— আর বলিতে পারিলেন না; অমনই মূর্চ্ছায় পতিত হইলেন! মিহিরও তদবস্থ; কেবল ধরাশায়ী নহেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে ক্ষণা আবার কাঁদিয়া উঠিলেন! আবার বলিলেন, আমার দিদি!—আহা! দিদির রাজ্যে দিদি নাই! আমি আছি?— দিদি ছাড়া জীবিত আছি? দিদি নির্দ্দয়-রক্ষবংশীয়া হইয়া কি না করিতে পারিলেন? আমি সুসভ্য মানবজাতীয় হইয়া দিদির দাসীর যোগ্য হইতে পারিলাম না? কেন আছি? নাথ! আপনার জীবনের আশঙ্কা! তাই বুকে পাষাণ বাঁধিয়া রহিয়াছি! নতুবা দিদি ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতাম? দিদি সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন; আমি আবার অবশিষ্ট জীবনেরও বিনাশ করিব? দাসী হইয়া ভর্ত্তার বিনাশ করিব?—নাথ! আর না;—চলুন—চলুন! দিদি জীবন দিল, আমরা কি দিলাম? তার বিনিময়ে কি আমরা এ ছার রাজ্যটাও দিতে পারিব না? তার প্রায়শ্চিত্তে কি আমরা ভিক্ষা অবলম্বনও করিতে পারিব না? চলুন;—এ জলন্ত শ্মশানে আর এক দণ্ডও থাকিব না!

মিহির। প্রিয়ে! চুপ কর। ঘুণাক্ষরেও যেন কেহ শুনিতে না পায়। ইহারা রক্ষজাতি; কিসে কি ঘটনা হয়!

ক্ষণা। নাথ! কোন আশঙ্কা নাই! ধর্ম্মশাস্ত্র কখনই মিথ্যা নয়। এমন সময়ে যাত্রা করিব, দেবতারাও বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবেন না! এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র উদ্‌যোগ করুন।

মিহির। তাহাই করিব। এক্ষণে রাত্রি শেষ হইয়াছে; চল, নিদ্রা যাই।

ক্ষণা। নিদ্রা কি হইবে? যাহা হউক, আপনার কষ্ট হইবে, শয়ন করুন।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে অচিরেই উভয়ে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ক্ষণা-মিহিরের আচরণ দেখিয়া অনেকের সন্দেহ হইল, ইঁহারা আর এ দেশে থাকিবেন না। ক্রমে এ অনুমান দেশব্যাপিত হইল! জনশ্রুতিপরম্পরায় এ কথা মিহিরের মাতা জয়াবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মৃতকল্পা হইলেন; কিন্তু প্রকাশ করিলেন না। প্রকারান্তরে পুত্র ও বধূকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন এবং সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অত সাবধানতা কয় দিন থাকে? এক দিন মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় মিহির ভোজনাসনে উপবিষ্ট; পরিবেশনকারিণী ক্ষণা অন্নপূর্ণ থালা ধীরে ধীরে স্বামি-সম্মুখে রাখিয়া গমন করিলেন। মিহির অন্ন উৎসর্গ করিতেছেন, এমন সময়ে ক্ষণা বিদ্যুৎ ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তস্বরে কহিলেন, নাথ! নাথ! শীঘ্র—অতি শীঘ্র;—এই—এই সময়—যাত্রা—যাত্রা করুন। মিহিরও ততোঽধিক ব্যস্ততাসহকারে বলিয়া উঠিলেন, কই—কই?—প্রিয়ে! কই?—যাত্রার সামগ্রী কই? ক্ষণা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ! গেল—গেল,—নাথ! সময় গেল; না হয় একবার পা বাড়াইয়া রাখুন। মিহির আর কথা বলিলেন না; দক্ষিণ পদ বাড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণাও বাম পদ বাড়াইলেন। মিহিরের

মাতা জয়াবতী গোলযোগ শুনিয়া একশ্বাসে দৌড়িলেন; আসিয়া দেখিলেন, কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। অমনই—হা রে সর্ব্বনাশ করিলি!—বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক আছাড়িয়া পড়িলেন। ক্রমে প্রতি-বেশী, বালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত আসিয়া একত্রিত হইল! সকলে শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল! ক্ষণা-মিহির ইঁহারাও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কত লোকে কত যত্ন, কত মিনতি স্তুতি করিতে লাগিল, যুবক যুবতী কেবল চক্ষের জলেই তাহার উত্তর করিলেন!

এই ভাবে চারি দণ্ড গত হইল। মিহির কাতরস্বরে বলিলেন, আমরা ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছি, আমরা ভারতবর্ষে গমন করিব; জীবন বর্ত্তমানে অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে আমাদিগকে মাত্র অপরাধীই করিবেন; আমরা সন্তান! বরং যাহাতে আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তৎপক্ষে যত্ন করুন! সকলে নীরব; কেবল অধোবদনে অশ্রু-ত্যাগ করিতে লাগিলেন! স্ত্রীলোকেরা ক্ষণাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! তুমিও আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবে? সতী লক্ষ্মী মা! আমাদের কি উপায় হইবে? আমরা কার মুখ দেখিয়া এ চাঁদপানা মুখখানি পাসরিব? মা! আমাদের প্রকৃতই রাক্ষসী করিয়া রাখিয়া গেলি? আমরা পাষাণী রাক্ষসী; আমরা তো মায়া কি পদার্থ জানিতাম না; তুইই তো আমাদের মায়ার মুখ চিনাইয়াছিস্? এখন মায়ায় ভুলাইয়া, মায়া ত্যাগ করিবি? এই কি ধর্ম্ম? মা! একবার চা! একবার দেখি—জন্মের মত দেখি!

ক্ষণার অস্ফুট রোদন! থাকিয়া থাকিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে-ছেন! কাঁদিতে কাঁদিতে ছিন্নশ্বাস জন্মাইয়া বসিলেন! মুখ স্ফীত ও রক্তাকার হইল! বিলাপপরায়ণারা বিলাপে ক্ষান্ত হইলেন! তখন সকল ভুলিয়া সকলে ক্ষণাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং নানা-বিধ শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। অনেক সান্ত্বনা, অনেক শুশ্রূষার পর ক্ষণা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার পর বলিলেন, মা

চিরদিনই আমাকে কন্যার মত দেখিয়াছেন ; কন্যার মত পালন করিয়াছেন। কন্যা দ্বারা তো এইরূপই ঘটিয়া থাকে ! এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি ধর্ম্মপালন করিয়া বজায় থাকি ! ক্ষণার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বলিতেছেন, না মা ! আর কাঁদিব না। কিন্তু কাজে বেশী পরিমাণে কাঁদিতে লাগিলেন !

মিহির সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ! ক্ষণাও কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন ! মিহির প্রত্যেকের নিকট বিদায় লইয়া সস্ত্রীক গমন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত স্ত্রীপুরুষ—বাল, বৃদ্ধ, বনিতা চলিল ! ক্রমে ভীমার তীরে উপস্থিত হইলেন। নৌকা কিনারায় লাগিল। সস্ত্রীক মিহির পুনর্ব্বার সকলকে প্রণাম করিয়া নৌকারোহণ করিলেন ! নৌকা চলিতে আরম্ভ হইল ! দর্শকমণ্ডলী হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এক দিন অযোধ্যায় সরযূতীরে, এক দিন বৃন্দাবনে যমুনাতীরে, এক দিন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে এরূপ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল ! নৌকা যত দূর দেখা যাইতেছিল, একতান-নয়নে সকলে দেখিল ! যখন নৌকা অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন দর্শকেরা যেন বিজয়ার প্রতিমা-বিসর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে লাগিলেন !

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

দিবা অবসান ! অদ্য সিঁদুরে মেঘে আকাশ রঞ্জনময় হইয়াছে ! জলে প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় জলও রঞ্জনময় হইয়াছে ! সান্ধ্য সমীরণে অল্প অল্প ঢেউ খেলিতেছে কি ?—না, ক্ষণা-মিহিরের দুঃসহ বিরহে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে ভীমার রক্তবমন হইতেছে ? ঠিক্ বুঝি না ! নাবিকেরা বলিল, মহাশয় ! জোয়ার শেষ হইল,—দিবাও

শেষ হইয়াছে ; নৌকা এ স্থানে রাখিলে ভাল হয়। মিহির বলিলেন, যাহা ভাল হয় করিবে, বাধা কি ? অনন্তর নৌকা সে স্থানেই লাগিল। আরোহীরা স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিলেন ! দিনের ঐকান্তিক ক্লান্তিতে সকলেই ঘোর নিদ্রায় বিচেতন হইলেন ! রাম সসৈন্যে যেন মহীরাবণের মায়া-নিদ্রায় পতিত ! রাত্রি গত ; বেলা আকাশে এক প্রহরের মত ! তথাপি নাসিকার ডাক থামিতেছে না। শেষ রৌদ্রের প্রখরতায়ই সকলকে জাগাইল ! জাগিয়া সকলেই হতবুদ্ধি ! এ কোথা ! কূল কিনারা কিছুই নাই ! নৌকা রাত্রির প্রখর ভাটায় ছুটাইয়া সমুদ্রের চড়ায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে ! প্রাণ উড়িয়া গেল ! যত ক্ষণ ভাটা আছে, জীবনও আছে ! বাণ হইলেই প্রাণ-বিয়োগ ! সকলেই নিশ্চেষ্ট ! ক্ষণা বলিলেন, নাথ ! চিন্তা নাই ; যে সময়ে যাত্রা করা গিয়াছে, শাস্ত্রধর্ম্ম সত্য হইলে অকূলে ডুবিয়াও বাঁচিব ! আপনি ঈশ্বরচিন্তা করুন। বলিতে বলিতে বাণ হইল ; নৌকা বিদ্যুদ্বৎ ছুটিয়া চলিল ! ঈশ্বরের মহিমা অচিন্তনীয় ! এ সময় জনেক বণিকের বৃহৎ সমুদ্রপোত চলিতেছিল, দৈবাৎ নৌকা যাইয়া তাহাতে লাগিল ! বণিকটি অতি ভদ্র লোক ; তিনি স্বয়ং যাইয়া নৌকা আবদ্ধ করিলেন, এবং আরোহীদিগকে স্বীয় পোতে আনয়ন করিলেন। স্ত্রীলোকটিকে অতি যত্নে স্বীয় পরিবার-নিকটে স্থান দান করিলেন। মিহিরকে স্বসমীপে রাখিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ ও আশ্বাস দানে নিশ্চিন্ত করিলেন। হিন্দু বণিক, অন্নাহার ঘটিল না বটে, কিন্তু জলযোগের এমনই আয়োজন ছিল যে, তাহাতে অন্নাহার একবার স্মরণপথেও আসিল না ! মিহির ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সঙ্গে সঙ্গে এক আধ বার ক্ষণাকেও ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ! ঈশ্বরের আনুকূল্যে বায়ুর আনুকূল্য ! নৌকা বায়ুর ন্যায়ই গতিশক্তি লাভ করিল ! দুই দিবসে নৌকা পূর্ব্ববঙ্গের রঙ্গণ নামক স্থানে যাইয়া পঁহুছিল ! সে সময় রঙ্গণ একটি প্রধান বাণিজ্যস্থল। এ স্থলে নানা দিগ্দেশীয় লোকেরই সমাগম। হিন্দুর সংখ্যাই অতিরিক্ত। মিহির বণিকসমীপে কৃতজ্ঞতাসহ

বিদায় গ্রহণ করিলেন। বণিক বহু যত্নে পাথেয়স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধন প্রদান করিলেন। মিহির সে যত্ন এড়াইতে পারিলেন না; অগত্যা গ্রহণ করিলেন। প্রথমে জানিতে পারেন নাই; শেষ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, দরিদ্রজীবনে আর দ্বিতীয় ধনের বড় প্রয়োজন হইবে না!

মিহির স্ত্রীসহ এই অঞ্চলে প্রায় তিন বৎসর বাস করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বহু শিষ্য কৃতবিদ্য হইল! সম্ভবপর বটে; অদ্যাপিও পূর্ব্ববাঙ্গালায় চক্রশালা প্রভৃতি স্থানে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায়। যে মেহারে মহাত্মা সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ হইয়াছিলেন, শুনা যায়, মিহির স্বনামে ঐ স্থানটি স্থাপন করিয়াছিলেন। কালে—এক্ষণে মিহিরে মেহার নাম হইয়া পড়িয়াছে! এ দেশে বহু দিন বাসনিবন্ধন ইহাদিগের ভাষার একেবারে পরিবর্ত্তন হইল। একদা মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ দর্শনার্থ মিহির ক্ষণার সহিত চন্দ্রশিখরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সীতাকুণ্ডে বিধিমত স্নান আহ্নিক সমাপন করিলেন; তৎপরে বিগ্রহাদি দর্শনজন্য স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় শোভায় এমনই মোহিত করিল যে, দিবাবসান হইয়াছে, সন্ধ্যাও প্রায় অতীত; তথাপি তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। রাত্রিকালে উপর পাহাড়ে জনপ্রাণী থাকে না; প্রবাদ আছে, নিশিতে নিশাচর ভূতগণের প্রভূত উপদ্রব হইয়া থাকে! মিহির নূতন লোক; ইদমতত্ত্ব কিছুই জানেন না! জনপ্রাণীশূন্য! তামসী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল! ভয়, বিস্ময়, ভ্রম তিনের সংমিশ্রণে মিহির এক পা অগ্রে, এক পা পশ্চাৎ ফেলিতে লাগিলেন! ক্ষণা বুঝিলেন, স্বামী দিক্ হারাইয়া শঙ্কিত হইতেছেন! তখন স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, নাথ! আপনি ভয় পাইতেছেন?—এই কি ভয়স্থান?—যিনি অকূল সমুদ্র হইতে পুষ্পক-রথে তুলিয়া আমাদের রক্ষা করিলেন, ইহা যে সেই অনাদিনাথেরই লীলাক্ষেত্র! নিশ্চিন্ত হউন! আমাদিগের আশ্রয়াভাব? তবে এ সকল বৃক্ষতল কি জন্য পড়িয়া রহিয়াছে?

মিহির লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, না প্রিয়ে! ভয়ের কারণ কি? যেখানে ভবানীপতি সপরিবারে! অভয়ার প্রসাদে সেখানে ভয়েরই ভয়স্থান। আরও দেখ, ঐ যে তামসারি চন্দ্রমা কেমন তেজোগর্ব্বে অভয় প্রদান করিতেছেন! রাত্রিকে ঠিক্ দিন করিয়া তুলিয়াছেন! চল, আমরা ভ্রমণ করি।

চন্দ্র বড় দুষ্ট! উনি মেয়ে কাঁদাবার যম! বিরহিণীর উপর আক্রোশ ভারি! আজ আবার ঘরে ঘরে পর হইয়া বিলক্ষণ কৌতুক করিতেছেন। অতিশয় করদানে, ঠিক্ দিনমান অনুমান করিয়া কুমদিনীও কাঁদিতেছেন; প্রতিবেশিনী দ্বেষিণী পদ্মিনীও দেখিতেছেন দিন; অথচ দিনের সাথিসঙ্গ পাইতেছেন না! এ বড় দুঃখের কথা! সুতরাং পদ্মিনীর কান্না আরও অধিক! চন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া দেখিতেছেন, বড় দুষ্ট! কিন্তু আজ দুইটি যাত্রীর উপর বড় আনুকূল্য করিতেছেন। ক্ষণা-মিহির তৎসাহায্যে বহু স্থান দর্শন করিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমনই অন্যমনস্ক হইলেন যে, নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে জ্ঞানমাত্র নাই। এখানে বৃক্ষলতা অতিশয় ঘনীভূত; শাখাপল্লবে চন্দ্রালোক একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পায় পায় লতা জড়িয়া গতিশক্তি রহিত করিল। এ বার মোহ ভাঙিয়াছে; উভয়েই অপ্রতিভ! এ কোথা! কাহারও মুখে কথা নাই; কেবল অন্ধের মত পথ দেখিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ ক্ষণার চক্ষে পড়িল, অতি দূরে নক্ষত্রের ন্যায় একটি আলো জ্বলিতেছে। তখন স্বামীর হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নাথ! ঐ দেখুন আলো। বোধ হয়, ওখানে মানুষ আছে, চলুন যাই। মিহির সম্মত হইয়া চলিলেন। যত অগ্রসর হইতেছেন, আলো ততই পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। অর্দ্ধ ক্রোশ চলিয়াই সে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ একটি মন্দির। মন্দিরের দ্বার মুক্ত; তথা হইতে দীপরশ্মি বাহির হইতেছে। তখন সবিস্ময়ে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। আরও বিস্ময়! মন্দির হইতে একটি স্বর অকস্মাৎ প্রবাহিত হইল! এ কি

সুধাস্রোত, না, অপ্সরাকণ্ঠ?—শ্রোতৃদ্বয় চক্ষুশ্রবার ন্যায় স্থিরচক্ষু, স্থিরচিত্ত! ধীরে ধীরে মনের অজ্ঞাতসারে, অথবা বড়িশ-গাঁথা মীনের ন্যায় চলিতে লাগিলেন! ধীরে ধীরে সোপানাবলী পার হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। আর পা সরিল না; অমানুষিক ব্যাপার! একেবারে চিত্রিত! যে সুধাস্রোত বহিতেছে, তাহার উৎপত্তিস্থান জানিতে পারিলেন। মধু, কুসুমেই থাকে! সুধা, চন্দ্রমণ্ডলেই থাকে! দেখিলেন, তিনটি যোগিবেশধারিণী কামিনী চর্ম্মাসনে উপবিষ্টা! পৃষ্ঠ ঢাকিয়া লম্বিত জটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে! অঙ্গে ভস্মলেপ, পরিধানে বল্কল, করে অক্ষমালা; প্রকোষ্ঠে, বাহুতে ও কর্ণে ক্ষুদ্র বলয়াকৃতি রুদ্রাক্ষমালা। কণ্ঠ হইতে বক্ষবিলম্বিত রুদ্রাক্ষযোগে স্ফটিকমালা। তিন জনই যৌবনসম্পন্না; মুদ্রিত-চক্ষু; ধ্যানপরায়ণা। যিনি মধ্যস্থিতা, আকারগত ভাবে তিনিই প্রধানা; তিনিই প্রভু বলিয়া বোধ হইতেছে। অপরা দুইটী পরিচারিকা। হায়, যেন হিমালয়শিখরে সসখী তাপসী পার্ব্বতী। প্রধানা তাপসী শিবাষ্টক পাঠ করিতেছেন। পাঠ-সমাপ্তির পর তিনি দাঁড়াইলেন। যুক্তকরে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া পরে প্রদক্ষিণপুরঃসর দেবাদিদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। একবার দ্বার পানে তাপসীর পবিত্র দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলেন, দ্বারের এক পার্শ্বে দুইটি লোক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তাপসী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন! অত রাত্রে এ স্থানে মনুষ্য! আশ্চর্য্য! আবার স্ত্রী-পুরুষ যুগল-মূর্ত্তি! এ কি দেবমায়া? আমার কাছে মায়া?—দেখিব! প্রদীপটি নেব-নেব করিতেছিল; বাড়াইয়া দিলেন। না, আবারও বাড়াইলেন; মনের তৃপ্তি হইতেছে না; আবারও বাড়াইলেন। এ বার বাড়াইতে নিবিয়া গেল! তৈল-বর্ত্তি সকলই আছে, তবে নিবিল কেন ঈশ্বরই জানেন। যাহা হউক, চন্দ্রালোকেই কার্য্য চলিতে পারে, আর জ্বালিলেন না। বলিলেন, শৈলেন্দ্রি! আসন প্রদান কর, অতিথি দণ্ডায়মান। শৈলেন্দ্রী আসন প্রদান করিয়া বলিল, এই সামান্যাশ্রমে অতিথির পদার্পণ! অদ্য আমরা কৃতকৃতার্থ

হইলাম। এক্ষণে আসনপরিগ্রহ দ্বারা শ্রম দূর ও আশ্রমীর আশা পূর্ণ করুন। মিহির সস্ত্রীক আসন গ্রহণ করিলেন। অতিথি, সকলের গুরু বলিয়া তাপসী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। শৈলেন্দ্রী একটি শালপত্রে কয়টি ফল ও একটি মৃণ্ময় জলপূর্ণ পাত্র আনিয়া অতিথির সম্মুখে রাখিলেন। অতিথিরা ফলাহার করিবেন কি? আশ্রমের পবিত্রতা, রূপের পবিত্রতা, আলাপ-ব্যবহারের পবিত্রতা, পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় যেন চতুর্ব্বর্গের ফললাভ হইল! নয়নের, মনের তৃপ্তি হইতেছে না! যত দেখেন, ততই তৃষ্ণার বৃদ্ধি! হায়! অনাদিনাথের ইচ্ছায়, কত রসেরই না আস্বাদন করিলাম; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি-রসই শ্রেষ্ঠ! এই রসেই অমরত্ব, সন্দেহ নাই। অনন্তর ফলাহার করিলেন। তাপসীর যত্ন উপেক্ষা করে কার সাধ্য? ক্ষণাও অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

সেবান্তে তাপসী বিনীতভাবে বলিলেন, বোধ হয়, আপনারা স্বামি-সহধর্ম্মিণী হইবেন। কোথা হইতে এই অগম্য নির্জ্জন প্রদেশে আগমন করিলেন? বানপ্রস্থের সময় নহে? সস্ত্রীক তীর্থ-পর্য্যটনেও উৎকৃষ্ট ফল! তবে কি তাহাই উদ্দেশ্য?

মিহির বিনীতভাবে বলিলেন, কেবল তীর্থ-দর্শনই উদ্দেশ্য নহে, আমরা স্বদেশে চলিয়াছি।

তাপসী। আপনাদিগের দেশ কোথায়? আর কোথা হইতে যাইতেছেন?

পথিক। দেশ ভারতবর্ষ, রাজস্থান উজ্জয়িনী যাইব। আর কোথা হইতে যাইতেছি, সে অতি সুদীর্ঘ কাহিনী; এবং সমধিক কষ্টপ্রদ! আপনি দয়ার প্রতিমা; অকারণ মনস্তাপে আপনাকে তাপিত ও দুঃখিত হইতে হইবে! ঈদৃশ পবিত্র মূর্ত্তিকে শোকসন্তপ্ত করা আমার প্রবৃত্তি নহে।

তাপসী। যদি পরদুঃখে পাষাণ-হৃদয় গলাইতে পারিলাম, তবেই জানিলাম, ভগবান শূলপাণি দাসীকে অন্তে পাদপদ্মে স্থান-দান করি-

লেন। মহাশয়! রাত্রিকাল, পথও সুখগন্তব্য নহে; এ সময় স্থানান্তর-গমন অসম্ভব। অনর্থ নিদ্রায় সময় ব্যয়িত না করিয়া আত্ম-বিবরণ বর্ণনে আমাদিগকে সুখী করা কি ভাল নয়? যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে, কিম্বা আপনার কষ্টকর হয় তবে আবশ্যকতা নাই।

পথিক। (সলজ্জভাবে) আপনাকে বলিতে কোন বাধাই নাই। যেমন ঈশ্বরসমীপে শোক, তাপ, দোষাদোষ বলিতে সঙ্কোচ হয় না, মহোদয়াসমীপেও তদ্রূপ বটে। যদি একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, শ্রবণ করুন।

পথিক কথা আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ স্বর্ণদ্বীপের উৎপত্তি, তথায় রক্ষজাতির আগমন, রক্ষদিগের রাজ্য স্থাপন, রক্ষবংশীয় শেষ রাজা হিরণ্যাক্ষ ও অরুণাক্ষের বিবরণ; তৎপরে আত্মবিবরণ অদ্য পর্য্যন্তের বর্ণনা করিলেন। এ প্রস্তাবে কি বক্তা, কি শ্রোতা সকলেরই বিস্তর অশ্রুবর্ষণ হইল! অকাল মেঘের ন্যায় চারি চক্ষু বর্ষিল! কিয়ৎক্ষণমধ্যে কাহারও কণ্ঠে বাক্য আসিল না। তাপসী রাজস্মার মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। মনের বেগ কথঞ্চিৎ শমিত হইলে, তাপসী বলিলেন, যাহা একান্ত অমরবাঞ্ছনীয় বস্তু; আশ্রমবাসী মনীষিগণও যাহার উপভোগে সময় সময় লিপ্ত হন, সেই পরম সুখাস্পদ রাজত্ব কিজন্য ত্যাগ করিলেন?

পথিক। দেবি! আর বলিবেন না! মনে করুন, রাজত্ব কার? যে ধন হারাইয়াছি, রাজত্ব তুচ্ছ,—অতি তুচ্ছ! যার বিনিময়ে জীবনই অতি সামান্য! তাহাতে—কি আছে? কি দিব? হায়! এই তুচ্ছ প্রাণও তো এত দিন সেই রাজকুমারী জ্ঞানদার বিনিময়ে দিতে পারিলাম না? ধিক্!—

ক্ষণদা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন; জ্ঞানদা নাম শ্রবণমাত্র—হা দিদি! হা দিদি!—বলিতে বলিতে ভগ্নতরুর ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন।

তাপসী, এ কি—এ কি!—এ কি হইল! সর্ব্বনাশ হইল! নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, অতিথিহত্যা করিলাম! ধরো, শৈলেন্দ্রি! ধরো—

ধরো—বলিয়া অভ্যাগতা মূৰ্চ্ছিতা কামিনীকে ধরিলেন! ধরিয়া একেবারে ক্রোড়ে তুলিলেন। অঙ্কদেশ সুধাময়ী শশিকলার আশ্রয়স্থল হইয়া, নিত্যসুখ ও অমরত্ব লাভ করিল! পরিচারিকাগণ নানারূপ শীতল বস্তু দ্বারা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শীত-ক্রিয়োপযোগী সকল বস্তু অপেক্ষা তাপসীর সুশীতল পাণিতল দুটি অধিক কার্য্যকারী হইল। তাপসী স্বভাবমুগ্ধ মূর্চ্ছিতার কর্ণে বারংবার ফুংকার করিতে লাগিলেন। এই ব্যপদেশে তিনি আরও দুই একটি স্নেহের অতুল্য জিনিষ গ্রহণপূর্ব্বক জীবন, মন ও আশার সার্থকতা করিয়া লইলেন। তাহা অন্যের অলক্ষ্য! মূৰ্চ্ছা ভয়ানক! চারি দণ্ড গত, তথাপি চৈতন্য হইতেছে না। অশেষ যত্ন, ও পরিশেষে রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ বায়ু; তা ছাড়া, তাপসীর স্বভাবসিদ্ধ শীতলতা সমস্ত মিলিয়া বিলক্ষণ কাজ দেখাইল! এ সমস্তের সুখস্পর্শেই রোগী অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন করিল! চক্ষু পূর্ণ-বিকাশ পাইলে, একবার তাপসীর পানে চাহিল। চক্ষু হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া স্থিরভাবে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি?—তুমি আমার দিদি না?—মায়াময়ী তাপসী এ বার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিদ্যুচ্চালিত হস্তে অঙ্কস্থিত মস্তকটি নীচে রাখিয়া তারার ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। তাপসী চলিয়া গেলে তাঁহার ছায়াটি সকলের হৃদয়েই অঙ্কিত হইল। ছায়াটি চেনা চেনা;—অথচ ঠিক্ চেনা যাইতেছে না! জলাবর্ত্তের ঘোর বিপাকে একটি পদ্ম পড়িয়া, এমনই ঘুরিতেছে যে, সেটি পদ্ম, কি উৎপল, না অন্য কোন রক্তিম পদার্থ, স্থির হইতেছে না। তখন মনও সকলকার তেমনই বিঘূর্ণ্যমান; সুতরাং কি বুঝিবেন? মুহূর্ত্ত গতে মিহির বিষণ্ণভাবে বলিলেন, ধর্ম্মসমীপে আমি কত প্রকার অপরাধীই না হইলাম! এই শান্তময়ী সাক্ষাৎ ভগবতীকে কেনই ব্যথিত করিলাম! আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া শেষ তাঁহাকে আশ্রম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইল! শৈলেন্দ্রী বলিল, মহাশয়! কোন চিন্তার কারণ নাই; তাপসী অতিশয় স্নেহপরায়ণা। তিনি কাহারও দুঃখ

দেখিতে পারেন না; পরদুঃখে গলিয়া যান। ঈশ্বরের রাজ্যে তিনি সকলকেই ভাই ভগিনীর মত দেখেন। 'তুমি আমার দিদি না?' এই দারুণ শোকসূচক কথাটি তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ লাগিয়াছিল! তাই সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই ছুটিয়া পলায়ন করিলেন। মিহির ক্ষণার পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি এ কথাটি কেনই বলিলে? ক্ষণা বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম—কে আমার কানে বলিল, ক্ষণা! তুই কি একেবারেই অজ্ঞান? দিদির ক্রোড়ে থাকিয়া—আবার দিদি কোথা?—ইনিই তোর দিদি। আমি ব্যস্ত হইয়া—কই দিদি? দিদি কই? যেমনই বলিলাম, অমনই স্বপ্নভঙ্গ হইল! কিন্তু আশ্চর্য্য! স্বপ্নভঙ্গে যেমনই চাহিলাম, ঠিক্ দিদির মতই যেন দেখিলাম! তাই ওরূপ বলিয়াছি। আহা! যদি তাঁর একবার দেখিতে পাইতাম, তবে জীবনের সার্থকতা হইত। আমি ইঁহাকেই দিদি বলিয়া, দিদির মত দেখিয়া, মৃত্যু-যন্ত্রণা শেষপূর্ব্বক স্বর্গীয় নিত্য সুখ ভোগ করিতাম। মা! আপনারা যদি দয়া করেন, বোধ হয়, আমার আশা পূর্ণ হইতে পারে!

এমন সময় মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে কাহারও পদশব্দের ন্যায় কয়টি শব্দ অনুভূত হইল। মিহির নিঃশব্দে উঠিলেন;—নিঃশব্দে মন্দিরের পশ্চাৎ-গমন করিলেন। কিন্তু কই?—কিছুই তো নয়;—সকলই ভ্রান্তি! মিহির ফিরিলেন। কতক দূর আসিলে আবার—আবার শব্দ। আবার ফিরিলেন। ফিরিয়া আবার দেখিলেন, কিছুই নয়; পূর্ব্ববৎ। এ কি দৈবী মায়া? দেবস্থান; সম্ভবপর বটে। মিহির আর তিষ্ঠিলেন না; মন্দিরসম্মুখে আসিলেন। শৈলেন্দ্রী বলিল, বৃথা আয়াস পাইতেছেন; আপনি বসুন, বরং অনুমতি হইলে আমি এক বার সন্ধান করিয়া আসিতে পারি। মিহির বলিলেন, তাহা হইলে কৃতকৃতার্থ হই! আমি বড়ই অনুতপ্ত হইতেছি! শৈলেন্দ্রী গমন করিল। ক্ষণা বলিলেন, নাথ! কি দেখিলাম!—কি হইল! আমার মন এরূপ হইল কেন? মিহির বলিলেন, প্রিয়ে! এরূপ না হইলে স্বপ্নের আশ্চর্য্য শক্তি

বলে কেন? তুমি স্থির হও; ভ্রান্তিকে হৃদয়ে স্থান দিলে উন্মাদগ্রস্থ হইতে হয়। যাহা যায়; আর কি ফিরিয়া পায়?—যাহা হউক, ঐ যে দ্বিতীয়া তাপসী আসিতেছেন। বলিতে বলিতে শৈলেন্দ্রী উপস্থিত হইল। বলিল, মহাশয়! যামিনী প্রভাতোন্মুখ, প্রাতঃকৃত্যের সময় উপস্থিত। দেবী তৎকার্য্যে ব্রতী, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে দিবামধ্যে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই; এজন্য মহাশয়সমীপে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মিহির ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমর্ষ বদনে বলিলেন, দেবীর দয়া, ধর্ম্ম, সৌজন্য জীবনে বিস্মৃত হইব না। আমরাই অপরাধী; এক্ষণে প্রার্থনা—আমরা তাঁহার দয়া ও ক্ষমার ভাজন হইতে পারি। ভগবতীর সাক্ষাৎকার-লাভ, সৌভাগ্যের কথা! এ ভাগ্যের কাজ নহে। তাই বিদায় হইতেছি, অনুমতি করুন। শৈলেন্দ্রী বলিল, বিদায় নাই, তবে যদৃচ্ছা গমন করিতে পারেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সপত্নীক মিহির আশ্রম হইতে বিদায় হইয়া গমন আরম্ভ করিলেন। রাত্রিতে যত সময় বোধ হইয়াছিল, তত নহে; দেখিতে দেখিতে বন পার হইয়া লোকপথে উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে নিম্নতলে নামিয়া যাত্রীকমণ্ডলীমধ্যে মিলিত হইলেন। বহু যাত্রীকের সমাগম। পশ্চিম-বাঙ্গালার কয়টি ভদ্র-পরিবার এই মহাতীর্থে আগমন করিয়াছেন। ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের সঙ্গে বিশেষ আলাপ, ও আপ্যায়িত হইল। পরন্ত একসঙ্গে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে গঙ্গা, ইহার মধ্যবর্ত্তী বহু স্থানে বহু ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক স্থানে জ্যোতির্ব্বিদ্যার বীজ বপন হইয়াছিল। মিহির কিছু কাল গঙ্গাতীরে বাস করিবার মানস করিলেন; বলিলেন, প্রিয়ে! আমার ইচ্ছা—এই পবিত্র ভাগীরথীতীরে বাস করিয়া মনের ও শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর করি; এ শরীরে পাপসমষ্টি! হায়! আমা কর্ত্তৃক

কত লোককেই যে মনস্তাপ পাইতে হইয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই! আমরা কি সামান্য নিষ্ঠুরের কার্য্য করিয়াছি! যাঁহারা আমাদের প্রতিপালনকারী, জনক জননী অপেক্ষা কোন অংশে ভেদ-জ্ঞান করিলে আমরা ঘোর পাপিষ্ঠ! কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে পতিতপাবনী ভিন্ন এ উৎকট পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! ক্ষণা বলিলেন, নাথ! ঈশ্বর আপনকার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন; সকলই আমার মনের কথা বলিতেছেন। ইহা আমারও একান্ত ইচ্ছা। দাসীর ইচ্ছা-প্রকাশ, স্বতন্ত্রার কথা! তাই সাহস করিয়া বলি নাই। মিহির বলিলেন, তুমি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তোমার ইচ্ছা-প্রকাশে স্বতন্ত্রার কার্য্য হয় না। যাহা হউক, আমি এই বাড়ীটি স্থির করিয়াছি, আমরা ইহাতে বাস করিব। বাড়ীটি মনুষ্যশূন্য ছিল; আপাততঃ মনুষ্যদর্শনে ভীত হইয়া দুইটি কাক কয়টি ডাক ডাকিয়া উড়িয়া প্রস্থান করিল।

ক্ষণা। নাথ! কিছু বুঝিতে পারিলেন? কাক কি বলিয়া গেল?

মিহির। না, প্রিয়ে! আমার মনঃসংযোগ ছিল না। কি বলিল?

ক্ষণা। নাথ! এ গৃহে বাস করা হইবে না।

মিহির। কেন?

ক্ষণা। অদ্য দুই প্রহর অতীত হইবা মাত্র এই প্রাসাদের শিখরদেশ ভগ্ন হইয়া পতিত হইবে, কাক তাহাই বলিয়া গেল।

মিহির। (ক্ষণ চিন্তার পর) প্রিয়ে! তোমার ভুল হইয়াছে; অদ্য নয়,—কল্যই ঐ সময় উহার পতন হইবে।

ক্ষণা পতি-বাক্যের প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে, কিন্তু আমার এ বাটীতে প্রবেশ করিতে কোন প্রকারেই ইচ্ছা হয় না।

মিহির। (সহাস্যে) তোমার যে অত ভয়, জানিতাম না। চল, স্থানান্তরে গমন করি।

অধিক দূর গমন করিতে হইল না; এই বাটীর পার্শ্বস্থ বাটীই স্থির করিলেন। এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাহাতে প্রবেশ করিয়া বাসোচিত আয়ো-

জনে প্রবৃত্ত হইলেন। সামান্য ভাবে সমস্তই সঙ্গে ছিল, অচিরে পাক নির্ব্বাহ হইল। পতি পত্নী একদা ভোজন-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন; এমন সময়ে সম্মুখে অতি ভয়াবহ গুরুতর শব্দ হইল! ক্ষণা বলিলেন, নাথ! শুনিলেন, ছাদ পতন হইল?

মিহির। প্রিয়ে! তবে আমারই ভুল হইয়াছিল! মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমা হইতেই অদ্য জীবন রক্ষা হইল।

ক্ষণা। (সলজ্জভাবে) সে কি, নাথ! অমন কথা বলিবেন না; ভগবান রক্ষা করিলেন। নাথ! দেখুন দেখুন, আর একটি ঘটনা দেখুন; গঙ্গার অপর পার হইতে দুইটি পারাবত উড়িয়া আসিতেছে, দুইটিই স্ত্রীজাতি। বলুন দেখি, উহারা কোথা যাইবে? আর একটি গঙ্গার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সমভাবে আসিয়া, এক্ষণে অগ্রপশ্চাৎ হইল কেন?

মিহির। (সহাস্যে) প্রিয়ে! উহারা আমাদের প্রতিবাসী, আমাদের এখানেই আসিতেছে। এই দালানের ফুকরেই বাসস্থান! আর উহার একটি গর্ভিণী; গঙ্গার মধ্যস্থলে আসিতে আসিতেই প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। দুইটি অণ্ড প্রসব করিবে; একটি গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বেই প্রসব করিবে, সেটি নিম্নতলে পতিত হইয়া নষ্ট হইবে। অপরটী বাসস্থানে রক্ষিত হইবে।

ক্ষণা। (সহর্ষে) এবার ঠিক্ মিলিয়াছে! আহারান্তে পরীক্ষা করা হইল, বস্তুতঃ সমস্তই ঠিক্ ফলিয়াছে।

মিহির। অন্যের ঘটনা স্থির করিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের যে কি ঘটিবে, ঈশ্বরই জানেন! কি করিব; কোথায় যাইব; এ অবস্থায় এক প্রকার দিনপাত করা যায় বটে; কিন্তু তাহা হইলে ফল কি হইল? যে জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলাম; কত গুরুপদ, স্নেহাস্পদ লোককে মনস্তাপ প্রদান করিলাম; নিজেরাও ক্লেশের একশেষ ভোগ করিলাম, সেই জন্মভূমি লাভ করিতে পারিলাম কই? আর সেই জন্মভূমিই বা কোথা?

ক্ষণা। নাথ! চিন্তা করিবেন না, সকলই সফল হইবে। জন্মভূমির সমস্ত বিবরণই আমি জানি।

মিহির। (সবিস্ময়ে) কি করিয়া তুমি জানিলে?

ক্ষণা। নাথ! বলিতে ভয় হয়! প্রকাশ হইলে নানাবিধ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তদ্ভিন্ন, আমার কপালে কি আছে, বলিতে পারি না!

মিহির। সে কি, প্রিয়ে! তোমার কথায় যে আমার অন্তরাত্মা শুকাইতেছে! না শুনিলেও নয়; শুনিতেও সমধিক ভয়! এ উভয় শঙ্কটে কোন্ পথ অবলম্বন করিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না! কিন্তু অব্যক্ত যাতনার তুলনায় মৃত্যু-যন্ত্রণা অতি ক্ষুদ্র: তোমাকে বলিতে হইয়াছে। শেষ অদৃষ্ট!

ক্ষণা। নাথ! একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

মিহির। কি প্রতিজ্ঞা?

ক্ষণা। আমাকে ত্যাগ করিবেন না?

মিহির। (হাসিয়া) প্রিয়ে! তোমার সেই বাল-সুলভ স্বভাবের কি পরিবর্ত্তনই নাই?—উহা অতি মধুর বটে, কিন্তু সময়বিশেষে একটুকু বিকৃতরস আসিয়া মিশ্রিত হয়! তুমি কি জান না, তোমার বিনিময়ে জীবনকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে পারি?

ক্ষণা। আমি চিরকালই অবোধিনী। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রবণ করুন। আমি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ-কন্যা নহি, ক্ষত্রিয়-কন্যা। অরুণাক্ষের যে পালিত কন্যা, এবং কি অবস্থায় পালিত হইয়াছি, তাহা সমস্তই জ্ঞাত আছেন। জনকজননী, কি অন্যান্য সকলই গেল, মাত্র আমি থাকিলাম; আর একটি প্রাচীনা ধাত্রী থাকিল। সেই ধাত্রী আমার দশ বৎসর বয়সের সময়ে পরলোক গমন করে। আমি তাহার মুখেই সমস্ত শুনিয়াছি।

উজ্জয়িনী নগরে শঙ্কু অথবা ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য দুই সহোদর মাতামহরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। উভয় ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণের স্থানীয় বলিয়া লোকে ঘোষণা

করিত। বস্তুতঃ সেরূপ সৌহার্দ্দ্য পুরাণাদিতেই দুই একটি স্থল প্রাপ্ত-হওয়া যায়। কনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠের আনুগত্যে থাকিয়া রাজকার্য্যের সাহায্য করিতেছিলেন। সকল কার্য্যই অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রাজ্য শান্তিপূর্ণ! জ্যেষ্ঠ মহারাজাও জানি-তেন কনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য তাঁহার জীবনাধিক! তিনি ভিন্ন তাঁহার কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবার নহে। বিশারদ নামে অতি বিচক্ষণ জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এতাবৎ কাল অপরিণীত, জ্যেষ্ঠ শঙ্কু বিবাহিত! মনোরমা নাম্নী পরমা রূপবতী কামিনী তাঁহার একমাত্র মহিষী ছিলেন। মনোরমা ক্ষত্রিয়-কন্যায় ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অতুল্য রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, রাজা তদীয় পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনোরমার পিতৃগৃহ ও বিশারদের পিতৃগৃহ একগ্রামে এবং অতি নিকটবর্ত্তী। উভয় পরিবারে নিরতিশয় বান্ধবতা ছিল; বিশারদে ও মনোরমায় আশৈশব প্রণয়! কালে এ প্রণয় দোষিতভাবে পরিণত হইল! রাজা শঙ্কু অতি স্থূলবুদ্ধি, ও অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার চক্ষে কিছুই লক্ষ্য হইত না। তিনি মহিষীর মোহকরী সৌন্দর্য্যলীলার ক্রীড়াপুত্তল-স্বরূপ ছিলেন; কিন্তু বিচক্ষণ বিক্রমাদিত্যের তীব্র দৃষ্টিতে কিছুই এড়াইবার নহে! তিনি সমস্ত জানিতে পারিলেন। জানিয়া মৃতকল্প হইলেন! ভ্রাতৃবধূকে সাক্ষাৎ মাতার ন্যায় দেখিতেন, সুতরাং তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি-রহিত হইয়া থাকিলেন। কিন্তু অসহ্য! দিন দিন যাতনা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শূল প্রহার করিতে লাগিল! শেষ ছলে কৌশলে মন্ত্রীর উপর কিছু কিছু শাসন আরম্ভ করিলেন। বিশারদ কেবল নামে বিশারদ নহেন, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চতুরতায়ও বিশারদ! স্বীয় চরিত্রে বিক্রমাদিত্যের যে নেত্রপাত হইয়াছে, তাহা তিনি অনু-ষ্ঠানেই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া দেখিলেন, আর উপায়ান্তর নাই। তখন অগত্যা রাণীকে সমুদয় জ্ঞাত করিলেন। রাণী ক্ষণকাল মৌন-ব্রতী থাকিয়া পরে বলিলেন, এক্ষণে উপায় কি? এ কণ্টকের কি উদ্ধারই

নাই? বিশারদ বলিলেন এক উপায় ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। কিন্তু সে বড় বিষম ব্যাপার! রাজার সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের চিরবিচ্ছেদ! তাহা হইলে আর কণ্টক থাকে না রাণী কহিলেন, তাহা কি করিলে হয়? বিশারদ বলিলেন, তুমি রাজাকে এই বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পার যে, বিক্রমাদিত্য তোমার ধর্ম্মবিনষ্টের চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। ইহার সমুচিত প্রতীকার না করিলে তোমার অপঘাত মৃত্যু নিশ্চিত। মনোরমা বলিলেন, রাজাকে বিশ্বাস জন্মান অতি সহজ কথা! কিন্তু তাহাতে কি হইবে? মন্ত্রী বলিলেন, বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য ত্যাগ করিবেন। মনোরমা বলিলেন, বিক্রমাদিত্য ত্যাগ করিবেন কেন? তিনি যেরূপ বিচক্ষণ, হয় তো রাজ্যই হস্তগত করিয়া বসিবেন। মন্ত্রী বলিলেন, সে দায় আমার। আর বিক্রমাদিত্য অগ্রজের যেরূপ ভক্ত, তিনি কখনই জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে চলিবেন না; নিশ্চিত দেশ ত্যাগ করিবেন। রাণী বলিলেন, তাহা হইলে তুমি নিশ্চিন্ত হও! শত্রু কল্যই রাজ্যের বাহির হইবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মন্ত্রী বলিলেন, সকলই তোমার হাত, যাহা হয় বুঝিয়া করিবে। হিতে বিপরীত না ঘটে।

নাথ! মনোরমা সত্যসত্যই তদ্রূপ করিলেন। পরদিবস মহারাজ কনিষ্ঠকে বিশ্বাসঘাতক, মাতৃবিচারশূন্য পশু বলিয়া দূর করিলেন। ভ্রাতৃভক্ত ও ভ্রাতৃপদানুরক্ত বিক্রমাদিত্য আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। জ্যেষ্ঠে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া কতিপয় বয়স্য সহ মুহূর্ত্তেই দেশত্যাগ করিলেন। কোথায় যে গমন করিলেন, তখন কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। ধাত্রী বলিয়াছেন, প্রায় দশ বৎসর পরে এক সন্ন্যাসী মুখে প্রকাশ পায়, বিক্রমাদিত্য পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বনামখ্যাত বিক্রমপুর নগর স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বিপুল গৌরবের সহিত রাজত্ব করিতেছেন। এ গূঢ় তত্ত্ব মাত্র মন্ত্রীরই কর্ণগোচর হইয়াছিল, সুতরাং রাণীরও কর্ণগোচর হইল। গুপ্ত কথা যদি এক বার পথে চরিতে পারিল, তবে কি আর তাহারে ঠেকানো যায়? এক দুই

করিয়া বহুকর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর চরিত্রও বাহির হইতে লাগিল! মহারাজা শম্ভু নারীচরিত্র সবিশেষ অবগত হই-লেন। যখন সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল, তখন ভাই ভাই বলিয়া একেবারে উন্মত্ত হইলেন। উন্মত্ত হইয়া রাজা, এক পক্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন; পক্ষান্তেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। তৎপর মন্ত্রীই সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বপ্রভু হইলেন। কিন্ত বিশারদের রাজত্বে ও প্রভুত্বে কি সহকারী রাজন্যগণ, কি প্রজামণ্ডলী সমস্তই যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন! পরিশেষে তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের গুপ্তানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরেই আশার ফল ফলিল! জ্যেষ্ঠের পরলোকগমন-বৃত্তান্ত বিক্রমাদিত্যের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না। একপক্ষমধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লোকপরম্পরা এ কথা বিশারদের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিশারদ বজ্রাহত হইলেন! বিক্রমাদিত্যের হস্তে কখনই নিস্তার নাই ভাবিয়া পলায়নের উদ্‌যোগ করিলেন। হতভাগিনী মহিষীও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। পরে কোষা-গার শূন্য করিয়া দাক্ষিণাত্যের ঘোর অরণ্যপ্রদেশে গমন করিলেন। ঐ সময়ে একান্তবশতাপন্ন প্রায় একচতুর্থাংশ প্রজা ও কর্ম্মচারীও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল। বুদ্ধিবলে, ধনবলে বিশারদ অল্প সময় মধ্যেই নিবিড় অরণ্যে অপূর্ব্ব রাজধানী স্থাপন করিলেন। বিশারদ নাম গোপন করিয়া সুবিক্রম নামে আখ্যাত হইলেন। মনোরমা চারি মাসের অন্তঃসত্ত্বাসত্ত্বে বিধবা হইয়াছিলেন। মানগড়ে মহিষী যথাকালে একটি কন্যা প্রসব করিলেন। নাথ! আর অধিক কি বলিব, আমিই সেই হতভাগিনী রাজকন্যা! এক্ষণে প্রার্থনা, দাসী যেন শ্রীচরণে বঞ্চিত না হয়। এই বলিয়া ক্ষণা রোদন করিতে লাগি-লেন।

ক্ষণার রোদনে মিহিরের বক্ষঃস্থল দ্বিধা হইয়া পড়িল। তখন উত্তরীয় বস্ত্রে প্রাণপ্রতিমার মুখ মুছাইতে লাগিলেন। বলিলেন,

প্রিয়ে! তোমার চক্ষের জল আমার শরীরে বাড়বানল বর্ষণ করিতেছে; শান্ত হও! চিন্তা কি? ক্ষত্রিয়-কন্যা—ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য নহে। চণ্ডাল-কন্যা হইলেও তুমি আমার কাছে দেবকন্যা অপেক্ষাও মান্যা ও আদৃতা। এ কথা ধ্রুব! সে যাহা হউক, কিন্তু বড় ভয়াবহ কথা! আমরা সেই যমালয়সদৃশ ভয়-স্থানেই গমন করিতেছি! মহারাজা বিক্রমাদিত্য জানিতে পারিলে, কোন প্রকারেই রক্ষা থাকিবে না! অতএব সাবধান! শত সাবধান! ক্ষণা বলিলেন, নাথ! সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে ভয় কি? যিনি বিবিধ শঙ্কটে রক্ষা করিয়াছেন, সেই করুণাময় ঈশ্বর সর্ব্বত্র আপনার মঙ্গল করিবেন। চলুন, আর বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই। শুনিয়াছি, উজ্জয়িনীর রাজা অতিশয় গুণগ্রাহী। সামান্য গুণেরও যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া থাকেন।— এ অবস্থায় আমরাও কথঞ্চিৎরূপে আশা করিতে না পারি,—সে নহে।

মিহির। তোমার ইচ্ছা হইলে অদ্যই গমনে বাধা কি?

ক্ষণা। তবে তাহাই করুন। শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পাদনই শাস্ত্র-সম্মত। আমি প্রস্তুত, আর বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই যাত্রার শুভক্ষণ।

তবে যাত্রা করা যাউক? এই বলিয়া মিহির সস্ত্রীক যাত্রা-মঙ্গল-পাঠানন্তর যাত্রা করিলেন, এবং তন্মুহূর্ত্তেই যৎসামান্য তৈজসাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর অপর পার হইবার নির্দ্দিষ্ট স্থলে গমন করিলেন; দেখিলেন, পারোপযোগী তরণী কাণ্ডারীশূন্য। অনেক সময় প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু নাবিক আসিল না। মিহির বলিলেন, প্রিয়ে! বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না, আমি নিজেই নাবিকের কার্য্য করিতেছি, চল।

ক্ষণা। (সহর্ষে) নাথ! তাহা হইলে আমিও আপনার সহায়তা করিব।

মিহির। এক্ষণে কর, না কর, শেষের পারের সহায়তা করিও।

অনন্তর ঈশ্বরের নাম করিয়া পতি পত্নী নৌকারোহণ করিলেন। উভয়ে মিলিয়া যথাসম্ভব ক্ষেপণী ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময়

গঙ্গা যেন যমুনার আকার ধারণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের নাবিক-লীলার অভিনয় দেখাইতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকা অপর পারের নিকটস্থ হইল, উভয়েই কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া ক্ষেপণী ছাড়িয়া দিলেন। তরণী অতি ধীরে তীরসমীপেই চলিল। প্রবাদ আছে, এই সময়ে সৈকতে একটি পূর্ণগর্ভা গাভীর প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া, ক্ষণা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নাথ! বলুন দেখি, এই গাভীটি শুভ্র কি কৃষ্ণবর্ণ বৎস প্রসব করিবে?

মিহির ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, বৎসটি শুভ্রবর্ণ হইবে। বলিতে বলিতে গাভী প্রসব করিল। দেখিলেন, বৎসটি কৃষ্ণবর্ণ।

ক্ষণা। সে কি নাথ! এ যে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছি?

মিহির ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে ধিক্কার পূর্ব্বক বলিলেন, ধিক্ পরিশ্রম করিয়াছিলাম! সকলই বৃথা হইল! আর এ ব্যবসায় করিব না। এই বলিয়া পুস্তকগুলি জলে নিক্ষেপ করিলেন।

ক্ষণা। (শশব্যস্তে) কি করিলে?—কি করিলে?—নাথ! কি সর্ব্বনাশ করিলে?—ঐ দেখ—ঐ দেখ?—ঐ যে তোমার কথাই সত্য। বৎস শুভ্রবর্ণই হইয়াছে।

মিহির। (সচকিতে) তাই ত! কি দেখিতে কি দেখিলাম! অত ভ্রান্তি!—

ক্ষণা। ভ্রান্তি নহে! সদ্যঃপ্রসূত বৎস আপাততঃ ঐরূপই দৃষ্ট হয় বটে, পরে প্রসূতি কর্ত্তৃক বৎসের গাত্র লেহনেই বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আপনি পুস্তকগুলি জলে নিক্ষেপ করিয়া কি সর্ব্বনাশই করিলেন! ঐরূপ পুস্তক জগতে নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য!

মিহির উন্মত্তের ন্যায় অমনই জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এ সময় কতকাংশ পুস্তক তলায়িত হইয়াছিল। যাহা পাইলেন, তাহারও স্থানে স্থানে অস্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে। মিহির অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

ক্ষণা। সে কি, নাথ! এ জন্য আপনার চক্ষে জল? আমার

অসহ্য! আপনি শান্ত হউন; আপনার পদপ্রসাদে দাসী উহার নষ্টোদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইবে না। চিন্তা করিলে সমস্তই স্মরণ হইতে পারে।

মিহির মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন! ঈদৃশ গুণবতী জীবন-প্রতিমা ভার্য্যাকে যেরূপ প্রেমাদর করিতে হয়, তাহাতে ত্রুটি করিলেন না। উভয়েই সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া শেষ তীরাবতরণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিক্রমাদিত্য কতিপয় বর্ষ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ জ্যেষ্ঠের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে উজ্জয়িনী নগরে গমন করিলেন। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার নিতান্ত দুর্ভাগ্য! এই মহাত্মা যদ্যপি আর কতিপয় বৎসর এই দেশে বাস করিতেন, তাহা হইলে আদি সংস্কৃত ভাষায়,এবং শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যায় বাকলা বিক্রমপুর সর্ব্বপ্রধান স্থান হইত। বালবিধবার ন্যায় বঙ্গভূমি দিন দিন ক্ষীণা ও মলিনা হইতে লাগিল! উজ্জয়িনীর ঔজ্জ্বল্য ও প্রভাব বর্ণন করা বাহুল্য! যাহা একসময়ে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্ববিষয়ে অদ্বিতীয় হইয়াছিল; কালিদাস, বররুচি প্রভৃতির লেখনীতে যাহার বর্ণনা শেষ করিতে পারে নাই, তৎসম্বন্ধে অন্যবিধ ব্যক্তির লেখনী গ্রহণ করা বাতুলতা ভিন্ন নহে। ইহার যথাযথ প্রস্তাবটি লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট! রত্নাকরের রত্ন সঙ্খ্যা করা কাহার সাধ্য! মহারাজা বিক্রমাদিত্য প্রতিদিন রত্নময় সিংহাসনে আসীন, পণ্ডিতরত্ন সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অধিকাংশ সময়েই শাস্ত্ররূপ রত্নাকর মন্থন করত অশেষবিধ রত্ন লাভ করিতে লাগিলেন! নবরত্ন সভার একটি রত্ন জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহ। তিনি প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন হীনজ্যোতি হইতে লাগিলেন। তাঁহার স্থানীয়, তৎকালে অভাব ছিল। এ জন্য মহারাজা সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন! পণ্ডিতবর বরাহের আসন-গ্রহণের যোগ্য

কে হইবে, এই ভাবনাই তদীয় হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। একদা সভামণ্ডপে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বুধগণ, অমাত্য, বান্ধব, পারিষদগণ, সুহৃৎসম্পন্ন রাজন্যগণ, ভিষক্, বিদূষক সমস্ত সহ সমবেত হইয়া সভার অপূর্ব্ব শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন, সর্ব্বতোভাবে সুরপুরন্দর-সভাকন্দরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, এমন সময়ে একটি অবগুণ্ঠনবতী কামিনী সঙ্গে এক পরিণতবয়স্ক যুবা সভা-সন্নিহিত হইলেন। যুবকযুবতীর অলোকসামান্য দেহালোকে সভা আলোকিত হইল! যেন অবশ্যম্ভাবী দৈববাণীর বক্তা পরম দেবদেবী ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন! কি অপূর্ব্ব দ্যুতিমান্ দেহকান্তি! ইন্দু-বিনিন্দ্য সুন্দর কান্তি! সভাস্থ সমস্ত চমৎকৃত ও মোহিত! যুবা যজ্ঞসূত্র কর-নিবদ্ধ করত স্বস্তিবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণত মস্তকে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক যথাযোগ্য আসন-পরিগ্রহজন্য অনুরোধ করিলেন। যুবা রাজাজ্ঞার সপত্নীক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণবিশ্রামের পর অবসর বুঝিয়া রাজা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ভবিতব্যের সম্ভাব্যে অনুভূত হইতেছে—আপনি সপত্নীক; হরপার্ব্বতীর ন্যায় কোথা হইতে আগমন পূর্ব্বক আমাকে কৃতকৃতার্থ করিবার জন্য এ সামান্য পুরে পদার্পণ করিলেন? এই প্রভূত কৌতূহল নিবৃত্তি কি অনিবৃত্তির কারণ ভবদীয় অনুগ্রহ ও নিগ্রহ। এক্ষণে মহাত্মার যদৃচ্ছা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। রাজার সবিনয় মহানুভাবতা দর্শনে যুবা চমৎকৃত ও বিপুল উৎসাহিত হইলেন। বলিলেন, মহারাজ! অদ্য আমরা সফল-যত্ন, সফল-মানস, সফল-জীবন, আমাদিগকে মনে করিতেছি! আপনি অনন্ত রত্নের অধিকারী হিমাদ্রিসদৃশ সমুচ্চ ও স্থূল; রত্নাকরসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী; বসুধাসদৃশ ধীর; বিদ্যার শতাব্রত আতিথ্য-মন্দিরস্বরূপ; ধারণায় ধাতা বেদ-প্রণেতার প্রতিকৃতি; বুদ্ধিতে দশাবতারের একাবতার বুদ্ধদেবপ্রতিম; তেজে স্বপক্ষে স্থিতরশ্মি; পক্ষান্তরে সর্ব্বভুক্; দয়ায়, ধর্ম্মে অদ্বিতীয়! কেবল জনশ্রুতিপরম্পরা দূরে থাকিয়াই শুনিয়া-

ছিলাম, এক্ষণে সমস্ত প্রত্যক্ষানুভূত হইল! অদ্য আমরা ধন্য ও কৃতার্থোম্মন্য হইলাম! মহারাজ! তবে আত্ম-পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমরা দাক্ষিণাত্যের কূর্ম্মদ্বীপনিবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান। কূর্ম্মদ্বীপ অভিনব দেশ। প্রকৃত ভদ্রজনোচিত বাসোপযোগী এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; অসভ্য জাতির সঙ্খ্যা ও প্রাদুর্ভাবই অধিকতর। আমরা বহু যত্নে, বহু আয়াসে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি। কূর্ম্মদ্বীপে বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহীর অভাব; সুতরাং বিফলমনোরথ হইয়া কাল যাপন করিতেছিলাম। শুনিলাম, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান ভারত-বর্ষ! ভারতবর্ষের শিরোভূষণ-কিরীটী উজ্জয়িনী! তাই এ স্থান দর্শন-মানসে আগমন করিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোন্ শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন?

যুবা। ব্যাকরণ, সাহিত্য, মীমাংসা; কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্যাই আমা-দের প্রধান অবলম্বন।

রাজার বিপুল হর্ষোদ্গম হইল। মনে মনে কহিলেন, দয়াময় ঈশ্বর দয়া করিয়া আমার অভাব পূরণ জন্যই বুঝি এ নবরত্ন আনিয়া মিলা-ইয়া দিলেন। অনন্তর প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা স্বামি-স্ত্রী উভয়েই কি এক শাস্ত্র ব্যবসায় করিতেছেন?

যুবা। আমরা উভয়েই একশাস্ত্র-ব্যবসায়ী।

সুখী হইলাম; সর্ব্বময় ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। এই বলিয়া রাজা তৎসঙ্গে বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। প্রায় দ্বিমুহূর্ত্ত তদালোচনায় গত হইল। যুবার সদুত্তরে রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। বিদূষক কহিল, মহারাজ! অনেক বিষয়েরই প্রশ্ন উত্তর হইল; অনুমতি হইলে আমি একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা ঈষৎ হাসিয়া মত প্রদান করিলেন।

বিদূষক বলিল, মহাশয়! যদি শ্রম বোধ না হয়, তবে আমার কয়টি প্রশ্ন—যুবা বাধা দিয়া বলিলেন, মহাশয়! আর বলিতে হইবে না, ৭৮।৯

হয় আপনার প্রথম প্রশ্ন—এই সভামণ্ডপে কত সঙ্খ্যক লোকের সমাগম হইয়াছে? আর কত সঙ্খ্যক চক্ষু এই মহাসভার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে?

ঠিক্, ঠিক্, বলিয়া বিদূষক আহ্লাদে একেবারে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

রাজা। (সহাস্যে) বয়সা! শান্ত হও; স্থির হইয়া শ্রবণ কর। পণ্ডিতবর তোমার বিশ্রাম প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিদূষক। ভাল ভাল, তাহাই হউক।

যুবা। মহাশয়, এই সভাতে এক সহস্র উনত্রিংশ জন লোক।—দ্বিসহস্র দ্বাবিংশতি চক্ষু।

বিদূষক। সে কি, লোক-সঙ্খ্যার দ্বিগুণিত চক্ষু হওয়া আবশ্যক না?

যুবা। আবশ্যক অনাবশ্যক এ জিজ্ঞাস্য ঈশ্বরের কাছে। আমি জানিতেছি, উনত্রিংশ জন মধ্যে সাত জন জন্মান্ধ; চক্ষুর চিহ্নও নাই। দ্বাবিংশতি জনের প্রত্যেকের এক এক চক্ষু।

রাজা কয় জন গণিতবিদ্‌কে লোকসঙ্খ্যা নিরূপণ করিতে আদেশ করিলেন। গণিতবিদ্‌গণ তৎক্ষণাৎ আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি সতর্কতার সহিত এক, দুই ক্রমান্বয়ে তিন বার গণনা করিলেন; কিন্তু একটি লোক, দুইটি চক্ষুর অভাব! হিসাবে মিলিতেছে না। আবার গণিলেন; তথাপি সে অভাব পূর্ণ হইল না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্খ্যায় কি স্থির হইল? গণিতবিদ্‌গণ বলিলেন, মহারাজ! আশ্চর্য্য! সাত জনের চক্ষুর চিহ্নস্থলও নাই, সত্য; দ্বাবিংশতি জনের প্রত্যেকের এক চক্ষু তাহাও সত্য; কিন্তু একটি লোক ও দুইটি চক্ষুর অভাব! আমরা অনেক বার বিশেষ যত্নের সহিত সংখ্যা করিয়াছি, এক প্রকারই মিলিতেছে।

রাজা। (চমৎকৃত হইয়া) আপনারা আবারও দেখুন, আমার বোধ হয়, আপনাদেরই ভ্রম হইয়াছে!

গণিতবিদ্‌গণ রাজ-আজ্ঞায় পুনরপি সংখ্যা করিলেন। এবারেও পূর্ব্বরূপ হইল। রাজা কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন। দ্বেষপরতন্ত্র সভার অন্য জ্যোতির্ব্বিদেরা সময় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! এ সঙ্কেত আমরা শিশুকাল হইতেই জানি, উহা ঠিক্ ফলে না বলিয়াই আমরা গ্রাহ্য করি নাই। ইনি বালক; এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বালকতা ভিন্ন আর কিছু নহে। যুবার অন্তঃকরণে ঈষৎ ক্রোধের উদয় হইল। তিনি সগর্ব্বে বলিলেন, আমি বিধিবিধানানুসারে যাহা বলিলাম, তাহা অমোঘ; বিধাতাও তদ্‌বৈষম্য করিতে শক্ত নহেন। আপনারা পুনর্ব্বার দেখুন। আবার সংখ্যা করা হইল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গণনাই স্থির রহিল। প্রতিপক্ষগণ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, কেবল বালক নহেন; ইনি বাতুলও বটে। পতি-নিন্দা পতিপ্রাণার অসহ্য হইল! তখন সক্রোধে অবগুণ্ঠনবতী মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, ইনি বাতুল নহেন; যাহা বলিয়াছেন, অখণ্ড লিপি! ঐ দেখুন? এই বলিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, ঐ যে সভার প্রান্তভাগে সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান দেখিতেছেন, ঐ দুষ্টের পৃষ্ঠদেশে প্রলম্বিত ঝুলি-মধ্যে একটি বালক নিদ্রিত অবস্থায় আছে, পরীক্ষা করুন। রাজা যার-পর-নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন! বলিলেন, সন্ন্যাসীকে আনয়ন কর। আদিষ্ট চর তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে ধৃত করিল এবং ধরাধরি করিয়া রাজ-সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজা দেখিলেন, সন্ন্যাসী ঘোর কাপালিক! বলিলেন, যোগিবর! ক্ষমা করিবেন, আপনার কক্ষস্থিত ঝুলিটি ভূতলে রক্ষা করুন। আমরা দারুণ সন্দেহে সন্দিহান হইতেছি। সন্ন্যাসী হতবুদ্ধি; বাক্‌নিষ্পত্তিরহিত! তখন রাজাজ্ঞামতে এক জন রক্ষী কাপালিকের কক্ষ হইতে ঝুলিটি উন্মোচন করিয়া দেখিল, প্রকৃতই তাহাতে একটি বালক নিদ্রিতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। দৃষ্টিমাত্র সভাস্থ সমস্ত একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। ভীষণ সামুদ্রিক কলনাদ-সদৃশ লোক-কোলাহল উত্থিত হইয়া আকাশতল ভেদ করিল। রাজা বিপুলোৎসাহসহকারে যুবাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; অবগুণ্ঠন-

বতী যুবতীকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন! লোকারণ্য আনন্দ-প্লাবনে ভাসমান! এমন সময় একটি স্ত্রীলোক, দুই তিন জন পুরুষ দূর হইতে ছুটিয়া একদা শোকসূচক চীৎকার করিতে করিতে—কই?—কই আমার বক্ষের কলানিধি?—কই আমার কাঙ্গালের কণ্ঠরত্ন? বলিয়া সভা-প্রবেশ পূর্ব্বক মূর্চ্ছায় পতিত হইল! এক ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া মূর্চ্ছিতা কামিনীর বক্ষোপরি রাখিল। সন্তানের সুখস্পর্শে রমণীর অমনি মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। শিশু নিদ্রাভঙ্গে কাঁদিতেছিল; নবীনা প্রসূতি লজ্জা, ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিশুর মুখে স্তনদান করিলেন! শিশু স্তন্যপান করিতে লাগল, আর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রহরিগণের দারুণ প্রহারে হতভাগ্য কাপালিকও ঘোর চীৎকার করিতে লাগিল! সভাতলে যুগপ্রলয়ের কোলাহল! কি ভীষণ ব্যাপার! অদ্য সভাভঙ্গে দিবাবসান হইতে চলিল। কাপালিকা কারারুদ্ধ হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য পরম পরিতোষ লাভ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ যুবক যুবতীকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত দেবালয়সদৃশ বাসস্থান প্রদান করিলেন। উত্তম আহার্য্যদানে দেব-সেবার ন্যায় প্রতিদিন সেবা করিতে লাগিলেন। রাজার একান্তই ধারণা—ইঁহারা দেবদেবীর অবতার! ইঁহাদিগের আগমনে দেশের কতই যে মঙ্গল সাধন হইল, তাহা বলা বাহুল্য। এ সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের সমধিক প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল। তান্ত্রিকেরা অর্থাৎ কাপালিকেরা শিশু অপহরণ পূর্ব্বক নরবলি প্রদান করিত। দেশে দেশে ছেলে-ধরার ভয় পড়িয়াছিল। অদ্য সেই অকালের কৃতান্ত পাপাত্মা কাপালিক কালকবলে পতিত হইল। রাজা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে প্রভাসিত হইয়া মনে করিলেন, আমার একটি রত্নের

এক প্রকার অভাবই হইয়াছিল; অনুকূল বিধাতা একটির স্থলে রত্ন-যুগলই আনিয়া মিলাইলেন। ঈশ্বর! তুমি ধন্য! তোমার চরণ-প্রসাদে এ দাসও ধন্য হইল!—"আর সেই মুখখানি!"—রাজার সকল চিন্তা এক দিক্। মানসিক সকল বৃত্তি দমিত করিয়া কেবল সেই মুখখানি, রাজকার্য্য, সামাজিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন; কিন্তু মনোমধ্যে সেই মুখখানি! হায়, এ মুখখানি কার?—কেহ দেখে নাই কি? আর কেহ না দেখুক, রাজা দেখিয়াছিলেন। রাজা অদৃষ্টশালী, গুণগ্রাহী, রূপগ্রাহী; তোমরা হতভাগ্য, কেনই দেখিবে?

সে দিন প্রশ্নের উত্তর ঠিক্ মিলিতেছে না। অন্যান্য জ্যোতি-র্ব্বিদগণ শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করিলে, ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে যুবতী যখন উত্তর করিয়াছিলেন, তখন অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইয়া তাঁহার মুখখানি একবার মাত্র বাহির হইয়াছিল! রাজা তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই সময়েই রাজার হৃদয়দর্পণে সে মুখখানি প্রতি-ফলিত হইয়াছিল! রাজা নির্দ্দোষী। এ ভাবকে কেহ দোষের ভাবে গ্রহণ করিবেন না। এই অনিন্দ্য সুন্দর ইন্দুমুখখানি এই ভাবে প্রতি-বিম্বিত হইয়াছিল যে, ইহা যেন আর কোথাও দেখিয়াছেন! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ হয় হয়, অথচ হয় না! তিলার্দ্ধের জন্য ভুলিতেও পারিতেছেন না। পবিত্রভাবে হৃদয়-যন্ত্রে সর্ব্বদাই বাজি-তেছে; মানস-তন্ত্রে সর্ব্বদাই গাইতেছে—"এ মুখখানি কার?" রাজা অতি বিচক্ষণ; তাই অটলভাবে কার্য্য সমূহ অবাধে সমাধান করিতেছেন; অন্যবিধ লোকের অসাধ্য। সেই নিরবচ্ছিন্ন হৃদয়-জাগ-রূক মন্ত্রে এত দিন বাতুল করিয়া তুলিত। মহারাজা প্রতিদিনই সেই দেবদেবীর প্রতিকৃতি যুবকযুবতীকে অশেষ যত্নসহকারে সভায় আন-য়ন পূর্ব্বক প্রশ্নোত্তর ও নানাবিধ সংপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন! দিন দিন করিয়া বৎসর পূর্ণ হইল। বলা বাহুল্য যে, এই যুবকযুবতী আমাদের ক্ষণা-মিহির।

জানি না,অকস্মাৎ পণ্ডিতবর বরাহের অন্তঃকরণে এরূপ অভাবনীয় ভাবোদয় কেন হইল? মিহিরের দর্শনাবধি তাঁহার হৃদয়ে অপত্য-স্নেহের কেনই আবির্ভাব হইল! বরাহ প্রতিদিন সভায় সমবেত হইয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করত আবার স্বধামে প্রত্যাগমন করেন; অধুনা ইহাই তাঁহার এক মাত্র কার্য্য। বহুকালের কথা, বরাহের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। জাতক ভূমিষ্ঠ হইলে গণনা দ্বারা জানিলেন, ইনি অতি অল্পায়ু! ইহার কয়টি দিন লালন পালন, কেবল অনিবার্য্য শোক-মোহের কারণ ভিন্ন নহে। নিশাচরীরূপ মায়ার করাল গ্রাসে পতিত না হইতে হইতেই ইহার প্রতীকার করা শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া তিনি তন্মুহূর্ত্তেই জাতকটিকে পাত্রস্থিত করিয়া নদীর তীব্র স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তার কি কোন আশা করা যায়? এ আশা, মরীচিকা ভিন্ন কি?—কিন্তু বলিলে কি হয়? আশাকে ছাড়িতে চান, আশা যে ছাড়িতে চায় না! কি নিদ্রিত অবস্থায়, কি জাগ্রৎ অবস্থায় আশা সকল সময়েই স্বপ্ন দেখাইয়া বলিতেছেন, ইনিই তোমার সেই অপত্য; ছাড়িও না। অবয়বে অবয়বে, আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দেখ, অবশ্য মিলিবে! বরাহ আশার উপদেশ গ্রহণ করিলেন! সেইরূপ করিয়া দেখিলেন। আপনার ও সহধর্ম্মিণীর অবয়বের ছায়া যুবার অবয়বে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষীভূত রহিয়াছে; অথচ স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে না। বরাহ একেবারে শোকোন্মাদ হইয়া উঠিলেন! অহর্নিশ অশ্রু-পাত করিয়া বয়োনিবন্ধন লোহিত নয়ন আরও লোহিত করিতে লাগি-লেন! মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না! অন্যক্ত কষ্ট অসহনীয়! দিন দিন মুমূর্ষু হইতে লাগিলেন।

ছয় মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল হইল, নগরের প্রান্তভাগে অতি প্রাচীন সময়ের প্রতিষ্ঠিত বিরূপাক্ষের মন্দিরে এক ভৈরবী আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি প্রকৃত তপস্বিনীই বটে। কোন অত্যাচার নাই, কদাচার নাই; অনশনেই প্রায় কাল গত হয়। ক্বচিৎ ফল মূল যৎসামান্য আহার করেন। অঙ্গে ভস্মলেপ; শিরে জটাভার; ললাট-

তলে অর্দ্ধচন্দ্র-রেখা; সম্মুখে ত্রিশূল প্রোথিত; বীরাসনে আসীনা; চক্ষু মুদিত; নিরন্তর ধ্যানে রত! আপদ সম্পদে বহু লোক ভৈরবী মার নিকটে আসিয়া শুভাশুভ ও অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কার্য্যে শুভ দর্শন হইলে ভৈরবী মা প্রসন্না হইয়া সমস্ত বলিয়া দেন; অশুভ হইলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। অনেকানেক জ্ঞানী লোকেরাও ইহার প্রকৃত প্রত্যক্ষতা লাভ করিয়াছেন। বরাহ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া ভৈরবী মার শরণাপন্ন হইলেন। অচ্ছিন্ন বিল্বদল রাশি রাশি যোগাইয়া যোগিনীকে সমধিক পরিতুষ্টা করিলেন। ভগবতী প্রসন্না হইয়া বলিলেন, তুমি যাহা মনে করিতেছ, অপ্রকৃত নহে। ঐ যুবক তোমারই ঔরসজাত পুত্র বটে এবং যুবতীও তোমার পুত্রবধূ! যাও, এ রত্নযুগল পরম যত্নে রক্ষা করিও।

বরাহ মৃতদেহে জীবন লাভ করিয়া আনন্দের আতিশয্যে উন্মত্ত-প্রায় হইলেন; আর অপেক্ষা করিলেন না। তখন ভৈরবী দেবীকে বারংবার অভিবাদন করিয়া গৃহপতি ধাবিত হইলেন। গৃহাগত হইয়া ব্রাহ্মণীকে সমস্ত জ্ঞাত করিলেন। শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণী শোকে, আহ্লাদে একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন।

মহারাজা বিক্রমাদিত্য মহাসভায় সমাসীন। রাজকার্য্য-পর্য্যা-লোচনা, শাস্ত্রীয়-সমালোচনা, নৈতিক সামাজিক অনুশোচনা প্রভৃতি অশেষ ব্যাপারে ব্যাপৃত। এমন সময় অর্দ্ধপ্রাচীনা, বিস্রস্তবেশা একটি স্ত্রীলোক উন্মত্তার ন্যায় রোদন করিতে করিতে সভা-প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, দ্রুত পাদবিক্ষেপে গমনপূর্ব্বক জ্যোতির্ব্বিদ্ যুবাকে একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন! দুই হাতে কণ্ঠ জড়াইয়া—বাবা! কাঙ্গালের নিধি! তুমি সে অবস্থায়ও জীবিত ছিলে? পাষাণী রাক্ষসী মার, রাক্ষসাধম পিতার সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারে কে তোমায় রক্ষা করিল? কে তোমার চাঁদমুখ-খানির মা কথাটি শুনিয়া কুমারজননী ত্রিলোকজননীর গৌরব লাভ করিয়াছিল? কোন্ পুণ্যবতী তোমার লালন পালনে গোকুলবাসিনী

রাণী যশোমতীর ন্যায় ভাগ্যবতী হইয়াছিল? বাবা! বল,—ত্বরায় বল, আমি তোমার সেই রাক্ষসী মা কি না? শীঘ্র বল? প্রাণ থাকিতে বল? যুবা কাতরবচনে বলিলেন, মা! আপনিই আমার গর্ভধারিণী। কেন আত্মভর্ৎসনায় অনুতপ্ত হইতেছেন? সকলই দৈব নিবন্ধন! একান্ত ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াই সেইরূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল! স্বয়ং বিধাতাও কখন কখন ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন, শুনা যায়! দৈবকে কেহই পরাভব করিতে সমর্থ নহেন!—ও কি?—ও আবার কি?—দেখিতে দেখিতে উন্মত্তের ন্যায় বৃদ্ধ বরাহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন! উচ্চৈঃস্বরে—হা বৎস! হা বৎস! হা প্রাণাধিক! এস, একবার ক্রোড়ে এস।—এই বলিয়া তিনি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়া যুবাকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণী যুবাকে ছাড়িয়া—কই?—আমার বধূ কই?—আহা! এই তো? এই তো আমার বধূ? এই তো আমার লক্ষ্মী প্রতিমা, এস, মা! আমার ক্রোড়ে এস! সতী লক্ষ্মী! আমার বুকের আগুন নির্ব্বাণ কর! বধূ সলজ্জভাবে ভক্তিপূর্ব্বক শ্বশ্রূ দেবীর পদধূলী গ্রহণ করিলেন! শ্বশ্রূদেবী চিরায়ুষ্মতী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ক্রোড়ে লইয়া সেই অমিয়-মার্জ্জিত অনিন্দ্য ইন্দীবরাননে বারংবার চুম্বন প্রদান করিতে লাগিলেন! সভাস্থ সমস্ত মোহিত! এ অপূর্ব্ব মিলনে কে না মোহিত হয়? রাজা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে প্রভাসিত হইয়া তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন সুখময় দোলন-যন্ত্রে দুলিতে লাগিলেন! তখন রাজাসন হইতে অবতরণ করিয়া বরাহকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন! বলিলেন, সাধু! তুমিই ধন্য! সাধু সঙ্গে আমিও ধন্য হইলাম! এই দেবকল্প পুত্র, পুত্রবধূ যাঁর, জগতে তৎসদৃশ সৌভাগ্যশালী অতি দুর্লভ! যাও, এই যুগলমূর্ত্তি স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত কর! অদ্য তুমি ভাগ্যের চরম সীমায় উত্তীর্ণ! সভাসদগণ প্রভৃত কৌতূহল-নিবৃত্তিজন্য যুবক যুবতীর নাম জানিয়া লইতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন! শেষ জানিলেন, যুবার নাম মিহির। প্রকৃতই মিহির! যুবতীর

নাম ক্ষণা। ক্ষণা নামটি অপভ্রংশ। ক্ষণদাসুন্দরী হইতে ক্ষণদা। ক্ষণদা হইতে ক্ষণা। এক্ষণে ক্ষণা মিহির বলিয়াই সম্বোধিত হইবে। অনন্তর রাজ-অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বরাহ মহাসমারোহের সহিত পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে স্বধামে গমন করিলেন। দেশ আনন্দময়, উৎসবপূর্ণ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতবর বরাহ ও তদীয় সহধর্ম্মিণী পুত্র পুত্রবধূসহ পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নগরের স্ত্রী-পুরুষ সুখে ভাসিয়া সর্ব্বদা যাইতেছে, আসিতেছে; কত প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছে। বরাহের সামান্যাশ্রম, নিত্যসুখাশ্রম হইল। বালকবালিকাগণ পরমাহ্লাদের সহিত সর্ব্বদা আসিয়া ক্ষণার কাছে নানাবিধ সুশিক্ষা পাইতে লাগিল। ক্ষণার চরিত্রে পশুপক্ষী পর্য্যন্তও সন্তুষ্ট। কারণ, তিনি অধিকাংশ পশুপক্ষীরই চরিত্র ও মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন। রাজধানীমধ্যে হৈমবতী নাম্নী একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তৎকালে তাদৃশী গুণসম্পন্না কামিনী রাজধানীতে দ্বিতীয় ছিল না। অধুনা ক্ষণার আগমনে তিনি দিন দিন ক্ষয়শীলা শশিকলার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। হৈমবতী বুদ্ধিমতী ও নির্দ্দোষচরিত্রা ছিলেন; কিন্তু স্বভাবটি কিঞ্চিৎ কুটিলতায় কুঞ্চিত ছিল। স্বার্থপরতাও বিশেষ ছিল। এক্ষণে আত্মগৌরব-রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, ক্ষণার নিকটে গোপনভাবে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং কিছু কিছু শিক্ষাও পাইতে লাগিলেন। ক্ষণা সরল, তরল গঙ্গাজল। তিনি অকপটে নানা বিষয়ের সার কথা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কালে ক্ষণাতে হৈমবতীতে গুরু সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। গ্রাম্য সম্পর্কে হৈমবতী শাশুড়ী হন; অধিকন্তু ক্ষণা তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। ক্ষণার কাদম্বিনী মার মুখের ছায়া হৈমবতীর মুখে ঈষৎ লক্ষিত হয়; তাই ক্ষণা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু হৈমবতীর সকল ভালবাসা অপেক্ষা প্রবল স্বার্থসিদ্ধি; সুতরাং বাহ্য আড়ম্বরে তিনি বরঞ্চ অতিরিক্তই দেখাইতে লাগিলেন। এ সময়ে লীলাবতী নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা একটি বালিকাও ক্ষণার নিকটে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিল। লীলার অতি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধারণাশক্তিও অসাধারণ। হৈমবতীর ধারণাশক্তির নিতান্ত অল্পতা; বিশেষতঃ উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কালে লীলাবতীর উপর তাহার সমধিক বিদ্বেষ জন্মিল। বিদ্বেষের কারণ আরও হইল, লীলা ক্ষণাকে মা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। ক্ষণাও লীলার সুললিত স্বভাবে একান্ত বশীভূতা হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে হৈমবতীর কুটিল বিদ্বেষ ক্ষণাকেও আশ্রয় করিল! ক্ষণাকে কিরূপে অপদস্থ করিবেন, এক্ষণে হৈমবতীর ইহাই প্রধান শিক্ষা। কত দিনে আশার ফল উদ্গমিত হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

বহু দিন হইতেই রাজা মানস-ব্যাধিতে কিছু কিছু আক্রান্ত! কালে এক্ষণে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। অদ্য এক পক্ষ হইবে, রাজা বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্ত! কোন কার্য্যেই মন সন্তুষ্ট নহে! নৈতিক, বৈষয়িক কার্য্যে পর্য্যন্তও শিথিলতা! অন্য কার্য্য সম্বন্ধে তো কথাই নাই! যে মুখখানি অহরহ নিশ্চিতভাবে অন্তরমধ্যে ভাসিয়া বেড়াইত; এক্ষণে বহু চিন্তায়, বহু আলোচনায় সেই মুখখান চিনিতে পারিলেন! মহারাজ শঙ্কুর মহিষী মনোরমার মুখের আকার-সৌসাদৃশ্য সে মুখে অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে! মনোরমার নামে রাজার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! মনে করিলেন, সম্ভবপর কথা! পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, পাপিনী বিশারদের সহ দাক্ষিণাত্যে নিবিড়কাননেই পলায়ন করিয়াছিল! ইহারাও দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিল! তাহাই হইবে! হা ঈশ্বর! এমন সঙ্কিত ধনে বঞ্চিত করিলে? অমৃতকুম্ভে গরল ঢালিয়া দিলে! কোন্ প্রাণে প্রাণাধিক ক্ষণামিহিরের বিনাশন অথবা নির্ব্বাসন করিব? যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ইহার এক [illegible] না করিয়াও তো উপায় নাই? হায়! শাখিরক্ষে যে বিষময় ফলোৎ-

পাদন হইবে, স্বপ্নেও তো জানি নাই। কি উপায় করিব!—বলিতে বলিতে রাজা শোক-মোহে অভিভূত হইয়া রহিলেন।

ক্ষণ-পূর্ব্বে রাজা হৈমবতীর আনয়ন জন্য এক জন পরিচারিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরিচারিকা হৈমবতী-সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা হৈমবতীকে বসিতে অনুমতি করিলেন। পরিচারিকা আসন প্রদান করিয়া স্থানান্তর হইল। রাজা অবসর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হৈমবতি। ভাল আছ?

হৈমবতী। মহারাজের কৃপায় ভাল আছি।

রাজা। তোমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ভাল চলিতেছে?

হৈম। পিতা এক্ষণে প্রাচীন। তবে এক রকম মন্দ চলিতেছে না।

রাজা। শুনিয়াছি—ক্ষণার কাছেও কিছু কিছু শিক্ষা পাইতেছ?

হৈম। আজ্ঞা হাঁ; গণিতসম্বন্ধে কিছু কিছু দেখিয়া থাকি।

রাজা। ক্ষণার স্বভাব চরিত্র কেমন?

হৈম। অতি সুন্দর, অতি সরল, অতি পবিত্র।

রাজা। তোমার সঙ্গে কিরূপ ভাব?

হৈম। আমাতে তাঁহার অভিন্ন ভাব।

রাজা। ক্ষণা তোমাকে মনের কথা বলিয়া থাকে?

হৈম। তাহা না হইলে অভিন্ন ভাব কি করিয়া বলা যায়?—

রাজা। ক্ষণা তোমাকে আত্মপরিচয় দিয়াছেন?—তিনি কার কন্যা, কোথায় নিবাস—কিছু বলিয়াছেন?

হৈম। এ কথা কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনিও বলেন নাই।

রাজা। তুমি ইহার স্বরূপ বৃত্তান্ত জানিয়া দিতে পারিবে?

হৈম। ভরসা করি, পারিব।

রাজা। তাহা হইলে তোমাকে ইচ্ছামত পুরস্কার প্রদান করিব।

হৈম। মহারাজের দয়ায় সকলই হইতে পারে।

রাজা। তবে যাও; অদ্য হইতেই কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তা হও;

যত্ন বিফলে যায় না; অবশ্য ফলিবে। আমি তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম। যত শীঘ্র হয়, দুই এক দিনের মধ্যে এ সংবাদ আবশ্যক।

হৈম। মহারাজের কার্য্যে প্রাণ পণ করিব। অগৌণে কার্য্যসিদ্ধি—আমার পক্ষেই অধিকতর শ্রেয়ঃ। তবে এক্ষণে বিদায় হইতে ইচ্ছা করি।

রাজা। হাঁ, এসো?

হৈমবতী গৃহে গমন করিলেন।

হৈমবতী প্রস্থান করিলে রাজা পুনর্ব্বার চিন্তার প্ররোচনায় মুগ্ধ হইলেন! এই ভাবে দুই তিন দিন গত হইল। যেমন দিন বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও বাড়িতে লাগিল! হায়, এ কলঙ্কের কি করিয়া উচ্ছেদ করিব? যে কালসর্প নিবিড় কাননমধ্যে নিহিত ছিল, এক্ষণে সে হৃদয়কন্দরে আসিয়া স্থান লইল! ভগবান্! রক্ষা কর! বিপদভঞ্জন! বিপদে তুমিই বন্ধু! দয়াময়! দয়া করিয়া দাসের প্রার্থনা সফল কর। প্রাণাধিকা তনয়াসদৃশী ক্ষণা যেন কালসাপিনী মনোরমার সন্তান না হন! হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম! কেনই এমন সর্ব্বনাশকর ব্যাপারে হৈমবতীকে নিয়োজিত করিলাম! বরং সংশয়ই ভাল ছিল! মৃত্যু-অপেক্ষা মৃত্যু আশঙ্কা অনেক লঘু! যদি হৈমবতী আসিয়া বলে, ক্ষণা সেই পাপগর্ভসম্ভূতাই বটে; তবে তো স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সন্তানহত্যা তিনটিই আমাকে আশ্রয় করিবে! আমার তো নরকেও নিস্তার থাকিবে না! কি উপায় করিব! হা ঈশ্বর! তুমি নিরুপায়ের উপায়; রক্ষা কর! সকল দিক্ সংরক্ষণ কর! বিপদে তুমিই সহায়! আর জানি না;—আর কি বলিব, বুঝি না; হতবুদ্ধি হইয়াছি! জীবন হারাইতে বসিয়াছি; রক্ষা কর!—রাজা এবম্বিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন! অদ্য এক বার হৈমবতীর সংবাদ লইলেন; পরিচারিকা আসিয়া বলিল, হৈমবতী ক্ষণার নিকটে গমন করিয়াছেন। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হৈমবতী এত ক্ষণ ক্ষণার গৃহে। ক্ষণা কত প্রকার মধুরালাপ করিতেছেন, কিন্তু হৈমবতী তাহাতে মনোনিবেশ করিতেছেন না। তাঁহার মুখশ্রী বিষাদপূর্ণ! ক্ষণা বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি, মা! তোমাকে যেন কয় দিন ধরিয়াই একটুকু বিষণ্ন বিষণ্ন দেখিতেছি; শরীরে কোন অসুখ বিসুখ আছে কি?

হৈম। (কিঞ্চিৎ ঔদাস্যভাবে) না;—এমন কি?—

ক্ষণা। না, মা! সত্য বল;—আমার কোন অপরাধ হইয়াছে কি?

হৈম। তোমার অপরাধ কি হইবে; আমার অদৃষ্টই অপরাধী! নতুবা আমি যারে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছি, সে আমাকে দুইটি মনের কথা দিতেও যেন কষ্ট বোধ করে! একটি কথার মূল্যও কি আমার প্রাণের নাই? তবে অদৃষ্ট অপরাধী নয় তো কি?

ক্ষণা। সে কি, মা! তোমাকে কোন্ কথাটি বলি নাই?

হৈম। থাক, মা। কাজ কি? যার ধর্ম্ম—তার কাছে! মরিলে কোনটিই সঙ্গে যাইবে না!

ক্ষণা। তুমি অনর্থ দুঃখ দিতেছ ও পাইতেছ! এমন কথা কি আছে, যে, তোমাকে বলি নাই?—যাহা ছিল, অবশ্য বলিয়াছি,—নিশ্চয় বলিয়াছি।

হৈম। জিদ্ ক'রো না, মা! সহজে বল;—যদি জিদই করো, তবে অনেক আছে! যদি কথা তুলিলে, তবে ছাড়িব কেন? তুমি বল দেখি,—সত্য বলিও, সে দিন তোমার পরিচয়সম্বন্ধীয় কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি সদুত্তর দিয়াছিলে?—একটুকু ইতস্ততঃ করিয়াছিলে না? ছি, ছি!

ক্ষণা। সে কি, মা! ইতস্ততঃ কেন করিব?—আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা তোমায় বলি নাই?

হৈমবতী। পিতা, মাতার নাম বল নাই?

ক্ষণা। তত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?—আমার তো মনে

পড়িতেছে না। আর অনাবশ্যক; হয় তো নাও বলিতে পারি। তুমি এই নিমিত্ত অত ক্ষুন্ন? ছি, ছি!

হৈমবতীর চক্ষে জল আসিল! তিনি গোপন করিতেছিলেন; পারিলেন না! বেগে ধারা বহিল!

ক্ষণা। মা! তুমি কি সত্য সত্যই আমায় খাইতে বসিলে? তোমার চক্ষে জল কেন?—না হয় তুমি শুন, আমি বলিতেছি। আমার পিতার নাম সুবিক্রম; আমাদের দাক্ষিণাত্যে বাস।

হৈম। তোমার মাতার নাম কি?—

ক্ষণা। অতি শিশুকালে আমার মার মৃত্যু হইয়াছে, তাই মার নাম জানি না।

হৈম। পিতা, মাতা না কি এক সময়েই মরিয়াছিলেন? তবে পিতার নাম কি করিয়া জানিলে?

ক্ষণা। পিতার নাম অন্যে জানিতেন, তাই শুনিয়াছি। মার নাম কে জানে?

হৈমবতীর আজিও উদ্দেশ্য সফল হইল না! তিনি সমধিক ক্ষুন্না হইলেন! কিন্তু আশা ত্যাগ করিলেন না। চেষ্টা নিষ্ফলা নহে;—আজ হউক, কাল হউক, এক দিন অবশ্যই বলিবেন। অদ্য এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। অন্যান্য প্রস্তাবনায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষণকাল আমোদ আহ্লাদ করিলেন। বেলা শেষ হইল। হৈমবতী আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। গৃহে পঁহুছিতেই সন্ধ্যা অতীত হইল! সায়ংকৃত্যে প্রবৃত্তা হইলেন। মন্ত্র ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন! অদ্য আহারাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ! হৈমবতী সকালেই শয়ন করিলেন। মনের দারুণ কষ্ট! কোথায় নিদ্রা! নিদ্রাদেবী কষ্টের ছায়াস্পর্শেও কষ্ট বোধ করেন! হায়, রাজপ্রসাদ বুঝি অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না! হৈমবতীর নিশ্বাসে বক্ষস্থিত বসন পক্ষীর ডানার ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিয়া উড়িতে লাগিল! শরীর-উদ্‌বেষ্টনে শয্যা তোলপাড় হইতে লাগিল! শয্যা ত্যাগ করিলেন। বহির্ভাগে যাইয়া দেখিলেন, শুক্লা সপ্তমীর

নিশি; জ্যোৎস্না এখনও অল্প অল্প ভাসিতেছে। আবার যাইয়া শয়ন করিলেন। আবার নিদ্রাকে তাড়াইয়া চিন্তা আসিল! চিন্তার সুচারু চাতুর্য্যে হৈমবতী নিদ্রাকে আর দখল দিলেন না; চিন্তাকে হৃদয়ে ধরিয়া বসিলেন। প্রবলা চিন্তার প্রলোভন কয় জন এড়াইতে পারিয়াছে? আরও আশা তার সহকারিণী! একেই সাগর-সঙ্গম তরঙ্গময়, তাহাতে প্রভঞ্জনের প্রলাপন! হৈমবতী শয্যা ত্যাগ করিলেন; এ বার বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, জ্যোৎস্না তিমিরগ্রাসে পতিত হইয়াছে! তিমির ত্রিলোক জয় করিয়া শিরঃ উত্তোলন করিয়াছেন। অন্ধকার যে যে শ্রেণী লোকের প্রিয়তর, অদ্য হৈমবতী সেই সেই শ্রেণীমধ্যের এক জন! সাহসে বুক বাঁধিয়া নামিলেন। কেহ মনে করিবেন না, ইনি অভিসার-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন! হৈমবতী সেরূপ লোক নহেন। ইনি স্বীয় গৌরব রক্ষার্থ ও রাজপ্রসাদ-ভোগ-বাঞ্ছনীয়া হইয়া চলিয়াছেন। এটিও সৎ কার্য্য নহে?—সর্প একই জাতি; তাহাতে মেটে, আর কেউটে!

এখানে ক্ষণামিহির অত রাত্রি জাগিয়া কি কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, শুনা যাক্। স্বামী স্ত্রীর কথা—কত কি, কে বলিবে? বিবিধ গল্প। গল্পে গল্পে হৈমবতীকে মনে পড়িল! ক্ষণা বলিলেন, নাথ! হৈমবতী আমার প্রকৃত পরিচয়ের জন্য কয় দিন ধরিয়া বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ কি? তাঁর কি ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে?

মিহির। তুমি কোন পরিচয় দিয়াছ কি?

ক্ষণা। দিয়াছি বৈ কি? মার নাম জানি না; পিতার নাম সুবিক্রম বলিয়াছি; কিন্তু তাহাতে সে তৃপ্ত নহে! কেন যে তৃপ্ত নহে, জানি না।

মিহির। হৈমবতীকে তুমি মা বলিয়া ডাক না?

ক্ষণা। হাঁ; হৈমবতীকে আমি মার মতই ভালবাসি; মা বলিয়া ডাকিও বটে।

মিহির। মা বল আর যাই বল, সাবধান! কার মনে কি, ঠিক

বলা যায় না। তুমি অতিশয় সরলপ্রকৃতি, মায়া-মুগ্ধা; তাই বলি, সাবধান! ভ্রমে কি স্বপ্নেও যেন বিশারদ ও মনোরমার নাম মুখে না এসে! আর বিশারদ তো প্রকৃত পিতাও নহেন! তার নাম কেনই আসিবে? কিন্তু তুমি যে রাজকন্যা, তাহাও কোন প্রকারে বক্তব্য নহে! তাই বলি, শত সাবধান!

ক্ষণা। না, নাথ! আমার মুখ হইতে কখনই ও নাম বাহির হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি, চিরকাল তাহাই বলিব।

মিহির। তাই বটে; ঐ নাম অন্তর হইতে একেবারেই তুলিয়া ফেলিবে। আমি সর্ব্বদা এজন্য উদ্বিগ্ন আছি! তাই তোমারে শত বার সাবধান করিতেছি।

হায়! যাঁহারা শত সহস্র লোকের গ্রহবৈগুণ্য সুস্থির করতঃ তদ্দোষ অনায়াসে প্রশমন করিয়া থাকেন, আজ তাঁহারা সেই ঘোর গ্রহবৈগুণ্যে পতিত! সুবুদ্ধি মিহির সরলা স্ত্রীকে সাবধান করিতে যাইয়া নিজে যে কি অসাবধানতার কার্য্য করিলেন, ভ্রমেও বুঝিলেন না! বাহিরে সর্পনিশ্বাসবৎ এখনও কার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে! ইঁহারা কি বধির হইয়াছেন? অথবা সময়, মুনি তপস্বীদিগকেও বধির করে! হৈমবতী গৃহপশ্চাৎ দাঁড়াইয়া স্পষ্টাক্ষরে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার আশার ফল, আশা হইতেও বড় হইয়া ফলিল! তিনি বাড়ী চলিলেন! পুষ্পকরথে চড়িয়া আকাশ-পথে চলিলেন! রাত্রিটি কি করিয়া যে কাটাইলেন, তাহা হৈমবতীই জানেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য মনের অস্বচ্ছন্দতা-নিবন্ধন অদ্য সভা-গমনে বিরত থাকিয়া বিশ্রাম-ভবনে একাকী নানাবিধ চিন্তা করি-তেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার বাম নয়ন দুই তিন বার স্পন্দিত

হইল! একেই দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত, তাহাতে দুর্লক্ষণ! রাজা সমধিক উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন! মনে মনে বলিলেন, আজ অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায় না! বলিতে বলিতে হৈমবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। দর্শনমাত্র রাজার হৃৎকম্প হইতে লাগিল! তখন রাজা নীরবে—নিমীলিত-চক্ষে মানস-বাক্যে বলিলেন,জগদীশ! রক্ষা কর; হৈমবতীর মুখ হইতে যেন অশনি-পতন না হয়! বারংবার এরূপ প্রার্থনা করিয়া চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন। বলিলেন, হৈমবতি! সংবাদ বল। হৈমবতী বদ্ধ-পরিকর হইয়া বলিলেন, মহারাজ! বলিতে ভয় করে; অভয়বাক্যে অনুমতি করিলে নির্ভয়ে নিবেদন করিতে পারি। "ভয় করে!" হৈমবতী এ কথা বলিলেন কেন? আদিষ্ট কার্য্যে অকৃতকার্য্য, তন্নিবন্ধন ভয়? না,—আমার আশঙ্কানুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছে? রাজা দারুণ সংশয়ে পতিত হইলেন! জিজ্ঞাসিতেও ভয়; জিজ্ঞাসা না করিয়াও হৃদয়ের স্বস্থতা নাই! মন একবার অগ্রসর; একবার পশ্চাৎপদ! কিন্তু সংশয়রূপ আশীবিষের দংশন আর সহ্য হয় না! তাই রাজা সাগ্রহে বলিলেন, হৈমবতি। বল,—নির্ভয়ে বল; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই! হৈমবতীর হৃৎকম্প হইল! না বলিলে নয়; তাই দুই হাতে বুক চাপিয়া স্বীয় অশেষ আয়াসকর ও অসমসাহসিকতার কার্য্য বলিলেন। শেষ গতরাত্রে ক্ষণা-মিহিরে যে যে কথা হইয়াছিল, তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। অর্থাৎ ক্ষণা রাজকন্যা; মহিষী মনোরমার গর্ভজাত কন্যা। কিন্তু সাধারণতঃ বিশারদ, অথবা সুবিক্রমের তনয়া বলিয়াই পরিচিত। বস্তুতঃ ক্ষণা রাজকন্যা!

শ্রুত মাত্র রাজার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যেন প্রজ্বল উল্কা চলিয়া গেল! অকস্মাৎ অশনি-পতন! রাজা নিঃশব্দ, নিস্পন্দ, মুহূর্ত্ত কাল গতে অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, হৈমবতি! অদ্য গৃহে গমন কর। সময়ান্তর যথোচিত পুরস্কার করিব। হৈমবতী দ্বিরুক্তি করিলেন না; অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। হৈমবতী গমন করিলে রাজা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; শয়ন

করিলেন। নয়নে অবিরল ধারা বহিতে লাগিল! হায়! হৃদয়ের চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষমাণা দেবীপ্রতিমা আজ কি করিয়া বিসর্জ্জন করিব! কি করিয়া সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইব! ইহার দোষ কি! আহা, সরলা কুসুম-কমলা; সতীপ্রধানা কমলা! বিমলা গিরিবালার ন্যায় বিমলা! হায়, কোন্ প্রাণে স্বর্ণলতার উপর কুঠার প্রহার করিব? কোন্ প্রাণে, কোন্ ধর্ম্মে দস্যুর ন্যায় আশ্রিতের বিনাশ সাধন করিব? —কখনই না! এরূপ ভূতযোনি পৈশাচিক কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইব না! এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দস্যুবৃত্তি, এরূপ নিষ্ঠুর পাষণ্ড-জহ্লাদবৃত্তি কখনই অবলম্বন করিব না! মা, ক্ষণদে! সতী লক্ষ্মী, ভয় নাই! আমি তোমার পিতৃব্য!

"আমি তোমার পিতৃব্য!"—রাজা বজ্রাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন! চক্ষুর্দ্বয় ঘোর আরক্ত! সঘন দশনপীড়নে অধর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল! বক্ষে বজ্রমুষ্টি ত্যাগ করিয়া—ধিক্!—আমি পিতৃব্য? বেশ্যা-কন্যার পিতৃব্য? পাপিনী কুলনাশিনী কালসাপিনীর পাপগর্ভজ সন্তানের পিতৃব্য?—এখনই কাটিব! পিশাচীর দোষকলুষিত-শোণিতসম্ভূতা তনয়াকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব! রাজা বিষাণবিদ্ধ শার্দ্দূলবৎ কাঁপিতে লাগিলেন! নিরতিশয় কম্পনে আবার শিথিলাঙ্গ! আবার দুই চক্ষে দরদরিত ধারা! আবার দয়ায়, ধর্ম্মে, স্নেহে গলিয়া, হায়, কারে কাটিব? মাতৃহত্যা করিব?—আমি ত সেই দিনই মা বলিয়াছি? যে দিন সেই দেবতা-বিনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি দেখিয়াছিলাম, সেই দিনই তো মা বলিয়া স্বর্গীয়া মাতার শোকসন্তাপ অধিকাংশ নির্ব্বাণ করিতে পারিয়াছি! এক্ষণে কি করিয়া মাতৃহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সন্তানহত্যা করিব! আমার স্মরণ হইতেছে, অগ্রজের আকার-সৌসাদৃশ্য ক্ষণাতে অনেক পরিমাণে চিহ্নিত আছে। হায়, ভ্রাতৃ-সন্তান, সন্তান নয়?—আমি এমনই পাষণ্ড?—ধিক্!

রাজা ঐরূপ ও নানারূপ বিলাপ পরিতাপ করিয়া ক্ষণেক মূর্চ্ছিত ও পক্ষান্তরে ক্ষণেক উত্তেজিত হইতে লাগিলেন! এই ভাবে দিন-

ত্রর গত হইল। অনেক আলোচনা, অনেক বিবেচনার পর স্থির বুঝিলেন, প্রয়োজনে সকলই করিতে হয়! প্রয়োজনে পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন! প্রয়োজনে রামচন্দ্র লক্ষ্মীত্যাগী হইয়াছিলেন! প্রয়োজনে আমাকেও অন্ততঃ ক্ষণাকে দেশান্তরিত করিতে হইয়াছে; নচেৎ উপায় নাই! যে কলঙ্ক হিম-পীড়িত ফণীর ন্যায় নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছিল; এক্ষণে সে আবার ভয়ঙ্কর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেছে! যখন স্ত্রীলোকের কর্ণে কথা উঠিয়াছে, তখন বহুকর্ণে সে কথা বেড়াইয়া ফিরিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমি জীবিতে তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব ক্ষণার নির্ব্বাসনই স্থিরীকৃত। কিন্তু এ কথা কে বলিবে? এ বজ্রাগ্নি কার মুখ হইতে বাহির হইবে? অথচ না বলিয়াও নিস্তার নাই; বলিতেই হইবে! এক্ষণে প্রকারান্তর ভিন্ন উপায় নাই! যত দিনে হউক, তাহাই হইবে! মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া রাজা সর্ব্বদা ছিদ্রানুসন্ধানে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মিহির দিন দিনই মহারাজের কিছু কিছু অপ্রসন্নতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি জন্য যে এ অপ্রসন্নতা, কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বদা চিন্তাজ্বরে বিশীর্ণকলেবর হইতে লাগিলেন! স্বামীর ঈদৃশ অবস্থান্তরে ক্ষণা বড় ব্যস্ত হইলেন! মিহির বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু ক্ষণা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, সকলই হৈমবতীর কার্য্য! স্বামীর মানস-পীড়া আরও বর্দ্ধিত হইবে, এই ভয়ে প্রকাশ করিলেন না; স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা ও প্রবোধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষণার সাহস অপরিমিত! মনে করিলেন, রাজা অসন্তুষ্ট?—দেশান্তরে যাইব; তাহা হইলে তো আর মহারাজের কষ্ট থাকিবে না? হতমানী হইয়া কোথাও থাকিব না! মহারাজ যে অপমানের আশঙ্কা করিতেছেন, আমাদের কি নয়? বরং আমরাই দোষী; আমাদেরই অপমান সমধিক। আমাদেরই অগ্রে বিদূরিত হওয়া উচিত! প্রাণ দিয়াও

মান রাখিবে! তদ্বিপরীতে মনুষ্যত্বের অভাব! এক্ষণে প্রাণেশ্বরের কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ হইলেই সকল ব্যবস্থা হইতে পারিবে। ক্ষণদা মনে মনে এরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া স্বামীকে সর্ব্বদা সাহস ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য অমাবস্যা। রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যগ্রহণ হইবে। ভৃত্যগণ, কর্ম্মাধ্যক্ষগণ রাজাজ্ঞায় দান-ধ্যানোপযোগী সমস্ত আয়োজনে নিযুক্ত হইল। রাজা সভাপণ্ডিতগণসহ গ্রহণসম্বন্ধীয় নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মিহির সভায় উপস্থিত হইলেন। অদ্য রীতিমত সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া মিহির উদ্বিগ্নচিত্ত! তন্নিবন্ধন রাজাও বিরক্তচিত্ত। কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বলিলেন, মিহির! সময়মতই উপস্থিত হইয়াছ। সে যাহা হউক, অদ্য গ্রহণসম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছ? "সময়মতই উপস্তিত," এ তিরস্কার মিহিরের বক্ষে গুরুতর লাগিল! ভয়, অভিমান উভয়ের যোগে মিহিরকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন, অদ্য চন্দ্রগ্রহণ হইবে; সময় উপস্থিত! রাজার চক্ষু আরক্তরাগ ধারণ করিল! বলিলেন, মিহির! তুমি আমায় শ্লেষ করিতেছ? অদ্য অমাবস্যা; কি প্রকারে চন্দ্রগ্রহণ হইবে? যদি চন্দ্রগ্রহণ আজ না হয়, তবে তোমাকে সস্ত্রীক সভায় আনয়নপূর্ব্বক শিরোমুণ্ডন করাইয়া দেশান্তরিত করিব। অত অহঙ্কার? মিহির কোন গূঢ় কারণে কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, যাহা বলিয়াছি, নিষ্ফল হইবার নহে। অদ্য চন্দ্রগ্রহণ অবশ্যই হইবে। রাজা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ করিয়া বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন! মনে করিলেন, অতঃপর ঈশ্বর সুযোগ মিলাইয়া দিলেন! অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ? সুতরাং আপনা হইতেই ইহারা পলায়ন করিবে, সন্দেহ নাই। আমাকে কোন প্রকার নিষ্ঠুর

ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল না! ঈশ্বর রক্ষা করিলেন! অথবা কই?—ঈশ্বর কি করিলেন?—যাহা হইল, ইহা কি মনুষ্যত্বের কার্য্য হইল? নৃশংস চণ্ডালাধমের অধিক কাজ হইল!

হায়! বিপদ যে বিপদের অনুসরণ করে, তাহা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান! আজ মিহিরের বিপদের উপর বিপদ! এমন বিপদ কাহারও আর কখন হইয়াছে কি না, জানি না! মিহিরের পিতা বরাহ প্রাচীন। তিনি চিরদিনই কিঞ্চিৎ উদ্ধতস্বভাব; দুরন্ত অভিমানী; স্বমতরক্ষায় সদসৎ-বিচারশূন্য! তাঁহার মতের বিরুদ্ধে হইলেই তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হন! ক্ষণা অতিশয় সরলপ্রকৃতি, ন্যায়পরায়ণা! তিনি শ্বশুরের ভ্রম-সংশোধনে সময় সময় দুই চারি কথা বলিয়া থাকেন। এজন্য বরাহ বধূর প্রতি যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া অদ্য প্রাতে পুত্রকে বলিলেন, মিহির! তুমি আমার পুত্র। আমার আজ্ঞা তোমার একান্ত পালনীয়। তাই বলিতেছি, বধূ যেরূপ অপ্রিয়বাদিনী, আমাকে যেরূপ অবমাননা করে, তাহাতে ঐ মুখরার জিহ্বা-চ্ছেদ করা উচিত। আমার ক্ষমতার বহির্ভূত; এ কার্য্যে তোমারই অধিকার!

হায়! প্রাচীন দুর্ব্বোধ ব্রাহ্মণ বুঝিবার ভুলে একবার দেবদুর্লভ পুত্রনিধি হারাইয়াছিলেন! বুঝিবার ভ্রমে এ বার যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না! হতভাগ্য, কয় দিন সৌভাগ্য ভোগ করিবে? মিহির পিতৃবাক্যে বজ্রাহত হইলেন! জীবনের মূল-সূত্রে কুঠার-ত্যাগ? মিহির কি জীবিত আছেন? এ যে মৃণ্ময় প্রতিকৃতি! শ্বাসরুদ্ধ! করদ্বয়ে মুষ্টিনিবদ্ধ! চক্ষের তারা ঘুরিতে লাগিল! ঘুরিতে ঘুরিতে ললাটতলে প্রবেশ করিল! দারুণ মূর্চ্ছা! বরাহ ভীত হইলেন! ক্রোধ অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল! তখন সভয়ে পুত্রের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় মুহূর্ত্ত কাল পরে মিহিরের মূর্চ্ছাপনোদন হইল;—উঠিয়া বসিলেন। ক্ষণচিন্তার পর সধৈর্য্যে বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনার কুপুত্র নহি; আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! যাহা বলিবেন, অবশ্য করিব। এই বলিয়া মিহির

পিতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন। অদ্য এই আসন্নকালপ্রতিম বিপন্ন অবস্থায়ই সভাপ্রবেশ করিয়াছিলেন! যিনি মৃত, কি জীবিত, এই সামান্য বোধের অনধিকারী, তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ ভ্রম প্রমাদ তো সহজ কথা! এ যাবৎ যে উন্মাদগ্রস্ত হন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

মিহির স্বভবনে গমন করিলেন। বিপদের উপর বিপদ! মুখ অতিশয় বিষণ্ণ! চক্ষু সজল, স্ফীত ও রক্তিম! আগ্নেয় বায়ুসদৃশ প্রবল নিশ্বাস! অধরপল্লব বিশুষ্ক; হৃদয়তল বিষমজ্বর-সন্তপ্ত! কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত! স্বামীর ঈদৃশ অবস্থান্তর নিরীক্ষণে ক্ষণা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! শারীরিক কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? না—সভায় কোন কূট-প্রশ্ন হইয়াছিল? আপনার এরূপ নিষ্প্রভ মুখ-কান্তি কেন? আমার বড় ভয় হইতেছে! ধৈর্য্যশীল মিহিরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল! নয়নে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল! কণ্ঠ অবরুদ্ধ; কথা বাহির হইল না! ক্ষণা অতিব্যস্তে—সে কি?—এ কি, নাথ! আপনার চক্ষে জল কেন?—কি হইয়াছে?—কি হইয়াছে?—বলিয়া অমনই অঞ্চল দ্বারা স্বামীর অশ্রুমোচনে প্রবৃত্তা হইলেন। মিহির কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার অদৃষ্টে যে অত বিড়-ম্বনা, স্বপ্নেরও অগোচর!

ক্ষণা। আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা কি?

মিহির। এই হতভাগ্যের সংস্রব!

ক্ষণা। (সগর্ব্বে) আমি পরম ভাগ্যবতী। আমার রাজরাজেশ্বর স্বামি-সাক্ষাতে কে আমাকে দুরদৃষ্টা বলিবে? আমি জীবিতে স্বামীর চক্ষে জল?—আমার অসহ্য! নাথ! বলুন—কি হইয়াছে?—ত্বরায় বলুন।

মিহির। প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! অদ্য অমাবস্যা; আমি ভ্রমে পতিত হইয়া সূর্য্যগ্রহণ-স্থলে চন্দ্রগ্রহণ হইবে বলিয়াছি! আমার এই অসম্বদ্ধ প্রলাপে রাজা যার-পর-নাই কুপিত হইয়া আদেশ

করিয়াছেন,—অদ্য চন্দ্রগ্রহণ না হইলে কল্য তোমাকে সস্ত্রীক সভায় আনয়ন পূর্ব্বক শিরোমুণ্ডন করতঃ রাজ্যের বহিষ্কৃত করিব।

ক্ষণা। (ক্ষণেক চিন্তার পর, হাসিয়া) নাথ! এই জন্য আপনি অত কাতর হইতেছেন? ভাল, আপনি কোন উত্তর করিয়া আসেন নাই?

মিহির। বলিয়াছি—আমার বক্তব্য অমূলক হইবার নহে; চন্দ্রগ্রহণ নিশ্চিতই হইবে।

ক্ষণা উৎসাহে স্ফীত হইয়া বলিলেন, দেব। দেবতার মতই বলিয়াছেন। দাসী আজ কৃতকৃতার্থ হইল! আপনি যান; বলিবেন, রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময় গ্রহণ হইবে।

মিহির। (সবিস্ময়ে) সে কি, প্রিয়ে! এ কি সম্ভবপর কথা?

ক্ষণা। নাথ! অনাদিনাথের কৃপায় এক দিনের জন্য আমি এ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, অদ্য নিশ্চিতই চন্দ্রগ্রহণ হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আজ দাসী প্রভুর উপর কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব করিবে; এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

মিহির। আজ আমি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলাম। শৈলরাজতনয়া গঙ্গা যেমন শান্তনুকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন, তুমিও আমাকে তদ্রূপ, কি ততোঽধিক কৃতকৃতার্থ করিলে! তোমাকে কি ক্ষমা করিব? তুমি প্রকৃত আমার জীবন মন সমস্তেরই প্রভু। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনীয়।

ক্ষণা নমিতমুখে নীরবে রহিলেন। কয় বিন্দু অশ্রু পতিত হইল. তাহা মিহিরের লক্ষ্য হইল কি না, জানি না।

মিহির। প্রিয়ে! এক্ষণে বল, কি করিতে হইবে?

ক্ষণা। আপনি সুস্থ হইয়া আহারাদি করুন; পশ্চাৎ যে হয় বলিব।

মিহির। আমি প্রস্তুত। তবে দাও, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।

ক্ষণা তৎক্ষণাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি আনয়ন করিলেন।

মিহির। সে কি, প্রিয়ে! অত আয়োজন কি হইবে?

খণা। আজ আমি প্রসাদ পাইব।

মিহির আমোদে ভাসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবভোগের ন্যায় যত খান, ততই ইচ্ছার বৃদ্ধি। বহুক্ষণ পরে ভোজনব্যাপার সমাপ্ত হইল। খণা প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এরূপ তৃপ্তিলাভ আর কখনও হয় নাই। আজ মনের সাধ পূরাইয়া, হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, নাথ! এরূপ প্রসাদ চিরকাল দাসীর জুটিবে তো?

মিহির। তোমায় প্রসাদে কে বঞ্চনা করিবে? দেবতাদিগেরও অসাধ্য!

খণা। তবে আপনি রাজবাটী গমন করুন। যাহা বলিয়াছি, অবশ্য বলিবেন; কোন সন্দেহ বা আশঙ্কার কারণ নাই।

মিহির আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তখনই রাজধানীপ্রতি গমনোন্মুখ হইলেন। অন্যবিধ বিপদ ব্যক্ত করিলেন না; মনে করিলেন, পিতা আশু-ক্রোধী; তিনি যাহা প্রকারান্তরে আদেশ করিয়াছেন, হয় তো এখনই তার বিপরীতে পুনরাদেশ করিবেন। এরূপ সময় সময় করিয়াও থাকেন বটে। যাহাই হউক, পিতার আজ্ঞা আমার একান্ত পালনীয়; তবে আজ আর কাল। অদ্য তো প্রাণের অধিক মান রক্ষা হইল? তার পর অবশ্যম্ভাবী যে হয় ঘটিবে! মান বজায় থাকিয়া মৃত্যু শ্লাঘ্যকর! মিহির এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বরাহ মিহিরে যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, অন্তরালে থাকিয়া খণা সমস্তই শুনিয়াছিলেন। হাবা মেয়ে, শুনিয়া হাসিয়াছিলেন! মনে করিলেন, স্বামী হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা! মৃত্যু এক দিন আছে; অন্যথা হইবার নহে। তবে স্বামিসাক্ষাতে, কি স্বামিহস্তে মৃত্যু; স্ত্রীলোকদিগের ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? স্বামী যদি পিতৃ-আদেশ পালনে অদ্য অসম্মত হইতেন, তবে মরিয়াও

সুখী হইতে পারিতাম না! স্বামী সকলের দেবতা! আমার স্বামী দেবতার দেবতা! জন্মজন্মান্তরেও যেন এরূপ সত্যপ্রিয় স্বামী লাভ করিতে পারি। ঈশ্বরসমীপে বারংবার এরূপ প্রার্থনা করিয়া, খনা গৃহকার্য্য-নির্ব্বাহে প্রবৃত্তা হইলেন। গৃহকার্য্য শেষ হইলে একখানি আসমানি রঙের পর্দা প্রস্তুত করিলেন। পর্দার মধ্যভাগে চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ একটি গোলাকার গবাক্ষ কাটিলেন। একটি স্থূলাকার লৌহ-শলাকায় পটখানি জড়াইয়া রাখিলেন। আরও কি একটি প্রস্তুত করিলেন; তাহা অতি গুপ্তভাবে কোথায় রাখিয়াছেন, জানিবার সম্ভাবনা নাই। সমুদায় আয়োজন শেষ হইলে এক বার দশ মহাবিদ্যার মন্দিরে গমন করিলেন। প্রতিমার সম্মুখস্থা হইয়া যুগ্মকরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। এই অবস্থায় কিয়ৎ ক্ষণ গত হইল। পরে প্রতিমাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া পদ্মাসনে আসীনা হইলেন, এবং মনঃসংযম পূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। ধ্যানপ্রভাবে জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইল। দেখিলেন, দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা বিদ্যমানা। ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই বিদ্যা; না—আবারও তাই। এ কোন মহাবিদ্যা?—ইনি "ছিন্নমস্তা"! সেই ভীষণা দিগম্বরী! সেই স্বীয় করতলে ভীম করাল ছিন্ন মস্তক ন্যস্ত! সেই ঊর্দ্ধগত রক্তস্রোত ত্রিধারা-নিঃসৃত; স্বীয় ও দক্ষিণবামস্থিত নায়িকাদ্বয়ের এই ত্রিমুণ্ডে নিক্ষেপিত! সেই পরশু। সেই বরাভয়-ভীতিহস্ত! সেই বিপরীত-রতিরতা রতিকাম-বাহনা! হৃদয় চমকিল,—ঘোর চমকিল। চক্ষে সহিল না! জ্ঞানচক্ষু বিলুপ্ত হইল! বহিরিন্দ্রিয় চর্ম্মচক্ষু নিমীলিত হইয়া পড়িল! কি আশ্চর্য্য! বাহ্য আড়ম্বরেও দেখিলেন, সেই মূর্ত্তিতেই চক্ষু স্থাপিত রহিয়াছে! খনা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া দেখিলেন, সেই ভীমা, অসীমা ঘোর-দর্শনা ছিন্নমস্তা! সেই রক্তধারা! দেখিয়া দেখিয়া,—আবার দেখিয়া, আবার ধ্যাননিরতা হইলেন। আবার সেই মূর্ত্তি! এ বার হৃদয় চমকিল না; এ বার আনন্দোচ্ছ্বাসে হৃদয় উচ্ছ্বাসিত! এ বার ক্ষণদা-

সুন্দরী আনন্দময়ী—আনন্দে আন্দোলিতা হইয়া দেখিলেন, যোগিণীগণ চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর যোগমায়ার মাহাত্ম্য গায়ন করিতেছে! ডাকিনীগণ জয়ডঙ্কা নাদিত করিয়া মা মা শব্দে ডাক হাঁকিতেছে! শাঁখিনীগণ শাঁখ বাজাইয়া সুষুপ্তির যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছে! প্রেতিনীগণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে! ক্ষণদাসুন্দরীর খিল্ খিল্ হাসিও তাহাতে যাইয়া মিলিতেছে! কেহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল! কেহ অমৃত-রস প্রস্রবণ-ধারাবৎ সিঞ্চন করিতে লাগিল! কেহ বলিতেছে, আজ?—আজ আমাদের শুভ দিন! মা আমাদের বহু দিন সন্তান-ছাড়া;—পার্শ্বস্থিতা শোভনা বিদ্যাবিনো-দিনী বাণী, কমলাসনা পদ্মা-বিহীনা! অদ্য কুমারীযুগল মিলিত হইবে! অদ্য আমরা শোভা দেখিব! কুমারীযুগল মায়ের দক্ষিণ বাম উভয় পার্শ্বে বসাইয়া শোভা দেখিব;—মন ভরিয়া দেখিব! এই বলিয়া আবার ঘোর অট্ট হাস! ক্ষণার ধ্যান ভঙ্গ হইল; উঠিয়া একে একে মাকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং গলায় আঁচল দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন! অকস্মাৎ জগন্মাতার শিরঃশোভিত কুসুমটি চ্যুত হইয়া প্রণতার মস্তকে পতিত হইল। ক্ষণা উল্লাসে ভাসিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বহির্গতা হইলেন!

সন্ধ্যা অতীত; মিহির গৃহে আসিলেন। ক্ষণা হাসি হাসি মুখে বলিলেন, নাথ! কথানুরূপ বলিয়া আসিয়াছেন তো?

মিহির। সমস্ত বলিয়াছি।

ক্ষণা। তবে এই পদ্মাসনে উপবেশন করুন।

মিহির উপবেশন করিলেন। ক্ষণা সপ্ত বার স্বামীকে প্রণাম ও প্রদ-ক্ষিণ করতঃ উপবেশন করিলেন। সপ্ত বার স্বামিচরণে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন। অনন্তর গললগ্নীকৃতবাসা ও যুগ্মকরে ধ্যানাসক্তা হই-লেন। মুহূর্ত্ত পরে ধ্যান সমাপ্ত হইল। আবার প্রণাম করিলেন। নানা-বিধ উপাদেয় খাদ্য পতি-দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন, পতি প্রত্যক্ষ-দেব! দাসীর নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। মিহির সাদরে সমস্ত

গ্রহণ করিয়া পান ভোজন করিলেন। ক্ষণা অবশিষ্ট স্বামিপ্রসাদ শিরঃস্পর্শ করিয়া কিয়দংশ ভোজন করিলেন; অপর ভাগ অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন।

মিহির। ও কি, প্রিয়ে! আজ সকলই তোমার অলৌকিক লীলাকাণ্ড দেখিতেছি? আমার বড় ভয় হইতেছে!

ক্ষণা। (সহাস্যে) ভয় কি, নাথ! দাসী জন্মান্তরেও চরণ-ছাড়া নহে। আপনি দেখুন দেখি, রাত্রি কি পরিমাণ হইয়াছে?

মিহির নানা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়া বলিলেন, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের অল্পই বাকি।

ক্ষণা। তবে আর অপেক্ষা করিবেন না, চলুন।

মিহির। কোথা যাইব?

ক্ষণা। সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ী।

মিহির। সে কি, প্রিয়ে। সে অতি ভয়ঙ্কর স্থান! দিবসেও সকল সময় সকলে যাইতে সাহসী হয় না।

ক্ষণা। আপনি ভ্রান্ত! মাতৃগৃহ ভয়স্থান? তবে অভয় কোথা পাওয়া যাইবে?

মিহির অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, চল।

ক্ষণা পরদা বা পটখানি পতিহস্তে প্রদান করিলেন; আর কত কি নিজে সাবধানে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অনতিবিলম্বেই সর্ব্বমঙ্গলালয়ে স্বামী স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া শেষ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ প্রাসাদশিখর চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষুদ্র প্রাচীর দ্বারা নিবদ্ধ; মধ্যে মধ্যে কয়টি দ্বার উন্মুক্ত। দ্বারের অর্দ্ধভাগ জানালাতে শোভিত; উর্দ্ধভাগ সারসির কবাটে আচ্ছাদিত। কবাট উন্মোচন করিলেন। অনাবৃত স্থল আবার পরদায় ঢাকিয়া দিলেন। বলিলেন, নাথ! অপর দিকে যাইয়া দেখুন দেখি কিরূপ হইল? মিহির কথিতরূপ দর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, গগনমণ্ডল ভিন্ন আর কোন পদার্থই অনুমিত হইল না। একখানি ক্ষুদ্র

সেপায়া নিয়াছিলেন; তদুপরি দাঁড়াইয়া ক্ষণা দেখিলেন, পর্দার গবাক্ষে মুখ ঠিক মিলিয়াছে! তখন স্বামীর পাদগ্রহণ করিয়া তদুপরি মুখখানি রাখিলেন! ক্ষণপরে মিহির ভয়ানক চমকিয়া—ও কি, প্রিয়ে? —তোমার চক্ষে জল কেন? ক্ষণা বলিলেন, এখানে জলের অভাব; পাদোদক গ্রহণ করিব!—নাথ! এই যে,—এই যে সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের পাখী ডাকিল! সময় উপস্থিত। যান;—ত্বরায় যাইয়া রাজাকে দেখিতে বলুন। আর অপেক্ষা করিবেন না। মিহির আর দ্বিরুক্তি করিবার অবকাশ পাইলেন না, কয় বার প্রিয়তমার পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষ প্রস্থান করিলেন।

স্বামী প্রস্থান করিলে ক্ষণা ক্ষণকাল রোদন করিলেন! বলিলেন, নাথ! দাসী এ জন্মের মত বিদায় হইল! দিদির কাছে চলিলাম! আর জন্মান্তরে—ক্ষণপরে আবার উর্দ্ধে চাহিয়া—বিধাতঃ! নিজ দুহিতার জন্মান্তরীণ আশা পূর্ণ করিও!—অপর দিক্ চাহিয়া—মাত হৈমবতি! সন্তানে ভুলিও না!—তোমার চরণে একটি ভিক্ষা,—এ জন্মের এই ভিক্ষা, তোমার জামাতাকে রক্ষা করিও; তিনি নির্দ্দোষী। লীলাবতি! মা! চলিলাম:—তোমার বালেন্দু-সুন্দর-কান্তি-প্রভাসিত মুখখানি হৃদয়ে লইয়াই চলিলাম! মা। হৈমবতীর সঙ্গে প্রণয় রাখিয়া কাজ করিও; আমার কথা ভুলিও না!—অভাগী মাকে ভুলিও না! তোমার বুক-জুড়ানো মা কথাটি এ জন্মে আর শুনিব, ভাগ্যে ঘটিল না! যাই, মা! জন্মান্তরে—আর বলিলেন না; বলা শেষ হইল! তৎপর যাহা ঘটিল, হায়, কোন্ প্রাণে তাহা লিখিব? সাধ্য নাই! চির-স্মরণীয়া সতী গুণবতী দৈব-শক্তি-প্রভাবে অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করাইলেন!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা কতিপয় পারিষদে বেষ্টিত হইয়া মিহিরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময় মিহির উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করি-

লেন, মিহির! সম্বাদ বল? মিহির বলিলেন, মহারাজ! আর অপেক্ষা করিবেন না, গ্রহণ হইয়াছে! রাজা সবিস্ময়ে অমনই গাত্রোত্থান করিলেন। অমনই স্বগণসহ প্রাসাদশিখরে গমন করিলেন। দৃষ্টিমাত্র সকলে একবাক্যে—এ কি,—এ কি,—এ কি ব্যাপার, কি আশ্চর্য্য! কি বিস্ময়! কি অদ্ভুত কাণ্ড! কি বিপরীত ঘটনা! এ পূর্ণচন্দ্র আজ কোথা হইতে উদয় হইল! সাধারণতঃ নহে,—শারদীয় পূর্ণচন্দ্র!! কেহ বলিলেন, চন্দ্রের একচতুর্থাংশ গ্রাস হইয়াছে! কেহ বলিলেন, কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও পারে! কেহ কেহ ইন্দ্রজাল মনে করিতেছিলেন; কিন্তু সে ভ্রম তখনই দূর হইল! চকোর সুধাপানজন্য শূন্যে চড়িতেছে! সরোবরে কুমুদিনী প্রফুল্ল হইয়াছে! রাজার মনে একপ সংশয়ের উদয় হয় নাই, তথাপি অন্যের কথায় একখানি প্রস্তরবিশেষের দ্বারা পরীক্ষা করিলেন; ঠিক্ হইল। কোন অংশে সংশয় থাকিল না। তখন রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মিহিরকে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, মিহির! তুমি সাক্ষাৎ দেবতার অবতার! একপ অমানুষিক ঘটনা কল্পনায়ও কোন দিন আইসে নাই। তোমার প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্র হইতেও আজ আমি প্রভাবশালী! মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! দেখুন দেখুন, প্রভাত হইয়াছে; চন্দ্র নিস্তেজ না হইয়া আরও প্রভান্বিত দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতে দেখিতে অরুণোদয় হইল! সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোক মিলিয়া এক অপূর্ব্ব দিনের অবতারণা হইল! রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; দিবসেও এ অদ্ভুত ব্যাপার! তখন সমস্ত সঙ্গে প্রাসাদ হইতে অবতরন করিয়া চলিলেন। যাইয়া দেখিলেন, সর্ব্বমঙ্গলার প্রাসাদশিখরেই এই ব্যাপার! মনে করিলেন, অন্য নয়;—ভক্তবৎসল ভগবান চন্দ্রশেখরেরই এ কার্য্য! ললাটশোভিত চন্দ্রেই ভক্তের মান রক্ষা করিয়াছেন। হায়! আমরা কি তাঁহার ভক্ত নহি? চল, আজ প্রত্যক্ষীভূত ভূতভাবন ভবনাথের অদ্ভুত লীলা দর্শন করিব। অনন্তর সকলে শিখরদেশে গমন করিলেন। তথায় পঁহু-

ছিয়া সকলে সমস্বরে, সমোচ্চারণে—এ কি,—এ কি,—এ কি ব্যাপার!—বলিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এ চন্দ্র ক্ষণার মুখচন্দ্র; পর্দার গবাক্ষে ঝুলিতেছে! কবাটের শীর্ষস্থ অর্গলে লম্বিত কেশ বন্ধন করিয়াছেন! কিয়দংশ কেশে দক্ষিণ কপোল ঢাকিয়া দিয়াছেন! সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু, নক্ষত্রের কাজ দেখাইতেছে! ছিন্ন দেহ, দামিনীদল-সমষ্টি পড়িয়া আছে! একখানি সাঙ্কেতিক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রক্ত-রঞ্জিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ!—কি সর্ব্বনাশ।

মিহির দাবদগ্ধ তুরঙ্গমবৎ ছুটিয়া বলিয়া উঠিলেন, হা সর্ব্বনাশি!—এই তোমার চন্দ্রগ্রহণ?—আমার সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া গ্রহণ?—আমাকে এখন কে গ্রহণ করিবে?—দেবি!—দেবি!—দে-বি—আর কথা বাহির হইল না; অমনই চ্যুত-গিরিশিখরবৎ শিখরে পতিত হইলেন! রাজা উর্দ্ধবাহু হইয়া—হা মাতঃ ক্ষণদে! এই করিলে?—কলঙ্ক দূর করিতে, আমাকে অনন্ত কাল কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবাইলে? হায়, কি করিলাম!—অহো! কি হইল!—কি করিলাম!—মাতঃ! সন্তানকে মাতৃঘাতী করিলে?—যাও;—আর বিলম্ব নাই, আমরাও যাইতেছি। দাঁড়াও;-আমরাও আসিতেছি। বলিতে বলিতে রাজা দারুণ মূর্চ্ছায় পতিত হইলেন! ক্রমে লোকারণ্য! ও কে?—চীৎকার করিতে করিতে,—ও কে?—লীলাবতী?—কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা লীলাবতী?—ধরো,—আহা, ধরো!—মার জন্য এখনই মরিবে, ধরো!—লীলার আর কেহ নাই, এখনই আত্মহত্যা করিবে, ধরো! কে ধরিবে?—কেহ ধরাশায়ী, কেহ অজ্ঞান! তখন বাতাহতা লতার ন্যায় লীলা যেন লীলা-সম্বরণ করিলেন। ও আবার কে?—হৈমবতী?—এস; ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে!—দেখ;—মন ভরিয়া দেখ। হৈমবতী স্থির দাঁড়াইয়া, স্থিরচক্ষে দেখিয়া দেখিয়া, বক্ষে, ললাটে করাঘাত করিয়া—হায়, এই করিলাম?—আমি পাপিনী, বিশ্বাসঘাতিনী, সন্তান-

ঘাতিনী হইলাম ?—আর না ;—আর সংসারে থাকিব না। আমি কলঙ্কিনী!—আর থাকিব না!—মা! আমি আজ ভিখারিণী হইয়া তোমার সন্ধানে চলিলাম! এই বলিয়া হৈমবতী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন! আবার ছুটিয়া আসিয়া মূর্চ্ছায় পতিতা হইলেন! কে কাহার শুশ্রূষা করিবে?—সকলেই হতজ্ঞান! কেবল হাহাকার-ধ্বনি! রোদন-কোলাহল গগনতল ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল! কি আশ্চর্য্য! শত শত কাক শকুনি আসিয়া উড়িতে লাগিল; বসিতে লাগিল; যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাকে ডাকিতে লাগিল। কোথা হইতে শিবাগণ আসিয়া দীর্ঘস্বরে ঘোর ক্রন্দন তুলিয়া লইল! কেহ কাহারে ভয় করিতেছে না; কেহ কাহার অপেক্ষা করিতেছে না! শিবাগণ মনুষ্যের ক্রোড়ে গড়াইতেছে; মনুষ্যেরা তাহাদিগের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে! কাকেরা মনুষ্য-স্কন্ধে বসিয়া কাঁদিতেছে! শকুনি কাহারও মস্তকে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে! সকলই শোকাচ্ছন্ন! সকলই অজ্ঞান অচৈতন্য!

হঠাৎ রাজার চৈতন্যোদয় হইল। রাজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত ক্ষণ কি দেখিলেন; পরে ক্ষণার বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া একখানি লিখন বাহির করিলেন। দেখিলেন, শিরোনামে আপনার নামই লিখিত রহিয়াছে। পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

পত্র।

"তাত! আমি চলিলাম।—ভাবিয়াছিলাম, মনের দুঃখ মনেই লয় করিব, বিধি-বিড়ম্বনায় পারিলাম না! আজ বাধ্য হইয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া যাইতেছি। আমি পাপিনীর গর্ভে জন্মিয়াছি; কিন্তু আমি পাপী নহি; আমার পিতাও পাপী নহেন। আমার পিতা আপনার পরমারাধ্য অগ্রজ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তদভাবে আপনিই পিতা। কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যে ছিল না যে, আপনাকে পর্য্যায়রূপ সম্ভাষণে জীবনের সার্থকতা করিব; সন্তান হইয়া পিতা

মাতার চরণ-শুশ্রূষা করিব! বরং সর্ব্বনাশই করিলাম! সন্তান হইয়া পিতার হৃদয়মূল উৎপাটন করিলাম! নির্ম্মল শুভ্র যশঃ-কিরণে কালিমা ঢালিয়া দিলাম! পিতঃ! বুঝিয়া করি নাই;—এরূপ ঘটিবে, জানিলে, কদাচ আসিতাম না। এক্ষণে প্রার্থনা,—শ্রীচরণে সহস্র প্রার্থনা,—অবোধিনী বালিকা বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন। আমার সাধ্য নাই;—আপনার কষ্ট নিবারণের সাধ্য নাই। যাহা ছিল, করিলাম। আপনি পৃথ্বীপতি! আমি পৃথিবী ত্যাগ করিলাম!

যাইবার সময়ে আর দুইটি ভিক্ষা। একটি,—আমার মা হৈমবতীর কোন প্রকার ত্রুটি বিবেচনা হইলে, তাহাতে সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন। অন্যথা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা-পাপ আপনাকে আশ্রয় করিতে পারে। দ্বিতীয় ভিক্ষা,—আমি পাপিনী, হতভাগিনী; আমি দোষী, পাপীয়সী; কিন্তু আমার স্বামী কোন অংশে দোষী বা পাপী নহেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবেন,—সন্তানবৎ রক্ষা করিবেন। আর আমার প্রার্থনা নাই; ইহাই শেষ প্রার্থনা।

আপনার সন্তান

হতভাগিনী ক্ষণা।"

রাজা পত্র পাঠ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন! হায়, কি করিলাম! মাতৃহত্যা করিলাম! সন্তানহত্যা করিলাম! ব্রহ্মহত্যা করিলাম! হা মাতঃ ক্ষণদে! ভ্রাতৃতনয়ে! তোমার গুণে রাক্ষস মোহিত; আমি পিতৃব্য হইয়া ঘোর দস্যু হইতে নিকৃষ্টাচরণ করিলাম! হা পরমারাধ্য অগ্রজ! দাদা! আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিলাম! আমিই তো পাপানুসন্ধান করিতে যাইয়া তোমার অকাল-মৃত্যুর হেতুভূত হইলাম! হায়, অবশেষে তোমার জীবনের সামান্য অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিলাম! ধিক্! মৃত্যু! তুমি কোথায়? ও কে?—মিহির? এস, বাবা! ভয় নাই। তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব। এই বলিয়া মিহিরের কণ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ

করিতে লাগিলেন! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কণ্ঠস্বর মিলিত হইল! পশু-পক্ষীরাও শোক-কোলাহলে উন্মত্ত হইল! সমুদ্র-কল্লোলবৎ ধ্বনি দশ দিক ব্যাপ্ত হইল!

এ কি?—অকস্মাৎ এ আবার কি?—দূর হইতে এক ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিল! বজ্রপাতসূচক পৃথ্বী-বিদারক ধ্বনির ন্যায় সকলকে কাঁপাইল! একদা সমস্ত চক্ষুই সেই দিকে ধাবিত হইল! দেখিল, অনতিদূরে এক ভীষণ জ্বলন্ত উল্কা জ্বলিয়া জ্বলিয়া যেন দিগ্‌দহন করিতে আসিতেছে! ভয়ে বিস্ময়ে সকল সমাচ্ছন্ন! দেখিতে দেখিতে সেই প্রজ্বল উল্কা আসিয়া প্রাসাদশিখর আলোকিত করিল! প্রলয়ের আলো! বজ্রাগ্নির অধিক আলো! চক্ষে সহস্র তড়িৎ চমকাইল! ভাগ্যে চক্ষু বজায় থাকিল! ক্ষণপরে দর্শকবৃন্দের নয়ন উন্মীলিত হইলে দেখিলেন, উল্কাও নয়, বজ্রাগ্নিও নয়; শিখরের মধ্যভাগে শত-সূর্য্য-তেজধারিণী, তেজস্বিনী ভৈরবী মা দণ্ডায়মানা! বিদ্যুত্তেজ-চঞ্চল চক্ষু স্থির করিয়া, স্থিরচিত্তে ক্ষণার ছিন্ন মুণ্ড নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তাড়িত-তেজ-কটাক্ষ-বর্ষী নয়নযুগল ক্রমে কোমল হইয়া আসিল! ঝড় থামিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইন্দীবর ডুবাইয়া প্রবাহ ছুটিল! তাপসী আর দাঁড়াইতে পারিল না; তীরবৎ ছুটিয়া পতিতা হইল! হা ভগিনি! হা জ্ঞানীর হৃদয়তোষিণি! হা কাদম্বিনীর মৃতদেহ-সঞ্জীবনি। কই?—কই?—আহা, কই তুমি? তাপসী আবার তীরবৎ দাঁড়াইল! উন্মত্তের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া, আবার ছুটিল! ছুটিয়া যাইয়া ক্ষণার ছিন্ন মুণ্ড খুলিয়া লইল। ছিন্ন দেহ, ছিন্ন মুণ্ড, একত্র করিয়া ক্ষণকাল দেখিল! দেখিয়া দেখিয়া বলিল, আমার ক্ষণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! ওঃ—অত নিদ্রা!—অসময় অত নিদ্রা। ভগিনি। উঠ;—আকাশে কত বেলা; এখন গা তোল। কই?—এখনও ঘুম পূরে নাই?—ছি ছি!—তোমার সে দিন, সে নিয়ম, সে স্বাস্থ্যসম্বিধান কোথা? উঠ;—এক বার চক্ষু উন্মীলন কর; আমি দেখি,—এক বার

জন্মের মত দেখি সেই করুণরস, সেই স্নেহরস, সেই পবিত্র মধুরিমা-পরিপূর্ণ ঢল ঢল চক্ষু দুইটি একবার দেখি। যাহা দেখিয়া দস্যুহৃদয়ও দয়ায় দ্রবীভূত হইত; ব্যাঘ্রের হৃদয়ে মাতৃবাৎসল্যের উদয় হইত; শত্রুর অন্তঃকরণ মৈত্রভাব ও ধর্ম্মের ভাবে মোহিত হইত; সেই চাউনি,—সেই অমৃতবর্ষী চাউনি,—সেই পবিত্রতা-ছড়ানো চাউনিটি একবার দেখি। কই, চাইলে না?—এক বারও আমার কথার উত্তর দিলে না?—আমায় অত অবমাননা?—না, না; ক্ষণা আমায় অবমাননা করিবে?—কখনই না। ক্ষণা আমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! আহা, কচি হৃদয়; কচি ঘুম;—রাত্রিজাগরণে ঘোর বিচেতন করিয়াছে! ঘুম ভাঙিলে অসুখ করিবে! না, রে ভগিনি! তুমি ঘুমাও;—আমিও শুইতেছি। দুই ভগিনী আজ বহু দিনের পর একত্রে শয়ন করিব — যেমন লতায় লতায় জড়াইয়া থাকে, তেমনই জড়াইয়া থাকিব। জীবনের সার্থকতা করিব! তোমার সুরভি-মুখাঘ্রাণে বিজিত প্রাণ পুনরুজ্জীবিত করিব! তোমার সুবিমল সান্ধ্য মন্দানিলের ন্যায় নিশ্বাস-সংস্পর্শে তাপিত হৃদয় সুশীতল করিব! তোমার ঈষৎ রক্তাভ উজ্জ্বল সুপক্ক রসাল ফলসদৃশ কপোলস্পর্শে এই অশ্রু-বড়বানল-সিক্ত বিশুষ্ক কপোলের সজীবতা ও স্নিগ্ধতা জন্মাইব! শান্তিকাননের সোণার কমলসদৃশ তোমার হৃদয়ের সংস্পর্শে হৃদয়ের বেদনা দূর করিব! এই বলিয়া তাপসী সত্য সত্যই শয়ন করিল! কল্পনানুরূপই শয়ন করিল! এমন সময় অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া উন্মত্তপ্রায় চাহিয়া চাহিয়া—এই তো?—এই তো সেই গোলাপ ফুল?—এই তো এক বৃন্তে দুইটি গোলাপ ফুটিয়াছে?—এই তো শিববাক্যের ফল ফলিয়াছে?—দাও;—আমার ধন আমাকে দাও!—বলিতে বলিতে ভগ্নপাদপসদৃশ মিহির ধরাশায়ী হইলেন।

তাপসী একবার শিরোত্তোলন করিয়া চাহিল; চাহিয়া চাহিয়া উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল নীরবে দেখিয়া, আবার হাহাকার করিয়া উঠিল! উচ্চৈঃস্বরে—ক্ষণা!—ক্ষণদে!—ক্ষণদাসুন্দরি! ভগিনি!

দেখ,—তোমার দিদি আসিয়াছে, একবার দেখ। চিনিতে পার নাই? তোর সেই দিদি!—তোর সেই জ্ঞানী দিদি! চন্দ্রনাথে যে সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলি, সেই মায়াবিনী রাক্ষসী জ্ঞানী ভগিনী আসিয়াছে! উঠ;—আজ দুই ভগিনী মিলিয়া প্রাণেশ্বরের শুশ্রূষা করি! যাহা ইহজন্মে সম্ভবপর নহে বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ সে সাধ পূর্ণ করি! কই, উঠিলি না? সত্য সত্যই কি আমায় ত্যাগ করিলি?—আমায় সপত্নী বলিয়া ত্যাগ করিলি কি?—ছি ছি, তোমার শিশু-বুদ্ধি! ভাল, দেখি, মিহিরই বা কি করেন? মিহিরও আমাকে ত্যাগ করিবেন কি?—মিহির! প্রাণাধিক! একবার চাও! দাসীর পানে একবার শুভদৃষ্টি—সেই শুভদৃষ্টি কর! দাসীর কথায় উত্তর কর! আমি মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার ডাকি!—প্রাণেশ্বর বলিয়া একবার ডাকি! আমি তো এরূপ করিয়া আর ডাকি নাই?—এই জন্মের ডাক ডাকিলাম! একবার উত্তর দাও! আর ডাকিব না; এ জন্মে আর——তাপসী আর বলিতে পারিল না। মিহিরের পাদযুগলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

মিহির হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; চক্ষের জলে তাপসীর মুখমণ্ডল বিধৌত করিতে লাগিলেন! সেই কবোষ্ণ বারি-স্পর্শে তাপসীর চৈতন্যোদয় হইল! নয়ন উন্মীলন করিল! ক্ষণকাল ঢলঢল চাহিয়া বলিল, নাথ! চিনিয়াছ? হতভাগিনী জ্ঞানদাকে চিনিতে পারিয়াছ? হায়, কি করিলে?—কি সর্ব্বনাশ করিলে? যাঁর জন্য, রাজ্য ঐশ্বর্য্য কি ছার? সকল ঐশ্বর্য্যের, সকল রত্নের সার স্বামিরত্ন, সকল দেবতার সার পতি-দেবতা ত্যাগ করিলাম, সেই রত্ন রক্ষা করিতে পারিলে না? আমার সকল আয়াস, সকল তপস্যা বিফল হইল? হায়, কি হইল! আর সহ্য হয় না!—কই, মহারাজ কোথা? মহারাজ! হইয়াছে?—তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে?—কলঙ্ক দূর হইয়াছে? তোমার হৈমবতী কোথায়?—ধর; এই মুণ্ড গ্রহণ কর, হৈমবতীকে আশানুরূপ পুরস্কার প্রদান কর! রাজা বজ্রাহত;

নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ! জ্ঞানদা ভয়ানক চমকিয়া ঊর্দ্ধে চাহিলেন! চাহিয়া চাহিয়া——ও কি!—ও কি?—ঐ, ঐ ঐ তো!—ঐ তো আমার ক্ষণদা!—ঐ তো আমায় ডাকিতেছে? যাই—যাই!—নাথ! ছাড়িয়া দাও! ঐ তো?—ঐ তো আমায় ডাকিতেছে? দিদি! দিদি! ত্বরায় এস,—ত্বরায় এস! আর সময় নাই! প্রাণেশ্বর! ঐ—ঐ যে আবার দিদি, দিদি করিয়া ডাকিতেছে? ঐ—ঐ যে নাথ!—যাই—যাই; —দাও—পাদপদ্ম দাও! আর চাই না—ইহজন্মে আর কিছু চাই না—পাদপদ্ম দাও! এই বলিয়া জ্ঞানদা শয়ন করিলেন। ক্ষণার ছিন্ন-মুণ্ড বক্ষে স্থাপন করিলেন! এক হস্তে মুণ্ড, এক হস্তে স্বামীর পাদযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন! বলিলেন, নাথ! এমন দিন আর কবে হইবে?—এমন সুপ্রভাত, সুখের দিন আর কবে হইবে? সুখীর নিদ্রা বড়; আমি একটুকু নিদ্রা যাই! আমায় জাগাইও না! এই বলিয়া জ্ঞানদা নয়ন নিমীলিত করিলেন! মুহূর্ত্ত গত; এমন সময় অকস্মাৎ এক অলৌকিক কিরণজাল বিস্তার হইল! সুগন্ধ মন্দার-পরিমল সহ অভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কিরণ বিস্তীর্ণ হইল! সূর্য্যালোক ঢাকিয়া নিত্যময় পরমালোক প্রকাশ পাইল! সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল! এ কি, এ কি মায়া! এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সহস্র মুখে একবাক্যে উচ্চারিত হইল! সকলে ঊর্দ্ধে চাহিয়া থাকিল! জ্ঞানদা আর জাগিল না! সকলে দেখিল, জ্ঞানদার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইয়াছে! নানা পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন সত্য সত্যই দেবীমূর্ত্তি মানবী-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। একদা সহস্রাধিক লোকের হাহাকার-ধ্বনি গগন স্পর্শ করিল! তৎপর সকল নিঃশব্দ,—নিস্পন্দ! অদ্য বিধাতার নূতন সৃষ্টি, নূতন দিন বলিয়া যেন জন মানব, পশু, পক্ষী সমস্ত জীবেরই বোধ হইতে লাগিল!

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

ক্ষণা-মিহিরের বচন।

চন্দ্রগ্রহণ।

রাহু ঋক্ষের তিন চার পাদ   মাঝে থাকে রবি চাঁদ,
খায় চাঁড়ালে ক্ষণা বলে   গ্রহণ হয় পর্ব্বকালে।

অস্যার্থঃ।

রাহুভোগ্য নক্ষত্রের পাদত্রয়ের মধ্যে যদি দিবাকর থাকেন, এবং রাহুভোগ্য নক্ষত্রের পাদচতুষ্টয়ের মধ্যে যদি চন্দ্র থাকেন, তবে নিশ্চয়ই গ্রহণ হইবে।

সূর্য্য ওক্‌খু জহিং ঋক্ষএ চিঠ্‌ঠতি তস্স চতুদ্দশ ঋক্ষএ,
যদি চন্দ চিঠ্‌ঠদি তহিং পতিপদসন্ধয়ে গহণ হবিস্সদি।

অস্যার্থঃ।

যে নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিবেন, তাহার চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে যদি চন্দ্র থাকেন, তবে পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধিসময়ে গ্রহণ হইবে।

আদিত্যমণ্ডল ও চন্দমণ্ডলংবি জহিং এক্কয়ে ঋক্ষএ অংশে
চিঠ্ঠদি তহিং অমাবাস্যা তিথিওভদি ঋক্ক চক্কশ্য ভমণ
পরম্পরে সুধাংশুবিম্বস্য অংশ একৈকশঃ দিশাদি তৎকৃখু পদিববাদি
তিথি ও লোয়ে ববহীয়তে।

অস্যার্থঃ।

সূর্য্যমণ্ডল এবং চন্দ্রমণ্ডল যখন এক রাশির একাংশে থাকেন, তখন অমাবাস্যা তিথি হয়, পরে রাশিচক্রের ভ্রমণে ক্রমান্বয়ে চন্দ্রমণ্ডলের প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়। ঐ দৃষ্ট অংশকেই প্রতিপদাদি তিথি বলিতে হইবে।

তৃতীয়া তিথি অন্ধকারে   মাসের ঘটক পায় তারে,
তেরো ঋক্ষে রবি পায়,   রবি ধরি রাহু খায়।

অস্যার্থঃ।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার দিবসে যদি মাসের ঘটক নক্ষত্র হয় এবং তাহার ত্রয়োদশ নক্ষত্রে যদি সূর্য্য থাকেন, তবে রাহু কর্ত্তৃক সূর্য্য গ্রস্ত হইবে।

যদা খমার্গে মরুতাং প্রবাহৈঃ পরস্পরাসঙ্গবিশালশব্দঃ,
নির্ঘাতনামা প্রপতেৎ পৃথিব্যাং সএব জাতঃ শ্বসনঃ শরীরাৎ।

অস্যার্থঃ।

যে কালে গগনমণ্ডলে বায়ুর বলবান্ বেগ প্রবাহিত হইয়া পরস্পর বায়ুর আঘাত দ্বারা যে শব্দটি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নির্ঘাত বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ মিহির নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রশ্নপ্রকরণ।

কোন বস্তু বেঘটিত (অপহৃত) হইলে ক্ষণার মতে চৌরের নাম, ও বস্তু নির্ণয় করা।

লগ্ন চতুর্গুণ করি দিক্ মিশায়ে সাতে হরি,
শেষ অঙ্ক রবে যেই, চৌরের নাম হবে সেই।

পক্ষান্তরে চৌরের নামের আদ্য-অক্ষর-নির্ণয়।

মীন মিথুনে ককার যুক্তা, সিংহ বৃশ্চিকে চকার শক্তা,
কর্কী মকার টকার জ্ঞান, তুলা কন্যা ঐ পরিমাণ,
মেষ কার্ম্মুকে পকার আদি, তকার গুণি কুম্ভে যদি।

বস্তুনির্দ্দেশ।

লগ্ন অঙ্কে যত হয়, গ্রহ দিয়া পূরি তায়,
বসু মিশিয়ে বেদে ক্ষয়, সেই বস্তু ক্ষণা কয়।
লগ্নে রবি দ্রব্য সোণা চক্রাকার বলে ক্ষণা,
শুক্রে চন্দ্রে দেখে যবে খাড়া রেখা থাকে তবে,
গুরুর সপ্তমে ভাঙ্গর ঘর ভূমিপুত্রে সোণা মোহর,
রাহু কেতু দেখে যবে, শিরঃ ভগ্ন থাকে তবে,

চতুর্থ পঞ্চমে থাকে শনি, সেই দ্রব্য এক জানি,
শনি মঙ্গল দেখে যবে এক বর্ণ নয় তবে,
রক্তবর্ণ যায় বলা, মধ্যে থাকে কালা ধলা।
পাপদৃষ্টি দেখে খুব্ তবে জানিও থুপ্ থুপ্।
লগ্নে শুক্র বর্ণ ধলা, এই যে নষ্ট যায় বলা,
পঞ্চম চন্দ্র দেখি যবে, রূপা ধাতু হয় তবে,
পূর্ণচন্দ্রে চক্রাকার, খাড়া রেখা থাকে তার,
অর্দ্ধদৃষ্টি থাকে যার, খণা বলে অলঙ্কার।

বাপের ঘরে পোয়ে দেখে, তার নষ্ট ঘরে থাকে,
আপন্ ক্ষয় আপ্নি চায় উচ্চ স্থানে খণা কয়।
রাহু কেতু দেখে যবে ভিন্ন জাতি নিল তবে।
পঞ্চম স্থানে মিত্র থাকে, তাহার সপ্তম দেখে,
অবশ্য নহে নষ্ট পায়, গ্রহ বলে খণা কয়।
পুত্রের ঘরে বাপে চায়, অন্য চোরে লয়ে যায়।

জাতকসম্বন্ধে।

মীন কুম্ভ মকর মেষা আদ্য অন্তে হয় পুরুষা,
সিংহে বিছে, তুলে, উহাতে খণা বলে।
ভরণী ভাস্কর সোমে উত্তরফল্গুনী মহীজোক্তে
যদি বুধ শ্রবণা সঙ্গে আর্দ্রা পায় বৃহস্পতি সঙ্গে,
শুক্রে শতভিষা শনি পায় রেবে, প্রসব গরলে না জীবে,
যদি বা জীবে প্রসবকারী, বালা-মুখে চুম্ব না দেয় নারী।

বাস্তুপরিমাণ।

কর্ণ সমান করি কাঠি তাতে মাপি বাস্তু-বাটী,
দীর্ঘ প্রস্থে যত পাই, রাম গুণে তাই পূরাই,
সাতে হরি রহে যেই, ভাল মন্দ কহে সেই।

এই সকল বচনের অর্থ সাধারণেই প্রায় বুঝিতে পারেন, সুতরাং অর্থ লিখিয়া পুস্তক আর বাড়াইলাম না।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৩	দিক্পাত্	দৃক্পাত
৬	১৫	আর নিদ্রালু	আর এমন নিদ্রালু
৩৭	২৫	কাকচিলের	যমপুকুরের
৩৮	১	০	প্রত্যূষে স্নান
৪৩	১৮	মহাদেবও	মহাদেবেরও
৪৯	২১	ভূর্ত্তৃকন্যার	ভর্ত্তৃকন্যার
৫০	২০	করিতে	মনে করিতে
৭১	২২	বপ্পীয়	বাষ্পীয়
৭৩	৩	জ্ঞানদা অতক্ষা	জ্ঞানদা। অতক্ষণ—
৮২	২২	অমনই তাহার সংহার হইতেছে	অমনই সে তাহার সংহার করিতেছে।
৯২	২০	দ্রব্যাদিতে	দ্রব্যাদি
১০০	২১	দীনহীনেরা	দীনহীনের
১০১	৩	রাজন্যবর্গ	রাজন্যগণ।
১০২	৬	উড়িয়া	উড়াইয়া
১০৭	৫	তোমর	তোমরা
১১৫	২৪	অনথার অত,	অনাথার প্রতি অত—
১১৬		বহুলতায়	বাহুলতায়
১৩৬	২০	জনে	জনেরা
১৩৭	১৯	পূর্ব্বেও	পূর্ব্বেই
১৪২	৫	বিষয় কার্য্যে যেরূপ	বিষয়কার্য্যে মহারাজের যেরূপ
১৪৪	১৯	কোশ	কোশল
১৬৯	২	নষ্টোদ্বারে	নষ্টোদ্ধারে
১৭৪	১৩	কাপানিকা	কাপালিক
১৮০	১৭	নিশ্চিত	অনিশ্চিত
১৮০	২৩.	নিব্বাসন	নির্ব্বাসন
১৮৮	১৬.	বিষাণ	বিষালু
১৯০	১৫	চন্দ্রগ্রহণ হইবে;	চন্দ্রগ্রহণ হইবে।